



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2020

"মিষ্টি বাচ্চারা - সুখ আর দুঃখের খেলাকে তোমরাই জানো, অর্ধেক কল্প হলো সুখী আর অর্ধেক কল্প হলো দুঃখের, বাবা দুঃখ হরণ করতে আর সুখ দান করতে আসেন"

প্রশ্ন:- কোনো কোনো বাচ্চা কোন্ একটি বিষয়ে নিজের মনকে খুশী করে অতি চালাক হয়ে যায়?

উত্তর:- কেউ কেউ মনে করে, আমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি, আমরা সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেছি। এমন মনে করে নিজের মনে খুশী হয়ে যায়। এও এক অতি চালাক হওয়া। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তাই সেই দুনিয়াও তো পবিত্র চাই। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, একজন তো আর যেতে পারবে না।

গীত:- তুমিই মাতা, তুমিই পিতা

ওম্ শান্তি। এ হলো বাচ্চাদের পরিচিতি। বাবাও এমন বলেন, আমরা সকলেই আত্মা এবং সকলেই মানুষও। বড় হোক বা ছোটো, প্রেসিডেন্ট, রাজা, রানী সকলেই মানুষ। বাবা এখন বলছেন, সকলেই আত্মা, আমি হলাম সকল আত্মার পিতা, তাই আমাকে বলা হয় পরম পিতা পরম আত্মা অর্থাৎ সুপ্রীম। বাচ্চারা জানে যে, তিনি হলেন আমাদের মতো আত্মাদের পিতা, আমরা সকলেই ভাই - ভাই। এরপর ব্রহ্মার দ্বারা ভাই - বোনেরের উঁচু বা নিচু কুল হয়ে যায়। আত্মারা তো সকলেই আত্মা। এও তোমরা বুঝতে পারো। মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা বসে তোমাদের বোঝান - বাবাকে তো কেউই জানে না। মানুষ গেয়ে থাকে - হে ভগবান, হে মাতা - পিতা, কেননা উঁচুর থেকে উঁচু তো একজনই হওয়া উচিত, তাই না। তিনি হলেন সকলের বাবা, সকলের সুখ প্রদানকারী। এই সুখ - দুঃখের খেলাকেও তোমরাই জানো। মানুষ তো বুঝতে পারে, এখনই সুখ আবার এখনই দুঃখ। তারা একথা মনে করে না যে, অর্ধেক কল্প সুখ আর অর্ধেক কল্প দুঃখ। সত্যপ্রধান, সত্য, রজঃ আর তমঃ, এই আছে, তাই না। শান্তিধামে আমরা সব আত্মারা থাকি, তো ওখানে সবাই সত্যিকারের সোনা। ওখানে কেউই পৃথক হতে পারে না। যদিও নিজের নিজের আলাদা পার্ট ভরা থাকে কিন্তু আত্মারা সকলেই পবিত্র থাকে। অপবিত্র আত্মা সেখানে থাকতে পারে না। এই সময় এখানে কোনো পবিত্র আত্মা থাকতে পারবে না। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণরা এখন পবিত্র হচ্ছে। তোমরা এখন নিজেদের দেবতা বলতে পারবে না। তাঁরা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলাই হবে না। শঙ্করাচার্যই হোক বা অন্য যে কেউই হোক, দেবতারা ছাড়া অন্য কাউকেই নির্বিকারী বলা যাবে না। এই কথা তোমরাই জ্ঞান সাগরের মুখ থেকে শোনো। তোমরা এও জানো যে, জ্ঞান সাগর এই একবারই আসেন। মানুষ তো পুনর্জন্ম নিয়ে আবার আসে। কেউ কেউ এই জ্ঞান শুনে চলে গেছে, সংস্কার নিয়ে গেছে, তো তারা যখন আবার পুনর্জন্মে আসে, তারা এসে আবার শোনে। তোমরা তো বুঝতে পারো, কেউ কেউ ৬ বা ৮ বছরের হয়, তাও তাদের মধ্যে খুব ভালোভাবে বোঝার ক্ষমতা এসে যায়। আত্মা তো ওই একই। এই জ্ঞান শুনে তাদের ভালো লাগে। আত্মা মনে করে আমি আবারও বাবার ওই জ্ঞান পাচ্ছি। তাদের ভিতরে খুশী থাকে, তারা অন্যদেরও শেখাতে লেগে যায়। ফুটি এসে যায়। যেমন লড়াই যারা করে, তারা সেই সংস্কার নিয়ে যায়, তো ছোটবেলাই সেই কাজে খুশীর সঙ্গে লেগে যায়। তোমাদের তো এখন পুরুষার্থ করে নতুন দুনিয়ার মালিক হতে হবে। তোমরা তো সকলকে একথা বোঝাতে পারো, তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারো, না হলে শান্তিধামের মালিক হতে পারো। শান্তিধাম হলো তোমাদের ঘর, যেখান থেকে তোমরা এখানে অভিনয় করতে এসেছো। একথাও কেউ জানে না কারণ আত্মার কথাই তারা জানে না। তোমরাও তো প্রথমে জানতেই না যে, আমরা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এসেছি। আমরা হলাম বিন্দু। যদিও সন্ন্যাসীরা বলে, ক্রকুটির মধ্যে আত্মা তারা রূপে থাকে, তবুও বুদ্ধিতে বড় রূপ এসে যায়। শালিগ্রাম বললে বড় রূপ মনে করে। আত্মা হলো শালিগ্রাম। যজ্ঞ যখন করে, সেখানেও বড় বড় শালিগ্রাম বানানো হয়। পূজার সময়ও শালিগ্রামের বড় রূপই বুদ্ধিতে থাকে। বাবা বলেন, এ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। জ্ঞান তো আমিই শোনাই, দুনিয়াতে আর কেউই তা শোনাতে পারে না। এ কেউই বোঝায় না যে, আত্মাও বিন্দু আর পরমাত্মাও বিন্দু। ওরা তো অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম বলে দেয়। ব্রহ্মকে ভগবান মনে করে আবার নিজেকেও ভগবান বলে দেয়। ওরা বলে, আমরা অভিনয় করার জন্য ছোটো আত্মার রূপ ধারণ করি। তারপর বড় জ্যোতিতে লীন হয়ে যাই। লীন হয়ে যাবো, আবার কি! এই অভিনয়ও লীন হয়ে যাবে। এ কতো ভুল হয়ে যায়।

বাবা এখন এসে সেকেণ্ডেই জীবনমুক্তি দান করেন তারপর অর্ধেক কল্প পরে সিঁড়ি নামতে নামতে জীবন বন্ধতে এসে যায়

। তারপর বাবা এসে আবার জীবনমুক্ত করেন, তাই তাঁকে সকলের সদগতিদাতা বলা হয় । তাই যিনি পতিত পাবন বাবা, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে, তাঁর স্মরণেই তোমরা পবিত্র হবে । না হলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে না । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন একমাত্র বাবাই । কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে, আমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি । আমরা সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেছি । এই মনে করে নিজের মনকে খুশী করেও নেয় । এও হলো অতি চালাক হওয়া । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, এখন অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । তোমরা পবিত্র হলে তোমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়াও চাই । একজন তো আর যেতে পারবে না । কেউ যতই চেষ্টা করুক না কেন, আমরা শীঘ্রই কর্মাভীত হয়ে যাবো, কিন্তু তা হবে না । রাজধানী স্থাপন হতে হবে । যদিও কোনো ছাত্র পড়াতে খুবই হুঁশিয়ার বা ওস্তাদ হয়ে যায়, কিন্তু পরীক্ষা তো সময় মতোই হবে, তাই না । পরীক্ষা তো আর তাড়াতাড়ি হতে পারবে না । এও তেমনই । সময় যখন হবে তখন তোমাদের পড়ার ফল বের হবে । যতই ভালো পুরুষার্থ করো না কেন, এখন বলতেই পারবে না যে, আমরা সম্পূর্ণ তৈরী । তা নয়, ১৬ কলা সম্পূর্ণ কোনো আত্মা এখন হতে পারবে না । তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । নিজের মনকে কেবল খুশী করলেই হবে না যে, আমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি । তা নয়, সম্পূর্ণ অন্তিম সময়েই হতে হবে । তোমরা অতি চালাক হয়ো না । এখন তো সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হবে । হ্যাঁ, তোমরা এটা বুঝতে পারো যে, সময় খুবই অল্প আছে । মুশলও আবিষ্কৃত হয়েছে । এত বানাতেও প্রথমে সময় লাগে, তারপর যখন অভ্যাস হয়ে যায়, তখন চট করে বানিয়ে ফেলে । এই সব এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । মানুষ বিনাশের জন্য বোম্বস বানাতে থাকে । গীতাতেও এই মুশল অঙ্কর আছে । শাস্ত্রে আবার লিখে দিয়েছে, পেট থেকে লোহা বের হয়েছে, আরো কতো কি হয়েছে । এসব তো মিথ্যা কথা, তাই না । বাবা এসে বোঝান, তাঁকেই মিসাইল বলা হয় । এখন এই বিনাশের পূর্বে আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম । আমরা প্রকৃত সোনা ছিলাম । ভারতকে সত্য থণ্ড বলা হয় । এখন তা মিথ্যা থণ্ড হয়ে গেছে । সোনাও তো আসল আর নকল হয়, তাই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনে গেছো যে, বাবার মহিমা কি ! তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, সত্য এবং চৈতন্য । আগে তো তোমরা তো কেবল মহিমা করতে । এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে, আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ গুণ ভরে দিচ্ছেন । বাবা বলেন, সবার প্রথমে তোমরা স্মরণের যাত্রা করো, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । আমার নামই হলো পতিত পাবন । এমন গেয়েও থাকে যে, হে পতিত পাবন এসো, কিন্তু তিনি এসে কি বলবেন, তা জানে না । এক সীতা তো হবে না । তোমরা সকলেই তো সীতা ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অসীম জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসীম জগতের কথা শোনান । তোমরা অসীম বুদ্ধির দ্বারা জানো যে, পুরুষ আর মহিলা সকলেই সীতা । সকলেই রাবণের জেলে বন্দী । বাবা (রাম) এসেই সকলকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করেন । রাবণ কোনো মানুষ নয় । তোমাদের এ কথা বোঝানো হয় যে, প্রত্যেকের মধ্যেই পাঁচ বিকার আছে, তাই একে রাবণ রাজ্য বলা হয় । এর নামই হলো বিকারী দুনিয়া, সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া, দুই নাম পৃথক । এ হলো বেশ্যালয় আর ও হলো শিবালয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ নির্বিকারী দুনিয়ার মালিক ছিলেন । এঁদের সামনে গিয়ে বিকারী মানুষ মাথা নত করতেন । বিকারী রাজা ওই নির্বিকারী রাজাদের সামনে মাথা নত করতেন । এও তোমরাই জানো । মানুষ তো কল্পের আয়ুই জানে না, কিভাবে বুঝবে যে, রাবণ রাজ্য কবে শুরু হয় । অর্ধেক - অর্ধেক হওয়া উচিত, তাই না । রামরাজ্য, রাবণ রাজ্য কখন শুরু করবে, সম্পূর্ণ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ।

বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, এই পাঁচ হাজার বছরের চক্র ঘুরতে থাকে । তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, আমরা ৮৪ জন্মের অভিনয় করি । তারপর আমরা ঘরে ফিরে যাই । সত্যযুগ এবং ত্রেতাতেও আমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করি । সে হলো রামরাজ্য, তারপর রাবণ রাজ্যে আসতে হবে । এ হলো হার জিতের খেলা । তোমরা জয় পাও তাই স্বর্গের মালিক হও । আর হেরে গেলে নরকের মালিক হও । স্বর্গ পৃথক, কেউ মারা গেলে বলে, স্বর্গে গেছেন । তোমরা এখন বলবেই না কারণ তোমরা জানো, স্বর্গ কবে হবে । ওরা তো বলে দেয় জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেলো অথবা নির্বাণ হয়ে গেলো । তোমরা তো বলবে, জ্যোতি কখনোই জ্যোতিতে মেলাতে পারে না । সর্বের সদগতিদাতা একজনই, এমন গাওয়া হয় । সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় । এখন তো হলো নরক । এ ভারতেরই কথা । বাকি উপরে কিছুই নেই । দিলওয়ারা মন্দিরে উপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে, তাই মানুষ মনে করে বরাবর উপরেই স্বর্গ । আরে উপরে আকাশের ছাদে মানুষ কিভাবে থাকবে, বুদ্ধি হলো, তাই না । তোমরা এখন পরিষ্কার করে বোঝাতে পারো । তোমরা জানো যে, এখানেই আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম আবার এখানেই আমরা নরকবাসী হই । এখন আবার আমাদের স্বর্গবাসী হতে হবে । এই জ্ঞান হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার । কথাও সত্যনারায়ণ হওয়ারই শোনানো হয় । রাম - সীতার কথা বলা হয় না, এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা । উঁচুর থেকে উঁচু পদ হলো লক্ষ্মী - নারায়ণের । রাম - সীতা দুই কলা কম হয়ে যায় । উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করা হয়, এরপর যদি না করে তখন চন্দ্রবংশীতে যায় । ভারতবাসী যখন পতিত হয়ে যায় তখন নিজের ধর্মকে

ভুলে যায়। খৃস্টানরা যদিও সত্য থেকে তমোপ্রধান হয়েছে তবুও তো তারা খৃস্টান সম্প্রদায়ের, তাই না। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মেররা তো নিজেদের হিন্দু বলে দেয়। তারা এও বুঝতে পারে না যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে দেবী দেবতা ধর্মের। এ তো আশ্চর্য, তাই না। তোমরা জিজ্ঞেস করো, হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো? তখনই মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। দেবতাদের পূজা করে, তাহলে দেবতা ধর্ম তো আছে, তাই না, কিন্তু বুঝতেই পারে না। এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে, আমরা প্রথমে সূর্যবংশী ছিলাম, তারপর আমরা অন্য ধর্মে আসি। আমরা পুনর্জন্মে আসি। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ যথার্থ রীতিতে এই কথা জানতে পারে। স্কুলেও কোনো কোনো ছাত্রের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে বসে যায়, কারোর কারোর বুদ্ধিতে কম বসে। এখানেও যারা পাস করতে পারে না তাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়। তারা চন্দ্রবংশীতে চলে যায়। তাদের দুই কলা তো কম হয়ে গেলো, তাই না। তারা সম্পূর্ণ হতে পারলো না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন অসীম জগতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি আছে। ওরা তো স্কুলে জাগতিক হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি পড়ায়। ওরা তো মূল বতন, সূক্ষ্ম বতনকে জানেই না। সাধু - সন্ত ইত্যাদি কারোর বুদ্ধিতেই নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আল্লাহ মূল বতনে থাকে। এ হলো স্থূল বতন। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এখানে স্বদর্শন চক্রধারী সেনা বসে আছে। এই সেনারা বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করে। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে। বাকি তোমাদের কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি নেই। জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের স্ব দর্শন হয়েছে। বাবা তোমাদের রচয়িতা এবং রচনার আদি -মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দেন। বাবার এখন নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা রচয়িতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যে যতটা স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারে, অন্যদেরও বানাতে পারে, যারা বেশী সেবা করে, তারা উঁচু পদ পাবে। এ তো সাধারণ কথা। গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে বাবাকে সবাই ভুলে গেছে। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। তাঁকে বাবাও বলা যাবে না। অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ একমাত্র বাবার থেকেই পাওয়া যায়। বাবাকেই পতিত পাবন বলা হয়, তিনি যখন আসেন, তখনই আমরা শান্তিধামে যাই। মানুষ তো মুক্তির জন্য কতো মাথা ঠুকতে থাকে। তোমরা কতো সহজ করে বুঝিয়ে বলো। তোমরা বলো - পবিত্র বা পাবন তো পরমাত্মা, তাহলে তোমরা গঙ্গা স্নান করতে কেন যাও। মানুষ গঙ্গার তীরে গিয়ে বসে, যেন আমরা এখানে মারা যেতে পারি। প্রথমে বাংলায় যখন কেউ মারা যেতো, তখন তাকে গঙ্গার তীরে নিয়ে গিয়ে হরিবোল ধ্বনি দিতো। তারা মনে করতো, এতে উনি মুক্ত হয়ে যাবেন। এখন আত্মা তো বেরিয়ে গেছে। সে তো আর পবিত্র হয় নি। বাবা এসেই পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন। বাকি নতুন কিছু রচনা করেন না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার মধ্যে যে গুণ আছে, তা নিজের মধ্যে ভরতে হবে। পরীক্ষার পূর্বে পুরুষার্থ করে নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাতে হবে, এতে অতি চালাক হবে না।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে আর অন্যদেরও করতে হবে। বাবা এবং চক্রকে স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের বাবার কাছে অসীম জগতের কথা শুনে

নিজের বুদ্ধিকেও অনন্ত করতে হবে। জাগতিক বুদ্ধিতে এসো না।

বরদান:- সুইট সাইলেন্সে মগ্ন স্থিতির দ্বারা নষ্টমোহ সমর্থ স্বরূপ ভব*

দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের সংস্কার, ব্যক্তি অথবা বৈভব, বায়ুমণ্ডল, ভাইব্রেশন, সব থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রতি আকর্ষণ করো না। মানুষ চিংকার করলেও তোমরা অচল থাকো। প্রকৃতি, মায়া সবই শেষ সুযোগ নেওয়ার জন্য যতই নিজের দিকে আকর্ষণ করুক, তোমরা কিন্তু পৃথক এবং বাবার প্রিয় হওয়ার স্থিতিতে মগ্ন থাকো -- একেই বলা হয় দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। এই হলো সুইট সাইলেন্স স্থিতিতে মগ্ন স্থিতি, এমন স্থিতি যখন হবে তখন বলা হবে নষ্টমোহ সমর্থ স্বরূপের বরদানী আত্মা।

স্লোগান:- হোলিহংস হয়ে অপগুণ রূপী কাঁকর ত্যাগ করে গুণ রূপী মুক্তো চয়ন করতে থাকো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের মতো আত্মাদের সঙ্গেই আত্মিক বার্তালাপ করেন, তোমরা বাবার কাছে ২১ জন্মের জন্য নিজের লাইফ ইনসিওর করতে এসেছ, তোমাদের জীবন এমন ইনসিওর হয়ে যায় যে তোমরা অমর হয়ে যাও"

প্রশ্ন:- দুনিয়ার মানুষও লাইফ ইনসিওর করায় আর তোমরা বাচ্চারাও করাও - এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়?

উত্তর:- মানুষ নিজের লাইফ ইনসিওর করায় যাতে সে মারা গেলে তার পরিবারের কেউ টাকা পায়, আর তোমরা বাচ্চারা এমন ইনসিওর করাও যাতে ২১ জন্ম আমাদের মৃত্যুই হবে না - অমর হয়ে যাই। সত্যযুগে কোনো ইনসিওর কোম্পানি থাকে না। এখনই তোমরা নিজেদের লাইফ ইনসিওর করছ যার ফলে আর কখনো মৃত্যুই হবে না। তাই খুশিতে থাকা উচিত।

গীত:- কে এলো আজি প্রভাতে...

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে থেকে আত্মিক বাচ্চাদের সাথে আত্মিক বার্তালাপ করছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এখন কেবল ২১ জন্মই নয়, আমাদের ৪০-৫০ জন্ম ইনসিওর করে দিচ্ছেন। ওরা লাইফ ইনসিওর করায় যাতে সে মারা গেলে তার পরিবারের কেউ টাকা পায়, আর তোমরা এমন ইনসিওর করাও যাতে ২১ জন্ম আর মৃত্যুই হবে না। বাবা অমর বানিয়ে দেন। তোমরা তো অমর ছিলে, মূলবতনকেও তো অমরলোক বলা যাবে। ওখানে তো জীবন-মৃত্যুর কোনো প্রশ্নই নেই। ওটা হলো আত্মাদের নিবাসস্থান। বাবা কেবল নিজ সন্তানদের সঙ্গেই এইরকম আত্মিক বার্তালাপ করেন, অন্য কারোর সাথে করেন না। *যে আত্মা নিজেকে জেনেছে, কেবল তার সাথেই কথা বলেন।* অন্য কেউ তো বাবার কথা বুঝতেই পারবে না। প্রদর্শনীতে তো এতজন আসে, তারা কি তোমাদের কথা বুঝতে পারে? অনেক চেষ্টা করে হয়তো সামান্য কয়েকজন বুঝতে পারে। তোমাদেরকেও তো কত কত বছর ধরে বোঝাচ্ছি, তারপরেও সামান্য কয়েকজন বুঝেছে। যদিও এটা এক সেকেন্ডেই বোঝা যায়। আমরা আত্মারা পবিত্র ছিলাম এবং এখন পতিত হয়ে গেছি। এরপর পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তারজন্য সুইট ফাদারকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর থেকেও মিষ্টি তো আর কিছুই নেই। এই স্মরণের বিষয়েই মায়াবী বিঘ্ন আসে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে অমর বানাতে এসেছেন। পুরুষার্থ করে অমর হয়ে অমরপুরীর মালিক হতে হবে। অমর তো ওখানে সকলেই হবে। সত্যযুগকে অমরলোকও বলা হয়। এটা হলো মৃত্যুলোক। এগুলোই হলো অমরকথা। এমন নয় যে শঙ্কর কেবল পার্বতীকেই অমরকথা শুনিয়েছিল। ওগুলো সব ভক্তিমার্গের কথা। তোমরা বাচ্চারা কেবল আমার কথাই শোনো আর আমাকেই স্মরণ করো। কেবল আমিই জ্ঞান দিতে পারি। ড্রামা অনুসারে সমগ্র দুনিয়া এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। অমরপুরীতে রাজত্ব করলেই অমর পদমর্যাদা সম্পন্ন বলা যাবে। ওখানে কোনো ইনসিওর কোম্পানি থাকে না। এখন তোমাদের লাইফ ইনসিওর করা হচ্ছে। তোমরা কখনোই মরবে না। এটা বুদ্ধিতে রেখে খুশিতে থাকতে হবে। আমরা যেহেতু অমরপুরীর মালিক হচ্ছি, সুতরাং অমরপুরীকে স্মরণ করতে হবে। তবে যেতে হবে মূলবতন হয়ে। এইরকম ভাবেই মনে মনে স্মরণ করা হয়। মূলবতন হলো *মন্বনা ভব*, অমরপুরী হলো মধ্যাজী ভব। প্রত্যেকটা বিষয়েই দুটো জিনিস আছে। কতো রকম ভাবে তোমাদেরকে অর্থ বোঝানো হয়। তবে গিয়ে বুদ্ধিতে ধারণ হয়। সবথেকে কঠিন হলো নিজেকে নিশ্চিত ভাবে আত্মা অনুভব করা। আমি আত্মা এই শরীরে জন্ম নিয়েছি। ৮৪ জন্ম ধরে কতো নাম-রূপ-দেশ-কাল পরিবর্তন করেছি। সত্যযুগে এতগুলো জন্ম নিয়েছি, ত্রেতাতে এতগুলো...। এই কথাগুলোও কিছু বাচ্চা ভুলে যায়। আসল ব্যাপার হলো নিজেকে আত্মা অনুভব করে সুইট বাবাকে স্মরণ করা। উঠতে বসতে এগুলো স্মরণে থাকলেই খুশি থাকবে। অর্ধেক কল্প ধরে আমরা যাঁকে ডেকে এসেছি - এসো, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র করো, সেই বাবা পুনরায় এসেছেন। মূলবতনে তো পবিত্র অবস্থাতেই থাকবে। সত্যযুগ হলো অমরপুরী। ভক্তিমার্গে মানুষ মুক্তি পাওয়ার জন্য কিংবা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। মুক্তি কিংবা নির্বাণধাম যাই বলা না কেন, বানপ্রস্থ শব্দটাই যথার্থ। যারা বানপ্রস্থ নেয় তারা শহরের মধ্যেই থাকে। সন্ন্যাসীরা ঘর বাড়ি ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে যারা বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে তাদের মধ্যে একটুও শক্তি নেই। সন্ন্যাসীরা 'ব্রহ্ম'কেই ভগবান বলে দেয়, 'ব্রহ্মলোক' বলে না। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে কারোর পুনর্জন্ম বন্ধ হয় না। সকলেই নিজের ভূমিকা পালন করে। আসা-যাওয়ার এই চক্র থেকে কখনোই মুক্তি পাওয়া যাবে না। এখন তো কোটি কোটি মানুষ রয়েছে। আরো আসতে থাকবে, ওরাও পুনর্জন্ম নেবে। তারপর একসময়ে ফার্স্টফ্লোর খালি হয়ে যাবে। মূলবতন হলো ফার্স্টফ্লোর, সূক্ষ্মবতন হলো সেকেন্ডফ্লোর। এটাকে তোমরা থার্ডফ্লোর কিংবা গ্রাউন্ড ফ্লোর বলতে পারো। *এছাড়া আর অন্য কোথাও

কোনো ফ্লোর নেই। ওরা তো মনে করে অন্য কোনো নক্ষত্রেও হয়তো কোনো জগৎ আছে। কিন্তু এইরকম কিছুই নেই।* ফার্স্টফ্লোরে কেবল আত্মারা থাকে। এই দুনিয়াটা হলো মানুষদের জন্য।

বাচ্চারা, তোমরা হলে সীমাহীন বৈরাগী। এই পুরাতন দুনিয়াতে থেকেও, এই চোখ দিয়ে সবকিছু দেখেও তোমাদের কিছুই দেখা চলবে না। এটাই হলো প্রধান পুরুষার্থ। কারণ এই সবকিছুই তো বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই বলে এটা নয় যে এই সংসারের অস্তিত্বই নেই। সংসার তো রয়েছে, কিন্তু এর প্রতি তোমাদের কোনো আসক্তি নেই। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রয়েছে। বলা হয় ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। ভক্তিমার্গের পরে আসে জ্ঞানমার্গ এবং তখন ভক্তির ওপরে বৈরাগ্য এসে যায়। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বুঝতে পারো যে এই দুনিয়াটা অতি প্রাচীন এবং এটাই আমাদের শেষ জন্ম। সবাইকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে। এমনকি ছোট বাচ্চাদেরকেও শিববাবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। তাদের মধ্যে অশুদ্ধ খাদ্য বা পানীয় খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা উচিত নয়। ছোটবেলা থেকে যেটা অভ্যাস করা হয়, সেই অভ্যাস সর্বদাই রয়ে যায়। আজকাল, সপ্তের প্রভাব খুবই খারাপ। বলা হয় : সংসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসংসঙ্গে সর্বনাশ। এই দুনিয়া এখন বিষয়-সমুদ্র, পতিতালয় হয়ে গেছে। কেবল পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন সত্য। বলা হয়: গড ইজ ওয়ান। তিনি স্বয়ং এসে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দেন। বাবা বলছেন: আমার আত্মিক সন্তানেরা, আমি, তোমাদের পিতা, তোমাদের সাথে আত্মিক বার্তালাপ করছি। তোমরা তো আমাকেই ডেকে এসেছো। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তিনিই পুরাতন দুনিয়ার ধ্বংস করান। ত্রিমূর্তি তো অতি প্রসিদ্ধ। শিববাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপরে, সূক্ষ্মবতনে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। পবিত্র হওয়ার কারণে মানুষ ওদেরকেও দর্শন করে। তবে এই দৈহিক চোখ দিয়ে ওদেরকে দেখা যাবে না। অগাধ ভক্তি করলে তবে দর্শন হয়। যদি কেউ হনুমানের ভক্ত হয়, তবে সে হনুমানের দর্শন পাবে। শিবের ভক্তদেরকে তো মিথ্যে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে পরমাত্মা হলেন অখন্ড জ্যোতি। বাবা বলছেন, আমি তো অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। ওরা বলে - অর্জুনকে ভগবান অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তখন অর্জুন বলেছিল - বন্ধ করো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। গীতাতে অর্জুনের এইরকম দর্শনের কথাই লেখা আছে। মানুষ ভাবে অখন্ড জ্যোতির দর্শন হয়েছিল। বাবা এখন বলছেন: এগুলো হলো ভক্তিমার্গের গল্প কাহিনী, যেগুলো শুনে কেবল সেই সময়ে একটু খুশি হয়। আমি তো কখনোই বলিনি যে আমি অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ। তোমরা আত্মারা যেমন সূক্ষ্ম বিন্দু, আমিও সেইরকম। তোমরা যেমন ডামার বন্ধনে আবদ্ধ, আমিও সেইরকম ডামার বন্ধনে বাঁধা আছি। প্রত্যেক আত্মার নিজস্ব একটা ভূমিকা রয়েছে। সবাইকেই পুনর্জন্ম নিতে হবে। ক্রমানুসারে সবাইকেই আসতে হবে। যারা প্রথমে এসেছিল, তারা ক্রমশঃ পতিত হয়ে যায়। বাবা তো কতো কিছুই না বোঝাচ্ছেন। এটাও তিনি বুঝিয়েছেন যে এইভাবেই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়। যেভাবে দিনের পরে রাত্রি আসে, সেভাবেই সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ... এবং শেষে সঙ্গমযুগ আসে। এই সঙ্গমযুগেই বাবা পরিবর্তনের কার্য করেন। যারা সতোপ্রধান ছিল তারাই এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরাই আবার সতোপ্রধান হবে। মানুষ আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। তাই বাবা এখন বলছেন "মন্বনা ভব"। আমি একটা আত্মা এবং আমাকে এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এইভাবে খুব কমজন-ই বুঝতে পারে। আমাদের আত্মিক পিতা কতোই না মিষ্টি। মিষ্টি স্বভাব তো আত্মার মধ্যেই থাকে। শরীরটা তো নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই আত্মাকে আহ্বান করে। আত্মার সঙ্গেই ভালোবাসা থাকে। সংস্কার তো আত্মার মধ্যেই থাকে। আত্মাই পড়ছে, শুনছে। শরীরটা তো নষ্ট হয়ে যায়। আমি একটা আত্মা - অমর। তাহলে তুমি আমার জন্য কাঁদো কেন ? এটা তো দেহ অভিমান, তাই না ? তোমাদের এই শরীরের সঙ্গে ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু ভালোবাসা তো আত্মার সঙ্গেই থাকা উচিত। অবিনাশী জিনিসের সাথেই ভালোবাসা থাকা উচিত। বিনাশী জিনিসের সঙ্গে ভালোবাসা থাকার কারণেই চারদিকে এতো লড়াই ঝগড়া। সত্যযুগে দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য খুশি হয়ে একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। কাল্লাকাটির কোনো ব্যাপার-ই নেই। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও আত্ম-অভিমানী অবস্থা তৈরি করার জন্য অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে - আমি একটা আত্মা, আমার ভাইকে (আত্মা) বাবার বার্তা শোনাচ্ছি, আমার ভাই এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা শুনছে - এইরকম অবস্থা তৈরি করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্ম বিনষ্ট হতে থাকবে। এইভাবে নিজেকে আত্মা অনুভব করলে এবং সামনের ব্যক্তিকেও আত্মা রূপে দেখতে থাকলে পাক্ষা অভ্যাস হয়ে যাবে। এটাই হলো গুপ্ত পরিশ্রম। অন্তর্মুখী হয়ে এই অভ্যাসটাকে পাক্ষা করতে হবে। যখনই সময় পাবে, এইরকম অভ্যাস করো। ৮ ঘন্টা নাহয় কাজকর্ম করো, তারপর ঘুমাও। কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে এটা অভ্যাস করো। ৮ ঘন্টা যদি করতে পারো তবেই তোমরা অনেক খুশি হবে। পতিত-পাবন বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। এখন সঙ্গমযুগেই তোমরা জ্ঞান অর্জন করো। যত মহিমা সব এই সঙ্গমযুগের। এই সময়েই বাবা বসে থেকে তোমাদেরকে জ্ঞান বোঝান। এটা কোনো স্থূল বিষয় নয়। তোমরা যা কিছু লিখছো, সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। পয়েন্টগুলো যদি লেখা থাকে তবে মনে থাকবে। এই জন্যই লেখা হয়। যাদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাদের মনে থাকে। ক্রম তো অবশ্যই রয়েছে। *মুখ্য বিষয় হলো বাবা এবং সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করতে হবে।* কোনো

বিকর্ম যেন না হয়। ঘর গৃহস্থেও থাকতে হবে। তবে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। *কোনো কোনো নোংরা চিন্তাধারার বাচ্চা ভাবে - অমুক মহিলাকে আমার খুব ভালো লাগে, ওনাকে আমি গন্ধর্ব মতে বিয়ে করব। যখন কারোর আত্মীয়-বন্ধুরা অতিরিক্ত অত্যাচার করে, তখন তাকে বাঁচানোর জন্যই গন্ধর্ব মতে বিয়ে করানো হয়। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে সকলেই বলবে আমি গন্ধর্ব মতে বিয়ে করব। এইরকম বাচ্চারা কখনোই টিকতে পারবে না। প্রথম দিনেই সে গর্তে পড়ে যায়। নাম-রূপে ফেসে যায়।* এগুলো খুবই খারাপ বিষয়। *গন্ধর্ব মতে বিয়ে করা মুখের কথা নয়।* পরস্পরকে ভালো লেগে গেলে বলে দেয় গন্ধর্ব মতে বিয়ে করব। এক্ষেত্রে পরিজনদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে। বুঝতে হবে যে এই বাচ্চা কোনো কাজের নয়। যাকে মনে ধরেছে তার থেকে সরিয়ে নিতে হবে। নয়তো কথা বলতেই থাকবে। এই সভাতে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। ভবিষ্যতে অনেক নিয়ম মেনে সভা অনুষ্ঠিত হবে। যাদের এইরকম মনোবৃত্তি থাকবে, তাদেরকে আসতে দেওয়া হবে না।

যেসব বাচ্চারা আত্মিক সেবায় নিযুক্ত থাকে, যারা যোগযুক্ত হয়ে সেবা করে, তারাই সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন করার কার্যে সহযোগী হয়। সেবাধারী বাচ্চাদের প্রতি বাবার নির্দেশ - আরাম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা অনেক সেবা করে, তারা নিশ্চয়ই রাজা রানী হবে। যারা পরিশ্রম করে, অনেকজনকে নিজের মতো বানায়, তাদের মধ্যে শক্তিও থাকে। ড্রামা অনুসারে স্থাপন তো হবেই। সব পয়েন্ট ভালোভাবে ধারণ করে সেবাতে লেগে যেতে হবে। আরাম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবল সেবা আর সেবা। তবে গিয়ে ভালো পদ পাবে। মেঘের মতো এখানে এসে রিফ্রেশ হয়ে আবার সেবাস্থানে চলে যাও। তোমাদের সেবা অনেক বৃদ্ধি পাবে। কতো রকমের ছবি বেরোবে যেগুলো দেখে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে। এইসব ছবিগুলোও আরো ভালো হবে। যারা আমাদের ব্রাহ্মণ বংশের হবে, তারাই ভালোভাবে বুঝবে। যে বোঝাচ্ছে সেও যদি ভালো হয়, তাহলে কিছুটা বুঝতে পারবে। যে ভালোভাবে ধারণ করে, বাবাকে স্মরণ করে - তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। বাবা, আমি তো তোমার থেকে পুরো উত্তরাধিকার নেব - তার মনে এইরকম খুশির বাজনা বাজতে থাকে, সেবার বিষয়েও খুব রুচি থাকে। রিফ্রেশ হয়ে চলে যায়। সেবার জন্য প্রত্যেক সেন্টার থেকেই অনেকজনকে তৈরি হতে হবে। তোমাদের সেবা তো অনেক বৃদ্ধি পাবে। অনেকেই তোমাদের সাথে যুক্ত হবে। অবশেষে একদিন সন্ধ্যাসীরাও আসবে। এখন তো ওদেরই রাজত্ব। মানুষ ওদের পায়ে পড়ে, ওদেরকে পূজা করে। বাবা বলছেন - এগুলো হলো ভূত পূজা। আমার তো কোনো পা নেই, তাই তোমরা পূজাও করো না। এই শরীরটা আমি লোন নিয়েছি। এটাকে বলা হয় ভাগ্যবান রথ।

বাচ্চারা, এখন তোমরা খুবই সৌভাগ্যবান কারণ তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। গায়ন আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। সুতরাং যারা অনেকদিন ধরে আলাদা থেকেছে তারাই এখানে আসবে এবং আমি এসে ওদেরকেই শিক্ষা দিই। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে কি এইরকম বলা সম্ভব? সে তো পুরো ৮৪ বার জন্ম নেয়। এটাই হলো এনার অন্তিম জন্ম। তাই এনাকেই শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। শিবের সম্পর্কে তো কেউ কিছুই জানে না যে তিনি আসলে কে। বাবা এসেই এইসব কথা বোঝাচ্ছেন। আমি হলাম পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী। তোমরাও ওখানকার নিবাসী। আমি হলাম সুপ্রীম, পতিত-পাবন। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছ। ঈশ্বরের বুদ্ধিতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সেগুলো তিনি তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন। সত্যযুগে কোনো ভক্তির ব্যাপার থাকবে না। তোমরাই এখন এই জ্ঞান অর্জন করছো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের -সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তর্মুখী হয়ে নিজের অবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। আমি হলাম এক আত্মা, নিজের ভাইকে (আত্মা) বাবার বার্তা শোনাচ্ছি... - এইরকম অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে আত্ম-অভিমानी হওয়ার গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে।

২) আত্মিক সেবায় রুচি থাকা উচিত। অন্যকেও নিজের মতো বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সঙ্গদোষ খুবই খারাপ, এটা থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। অশুদ্ধ খাদ্য-পানীয় খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত নয়।

বরদান:- 'ঈশ্বরীয় সেবাধারী'-র স্মৃতি দ্বারা সহজেই স্মরণের অনুভব করে সহজযোগী ভব*

'ঈশ্বরীয় সেবাধারী' মানে ঈশ্বর অর্থাৎ বাবা যেসব সেবা দিয়েছেন, সেই সেবাতেই সর্বদা নিযুক্ত থাকা। সর্বদাই যেন এই নেশা থাকে যে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদেরকে এইসব সেবা দিয়েছেন। কাজ করতে করতে, যিনি কাজটা দিয়েছেন তাকে কখনোই ভোলা যায় না। সুতরাং কর্মের দ্বারা সেবা করার সময়েও যেন এটা

স্মরণে থাকে যে বাবার নির্দেশ অনুসারে এটা করছি। তাহলে সহজেই স্মরণের অনুভব করে সহজযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা যদি গডলি স্টুডেন্ট লাইফের স্মৃতি থাকে, তবে মায়া সামনে আসতেই পারবে না।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের অবস্থা দেখো যে, আমার মন একমাত্র বাবার দিকেই থাকে নাকি কোনও কর্ম সম্বন্ধের দিকেও থাকে"

প্রশ্ন:- নিজের কল্যাণ করার জন্য কর্মের চার্টে কোন দুটি বিষয় রোজ দেখা উচিত ?

উত্তর:- "যোগ এবং আচার-আচরণ" কর্মের চার্টে এই দুটি রোজ দেখো। চেক করো কোনও ডিস-সার্ভিস করোনি তো ? সদা নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমরা বাবাকে কতখানি স্মরণ করি ? নিজের সময় কীভাবে সফল করি ? অন্যদেরকে দেখি না তো ? কোনও নাম-রূপে মন আটকে নেই তো ?

গীত:- নিজের চেহারা দেখে নে রে প্রাণী ...

ওম্ শান্তি । এই কথাটি কে বলছে ? অসীম জগতের আত্মিক পিতা বলছেন হে আত্মারা । প্রাণী অর্থাৎ আত্মা । বলা হয় কিনা - আত্মা বাহির হলো অর্থাৎ প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন : হে আত্মারা, স্মরণ করো, শুধু এই জন্মটি দেখবে না, যখন থেকে তোমরা তমোপ্রধান হয়েছ, অর্থাৎ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে পতিত হয়েছো। সূতরাং নিশ্চয়ই পাপ কর্ম করেছো। এখন হল সবই বোঝার মতো বিষয় । জন্ম জন্মান্তরের কত পাপের ভার মাথায় আছে, কীভাবে জানবে। নিজেকে দেখতে হবে আমরা সহজে যোগযুক্ত হয়ে থাকি কিনা । বাবার সঙ্গে যত খানি ভালো ভাবে যোগ যুক্ত হয়ে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেছেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে গ্যারান্টি আছে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। নিজের মনে প্রত্যেকে দেখো যে বাবার সঙ্গে আমাদের যোগ কতক্ষণ থাকে ? আমরা যত যোগ যুক্ত হয়ে থাকবো, পবিত্র হবো, পাপ কাটবে, যোগ বাড়বে। পবিত্র না হলে যোগও লাগবে না। এমনও অনেকে আছে যারা সারা দিনে ১৫ মিনিটও স্মরণে থাকে না। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমার মন শিববাবার দিকে আছে নাকি দেহধারীর দিকে ? কর্ম সম্বন্ধের আত্মাদের দিকে মন যায় ? মায়া তো বাচ্চাদের সামনে ঝড় আনবে তাইনা ! নিজেই বুঝতে পারবে নিজের অবস্থা কেমন ? শিববাবার সঙ্গে মন যোগযুক্ত হয় নাকি দেহধারীর সঙ্গে ? কর্ম সম্বন্ধের আত্মাদের দিকে মন থাকলে বুঝতে হবে বিকর্ম অনেক আছে, ফলে মায়া গর্তে ঠেলে দেয়। স্টুডেন্ট মনে মনে বুঝতে পারে, আমরা পাস করবো, না করবো না ? ভালো ভাবে পড়াশোনা করি কি না ? নম্বর অনুসারে তো হয় তাইনা। আত্মাকে নিজের কল্যাণ করতে হবে। বাবা নির্দেশ দেন , যদি তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে উঁচু পদ মর্যাদা পেতে চাও তো তার জন্য পবিত্রতা হল প্রথম। এসেছো পবিত্র ফিরে যেতেও হবে পবিত্র, পতিত কখনও উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। সদা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা কতক্ষণ বাবার স্মরণে থাকি, আমরা কি করি ? এই কথা তো নিশ্চিত যে যারা পিছনের দিকে বসে আছে সেই স্টুডেন্টদের মনে অনুশোচনা হয়। পুরুষার্থ করে তারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্য। কিন্তু চলনও ঠিক থাকা চাই, তাইনা। বাবাকে স্মরণ করে নিজের মাথা থেকে পাপের বোঝা নামাতে হবে। পাপের বোঝা একমাত্র স্মরণ ছাড়া আমরা নামাতে পারবো না। অতএব বাবার সঙ্গে কতখানি যোগ যুক্ত হওয়া উচিত। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা, তিনি এসে বলেন আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। সময় কাছে আসছে। শরীরের কোনও বিশ্বাস নেই। হঠাৎ কতরকমের অপঘাত হয়ে যায়। অকাল মৃত্যুর তো ফুল সীজন চলছে। অতএব প্রত্যেককে নিজের চেকিং করে নিজের কল্যাণ করতে হবে। পুরো দিনের কর্মের চার্ট দেখা উচিত - যোগ ও চলনের চার্ট। আমরা পুরো দিন কত পাপ করেছি ? মন্সা, বাচা অর্থাৎ মনের সংকল্পে, মুখের কথায় প্রথমে আসি পরে কর্ম করি। এখন বাচ্চারা সঠিক বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছে যে আমাদের ভালো কর্ম করতে হবে। কাউকে কি ধোকা দিয়েছি ? শুধু শুধু মিথ্যা কথা কি বলেছি ? কেউ কারও নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়ে যন্তু পিতার নিন্দে করায়।

বাবা বলেন কাউকেও দুঃখ দিও না। এক পিতার স্মরণে থাকো। এই হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা। যদি আমরা স্মরণে না থাকি তো কিরূপ গতি হবে! এই সময় গাফিলতি করলে পরে খুব অনুশোচনা করতে হবে। এই কথাও বোঝা যায় যে যারা হালকা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার তারা হালকা পদ-মর্যাদাই প্রাপ্ত করবে। বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারো আমাদের কি করতে হবে। সবাইকে এই মন্ত্র দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো। লক্ষ্য তো বাচ্চারা পেয়েছে। এইসব কথা দুনিয়ার মানুষ বুঝবে না। সর্ব প্রথম মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করার। রচয়িতা ও রচনার নলেজ তো পেয়েছে। রোজ কোনো নতুন পয়েন্টও দেওয়া হয় বোঝানোর জন্য। যেমন বিরাট রূপের চিত্র, এই বিষয়েও তোমরা বোঝাতে পারো। কীভাবে বর্ণে আসে - এই চিত্রটিও সিঁড়ির পাশে রাখার চিত্র। সারা দিন বুদ্ধিতে এই চিন্তন যেন থাকে কাকে কীভাবে বোঝানো যায়? সার্ভিস করলেও

বাবার স্মরণ থাকবে। বাবার স্মরণ দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। নিজেরও কল্যাণ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন তোমাদের মাথায় ৬৩ জন্মের পাপ জমা আছে। পাপ কর্ম করতে করতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন আমার হয়ে আবার কোনও পাপ কর্ম কোরো না। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, সংসার ভাগ, শোনা কথায় বিশ্বাস করা - এই কুকর্ম খুবই ক্ষতিকারক। বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে দেয় না, সুতরাং কতখানি পাপ হলো। গভর্নমেন্টের এমন লোকও থাকে যারা গভর্নমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় কথা শত্রু দেশ গুলিকে জানিয়ে দিয়ে অনেক ক্ষতি করে। তখন তাদের কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হয়। তাই বাচ্চাদের মুখে সর্বদা জ্ঞান রত্ন থাকা উচিত। ভুল খবর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। জ্ঞানের কথোপকথন করা উচিত। তোমরা কীভাবে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও ? কাউকে কীভাবে বোঝাও ? সারাদিন যেন এই চিন্তন থাকে। চিত্রের সামনে গিয়ে বসা উচিত। তোমাদের বুদ্ধিতে নলেজ তো আছে, তাইনা। ভক্তি মার্গে তো অনেক প্রকারের চিত্রের পূজা অর্চনা করা হয়। যদিও কিছুই জানে না। ব্লাইন্ড ফেথ অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাস, আইডল ওয়ার্শিপ (মূর্তি পূজা) এইসব কথায় ভারত বিখ্যাত। এখন তোমরা এইসব কথা বোঝাতে কত পরিশ্রম করো। প্রদর্শনীতে কত মানুষ আসে। বিভিন্ন প্রকারের মানুষ আসে, কেউ বোঝে, এই সব দেখে বুঝে নিতে সক্ষম থাকে। দেখে নেবো, এই বলে আর কখনও সেন্টারে যায় না। দিন দিন দুনিয়ার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অনেক ঝগড়া ইত্যাদি হয়, বিদেশে কত কিছু হচ্ছে - বলার নয়। কত মানুষ মরে যাচ্ছে। দুনিয়া তমোপ্রধান হয়েছে তাইনা। যদিও বলে বোমা ইত্যাদি তৈরি করা উচিত নয়। কিন্তু তারা বলে তোমাদের কাছে অটেল বোমা আছে তাহলে আমরা বানাবো না কেন। নাহলে গোলাম হতে হবে। যা কিছু মতামত প্রকাশ পায় সবই বিনাশের জন্য। বিনাশ তো হবেই। বলা হয় শঙ্কর হলেন প্রেরক কিন্তু এতে প্রেরণা ইত্যাদির কোনও কথা নেই। আমরা তো ড্রামার পটে দাঁড়িয়ে আছি। মায়া খুবই প্রবল। আমার সন্তানদের বিকার গ্রস্ত করে দেয়। কত বোঝানো হয় দেহের সঙ্গে প্রীতি রেখো না, নাম-রূপের জালে আটকে যেও না। কিন্তু মায়াও এমনই তমোপ্রধান যে দেহের জালে বন্দী করে। একদম নাক দিয়ে ধরে নেয় অর্থাৎ শক্ত হাতে ধরে নেয়। কেউ টের পায়না। বাবা কত বোঝান - শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো, কিন্তু চলে না। রাবণের মতামত সহজে বুদ্ধিতে এসে যায়। রাবণ জেল থেকে মুক্তি দেয় না।

বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো। ব্যস্, এবার আমরা আত্মারা ফিরবো। অর্ধকল্পের অসুখ থেকে মুক্তি পাবো। সেখানে তো থাকে নিরোগী কায়া অর্থাৎ সুন্দর সুস্থ শরীর। এখানে কত রুগী রা থাকে। এই হল ঘোর নরক। যদিও তারা গড়ুর পুরাণ পাঠ করে কিন্তু পড়ে বা শুনে কেউ কিছুই বোঝে না। বাবা নিজে বলেন আগেকার দিনে ভক্তির কত নেশা ছিল। ভক্তি দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হবে, এই কথা শুনে খুশী হয়ে ভক্তি করা হত। পতিত হয়ে তবেই তো ডাকা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। ভক্তি করো সে তো ভালো কথা তবুও ভগবানকে স্মরণ কেন করো! তারা ভাবে ভগবান এসে ফল দেবেন। কি ফল দেবেন - সে কথা জানা নেই। বাবা বলেন গীতাপাঠীদের বোঝানো উচিত, তারা-ই হল আমাদের ধর্মের। প্রথম মুখ্য কথাটি গীতায় আছে ভগবানুবাচ। এবারে গীতার ভগবান কে ? ভগবানের পরিচয় তো চাই তাইনা। তোমরা জেনেছো - আত্মা কি, পরমাত্মা কি? মানুষ জ্ঞানের কথা শুনে কত ভয় পায়। ভক্তি এতই ভালো লাগে। জ্ঞানের কথা থেকে ৩ ক্রোস দূরে পালায়। আরে, পবিত্র হওয়া তো ভালো কথা, এখন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। কিন্তু কেউ শোনে না। বাবার ডাইরেকশন হল - হিয়ার নো ইভিল (খারাপ কথা শুনবে না).... মায়া যদিও বলে হিয়ার নো বাবার কথা। মায়ার ডাইরেকশন হল শিববাবার জ্ঞান শুনবে না। এমন জোরে চড় দেয় যে বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকে না। বাবাকে স্মরণ করতেই পারবে না। মিত্র-আত্মীয় স্বজন, দেহধারীর কথা মনে পড়বে। স্মরণে এলেই পতন হবে। এইসব কথায় ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। এই হল একেবারে নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। আমাদের জন্য নতুন স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা পিতা ও সৃষ্টি চক্রের পরিচয় প্রাপ্ত করেছো তো এই পড়াশোনাতেই ব্যস্ত থাকা উচিত। বাবার বলেন নিজের মনের ভিতরে দেখো। নারদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাইনা। অতএব বাবা বলেন - নিজেকে দেখো, আমরা বাবাকে কি স্মরণ করি ? স্মরণের দ্বারা পাপ ভস্ম হবে। যে কোনও পরিস্থিতিতে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, অন্য কারো সঙ্গে ভালোবাসা রাখবে না। শেষ সময়ে শিববাবার স্মরণে থেকে যেন প্রাণ বের হয়। যেন শিববাবার স্মরণ থাকে এবং স্বদর্শন চক্রের জ্ঞান থাকে। স্ব দর্শন চক্রধারী কে, সে কথাও কেউ জানে না। ব্রাহ্মণদেরও এই নলেজ কে দিয়েছে ? ব্রাহ্মণদের স্বদর্শন চক্রধারী কে বানিয়েছে ? পরম পিতা পরমাত্মা বিন্দু। তাহলে উনিও কি স্বদর্শন চক্রধারী ? হ্যাঁ, সর্ব প্রথমে হলেন তিনি। তা নাহলে আমরা ব্রাহ্মণ আমাদেরকে কে বানাবে ? সম্পূর্ণ রচনার আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ আছে তাঁর মধ্যে। তোমাদের আত্মাও তেমন হয়, সেও হল আত্মা। ভক্তিমার্গে বিষ্ণুকে চক্রধারী বানিয়েছে। আমরা বলি পরমাত্মা হলেন ত্রিকালদর্শী, ত্রিমূর্তি, ত্রিনেত্রী। তিনি আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী করেন। তিনি অবশ্যই মানুষ দেহে প্রবেশ করে জ্ঞান শোনাবেন। রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান অবশ্যই রচয়িতা শোনাবেন তাইনা। রচয়িতার কোনও পরিচয় না থাকার দরুন রচনার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। এখন তোমরা বুঝেছো শিববাবা-ই হলেন স্বদর্শন চক্রধারী, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি জানেন আমরা কীভাবে এই ৮৪-র চক্রে আসি। তিনি নিজে পুনর্জন্মে আসেন না। তিনি জ্ঞান সম্পন্ন, তিনি আমাদের

সেই জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং সর্ব প্রথমে শিববাবা হলেন স্বদর্শন চক্রধারী। শিববাবা আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী রূপে পরিণত করেন। পবিত্র করেন কারণ তিনি হলেন পতিত-পাবন। রচয়িতাও হলেন তিনি। পিতা নিজের সন্তানদের জীবন সম্পর্কে জানেন তাইনা। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন। কর্ম করান তিনি, তাইনা। তোমরাও শেখো, শেখাও। বাবা পড়ান তারপর বলেন অন্যদের পড়াও। সুতরাং শিববাবা-ই তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী রূপে পরিণত করেন। তিনি বলেন সৃষ্টির সম্পূর্ণ জ্ঞান আমার আছে তাই তো তোমাদের জ্ঞান শোনাই। অতএব ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছো - এই ৮৪ জন্মের কাহিনী বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এই নলেজ বুদ্ধিতে থাকলেও চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। এই হল জ্ঞান। যদিও যোগের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। সারা দিনের কর্মের চার্ট রাখো। স্মরণ না করলে কর্মের চার্ট কীভাবে রাখবে! সারা দিন কি কি কর্ম করেছে - সেসব তো স্মরণে থাকে তাইনা। এমনও মানুষ আছে, নিজের কর্মের চার্ট রাখে - কত গুলি শাস্ত্র পাঠ করেছে, কত পুণ্য কর্ম করেছে? তোমরা তো বলবে - কতক্ষণ স্মরণ করেছে? কতখানি খুশীর অনুভূতি নিয়ে বাবার পরিচয় দিয়েছি? বাবার কাছে যা জ্ঞানের পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়েছে, সেসব ক্ষণে ক্ষণে মন্বন করো। যা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে সেসব বুদ্ধিতে স্মরণ রাখো, রোজ মুরলী পড়ো। সেও ভালো। মুরলী তে যা পয়েন্ট দেওয়া আছে সেসব ক্ষণে ক্ষণে মন্বন করা উচিত অর্থাৎ মনন চিন্তন করা উচিত। এখানকার বসবাসকারী আত্মাদের চেয়েও বিদেশে বাস করা আত্মারা বেশি স্মরণে থাকে। কত বাঁধে অর্থাৎ সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ আত্মারা আছে যারা বাবাকে কখনও চোখে দেখে নি, তবুও কত স্মরণ করে, নেশায় মত্ত হয়ে থাকে। ঘরে বসে সাক্ষাৎকার হয় বা খুবই সহজভাবে শুনে-শুনে নিশ্চয় হয়ে যায়।

সেই জন্য বাবা বলেন, অন্তরে নিজের চেকিং করতে থাকো আমরা কত উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব? আমাদের চাল চলন কিরূপ? কোনও খাবারের প্রতি লোভ নেই তো? কোনও অভ্যেস থাকা উচিত নয়। মূল কথা হল অব্যভিচারী স্মরণে থাকা। মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা কাকে স্মরণ করি? কতক্ষণ অন্যদের স্মরণ করি? নলেজও ধারণ করতে হবে, পাপও বিনষ্ট করতে হবে। অনেকে এমন এমন পাপ কর্ম করেছে যে বলার নয়। ভগবান বলেন এই কর্ম করো কিন্তু তারা বলে দেয় পরের বশে বশীভূত অর্থাৎ মায়ার বশে বশীভূত আছি। আচ্ছা, মায়ার বশে ই থাকো। তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে নতুবা নিজের মতে। দেখতে হবে এই অবস্থায় আমরা কতটা পাস করব? কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব? ২১ জন্মের ক্ষতি হয়ে যায়। যখন কর্মভীত অবস্থা হয়ে যাবে তখন দেহ-অভিমানের নাম থাকবে না তাই বলা হয় দেহি-অভিমানী হও। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এমন কোনো কর্ম করবে না যার দ্বারা যজ্ঞ পিতার নিন্দে হয়। বাবা যা সঠিক বুদ্ধি প্রদান করেছেন সেই বুদ্ধির সাহায্যে সুকর্ম করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না।

২) একে অপরকে উল্টো খবর জিজ্ঞাসা করবে না, নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা-ই করতে হবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, সংসার ভাগ ইত্যাদি সব কথা ছেড়ে মুখে সর্বদা রত্ন রূপী কথা বলবে। ইভিল কথা শুনবেও না, শোনাতেও না।

বরদান:- খুশীর অক্ষুণ্ণ খাজানায় ভরপুর সদা বেফিকর বাদশাহ অর্থাৎ নিশ্চিন্ত বাদশাহ ভব*
ব্যাখা: খুশীর সাগর দ্বারা রোজ খুশীর অক্ষুণ্ণ খাজানা প্রাপ্ত হয়, তাই কোনও পরিস্থিতিতে খুশী হারিয়ে যায় না। কোনও বিষয়েরই চিন্তা থাকে না। এমন নয় সম্পত্তির কি হবে, পরিবারের কি হবে। পরিবর্তন তো হবে, তাইনা। পুরানো দুনিয়া যতই শ্রেষ্ঠ হোক কিন্তু সবই তো পুরানো, তা নিশ্চিত হয়েছে। যা হবে ভালো হবে। ব্রাহ্মণদের জন্য সবই ভালো, কিছুই খারাপ নয়। তোমাদের কাছে এই হল এমন বাদশাহী যে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

স্লোগান:- এই সংসারকে এক অলৌকিক খেলা ও পরিস্থিতিকে খেলনা মনে করে চলো, তাহলে কখনও হতাশ হবে না।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই আধ্যাত্মিক হাসপিটাল তোমাদের অর্ধ-কল্পের জন্য এভার হেল্পী করে তুলবে, তোমরা এখানে দেহী-অভিমানী হয়ে বসো"

প্রশ্নঃ - ব্যবসা ইত্যাদি করেও কোন্ ডায়রেকশন বুদ্ধিতে স্মরণে থাকা উচিত?

উত্তরঃ - বাবার ডায়রেকশন (নির্দেশ) হলো তোমরা কোনো সাকার বা আকারকে স্মরণ ক'রো না, এক বাবার স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এর জন্য কেউ এটা বলতে পারবে না যে, সময় নেই। সব কিছু করতে করতেও স্মরণে থাকা যায়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাবার গুডমর্নিং। গুডমর্নিং করার পরে বাচ্চাদের বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো। তারা ডাকেও- হে পতিত পাবন এসে পবিত্র করে তোলো। তাই বাবা প্রথমেই বলেন আত্মাদের পিতাকে স্মরণ করো। আত্মাদের পিতা তো সকলেরই সেই একজন। ফাদারকে কখনো সর্বব্যাপী বলা যেতে পারে না। বাচ্চারা, তাই যতটা সম্ভব হয় সর্ব প্রথমেই বাবাকে স্মরণ করো, এক বাবা ব্যতীত আর কোনো সাকার বা আকারকে স্মরণ করো না। এটা তো একদম সহজ ব্যাপার। মানুষ বলে আমি বিজি (ব্যস্ত) থাকি, অবসর নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে তো অবসর সর্বদা বাবা যুক্তি দেন - এটাও জানো যে বাবা কে স্মরণ করলেই আমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। মুখ্য ব্যাপার হলো এটি। ব্যবসা ইত্যাদির কোনো নিষেধাঙ্গা নেই। সেই সব কিছু করেও শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা তো বোঝো যে আমরা হলাম পতিত, সাধু-সন্ত ঋষি-মুনি ইত্যাদি সকলে সাধনা করে। সাধনা করা হয় ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না ওনার সাথে পরিচয় হবে ততক্ষণ মিলিত হতে পারা যায় না। তোমরা জানো যে বাবার পরিচয় দুনিয়াতে কারোর কাছেই জানা নেই। দেহের পরিচয় তো সবার আছে। বড় জিনিসের পরিচয় শীঘ্রই হয়ে যায়। আত্মার পরিচয় তো যখন বাবা আসেন তখন বোঝান। আত্মা আর শরীর দুটি পৃথক। আত্মা হলো খুবই সূক্ষ্ম এক স্টার। একে কেউ দেখতে পায় না। তাই এখানে যখন এসে বসো তো দেহী-অভিমানী হয়ে বসতে হবে। এটাও যে এক হাসপিটাল হলো না- অর্ধ-কল্পের জন্য এভার হেল্পী হয়ে ওঠার। আত্মা তো হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ হয় না। সমস্ত পার্ট আত্মারই হয়। আত্মা বলে আমি কখনো বিনাশকে প্রাপ্ত করি না এতো সব আত্মারা হলো অবিনাশী। শরীর হলো বিনাশী। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এইটা বসে আছে যে আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম অবিনাশী। আমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি, এটা হলো ড্রামা। এর মধ্যে ধর্ম স্থাপক কারা-কারা কখন আসে, কতো জন্ম গ্রহণ করে থাকে, এই সব তো জানো। ৮৪ জন্ম যে গাওয়া হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই কোনো একটি ধর্মের হবে। সবার তো হতে পারে না। সব ধর্ম তো এক সাথে আসে না। আমরা বসে অপরের হিসেব কেন বের করতে যাব? জানা আছে যে অমুক-অমুক সময়ে ধর্ম স্থাপন করতে আসে। ওর আবার বৃদ্ধি হতে থাকে। সব তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তো হতেই হবে। দুনিয়া যখন তমোপ্রধান হয় তখন আবার বাবা এসে সতোপ্রধান সত্যযুগ তৈরী করেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে আমরা এই ভারতবাসীরাই আবার নূতন দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করবো, আর কোনো ধর্ম থাকবে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে যাদের লক্ষ্য উচ্চ নেওয়ার থাকে তারা বেশী করে স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করে আর সংবাদও লেখে যে বাবা আমি এতোটা সময় স্মরণে থাকি। কেউ তো সম্পূর্ণ সংবাদ লজ্জায় পড়ে দেয় না। মনে করে বাবা কি বলবেন। কিন্তু বুঝতে তো পারেন তিনি। স্কুলে টিচার স্টুডেন্টকে বলে যে যদি তুমি না পড়ো তো ফেল করবে। লৌকিক মা- বাবাও বাচ্চার পড়ার ধরন দেখে বুঝতে পারে, এটা তো হলো অনেক বড় স্কুল। এখানে তো নম্বর অনুযায়ী বসানো হয় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারা যায়, নম্বর অনুযায়ী তো হয়েই যায়। এখন বাবা ভালো-ভালো বাচ্চাদের কোথায় পাঠিয়ে দেন, তারা আবার চলে গেলে তো দ্বিতীয় জন লিখতে থাকে আমাদের মহারথী চাই, তারা অবশ্যই মনে করে সে হলো আমার থেকে ইঁশিয়ার, নামী- দামী। নম্বর অনুযায়ী তো হয়ে থাকে যে না! প্রদর্শনীতেও অনেক প্রকারের আসে তাই গাইডসও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নিরীক্ষণ করার জন্য। রিসিভ যে করে সে তো জানে ইনি কোন প্রকারের মানুষ। তাই তাকে আবার ইশারা করা উচিত যে এনাকে তুমি বোঝাও। তুমিও বুঝতে পারবে ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড সব আছে। সেখানে তো সবাইকেই সার্ভিস করতেই হবে। কেউ বড় মাপের মানুষ থাকলে তো অবশ্যই তাকে সকলে খাতির করে। এটা হলো রীতি। বাবা অথবা টিচার বাচ্চাদের ক্লাসে মহিমার সুখ্যাতি করেন, এটাও অনেক বড় খাতির। নাম যে বের করে সেই বাচ্চার মহিমা অথবা খাতির করা হয়। ইনি অমুক হলেন ধনবান, রিলিজিয়াস মাইন্ডের, এটাও যে খাতির করা। এখন তোমরা এটা জানো যে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান। বলাও হয় সর্বদাই তিনি উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, কিন্তু আবার মানুষকে বলা বায়োগ্রাফী বলতে তো বলে দেবে -

তিনি হলেন সর্বব্যাপী। ব্যাস- একদম নীচু করে দেয়। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে সব থেকে- উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন ভগবান, তিনি হলেন মূলবতনবাসী। সৃষ্টিবতনে হলো দেবতারা, এখানে থাকে মানুষ। তো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান তিনি যে নিরাকার সেটা স্থির হলো।

এখন তোমরা জানো যে, আমরা যে হীরে তুল্য ছিলাম তারাই আবার কড়ি তুল্য হয়ে পড়েছি, আবার ভগবানকে নিজেদের চেয়েও বেশী নীচে নিয়ে গিয়েছি। চিনতেই পারে না। তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের পরিচয় প্রাপ্তি ঘটে আবার পরিচয় হ্রাস পেয়ে যায়। তোমরা এখন বাবার পরিচয় সকলকে দিতে থাকো। বাবার পরিচয় অনেকের প্রাপ্ত হবে। তোমাদের মুখ্য চিত্রই হলো এই ত্রিমূর্তি, গোলা(সৃষ্টিচক্র), কল্প বৃক্ষ। এইসবের মধ্যে দিয়ে কতো আলো প্রকট হয়। এটা তো যে কেউই বলবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলো। আচ্ছা, সত্যযুগের পূর্বে কি ছিলো? এটাও তোমরা এখন জানো। এখন হলো কলিযুগের শেষ আর হলোই প্রজারও প্রজার উপর রাজ্য। এখন তো রাজস্ব নেই, কতো পার্থক্য। সত্যযুগের প্রথমেই রাজারা ছিলো আর এখন কলিযুগেও রাজারা আছে। যদিও সেখানে কেউ পবিত্র নেই কিন্তু কেউ পয়সা দিয়েও টাইটেল নিয়ে নেয়। মহারাজা তো কেউ নেই, টাইটেল (পদবী) কিনে নেয়। যেমন- পাটিয়ালা মহারাজা, যোধপুর, বিকানীরের মহারাজা...নাম তো নেয় যে না! এই নাম অবিনাশী ভাবে চলে আসছে। প্রথমে পবিত্র মহারাজারা ছিলো, এখন হলো অপবিত্র মহারাজারা। শব্দ চলে এসেছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য বলবে এরা সত্যযুগের মালিক ছিলো, কে রাজ্য নিল? এখন তোমরা জানো রাজস্বের স্থাপনা কীভাবে হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের পড়াই- ২১ জন্মের জন্য। তারা তো পড়াশুনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। তোমরা এখন পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে মহারাজা-মহারানী হও। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এখন হলো পুরানো দুনিয়া। যদিও কতো ভালো-ভালো বড় মহল আছে কিন্তু হীরে জহরতের মহল তৈরী করার ক্ষমতা কারোরই নেই। সত্যযুগে এই সব হীরে জহরতের মহল তৈরী হয় যে না। তৈরী করতে কি আর দেরী হয়! এখানেও আর্থকোয়েক (ভূকম্পন) ইত্যাদি হলে তো অনেক কারিগর নিযুক্ত করে দেয়, এক দুই বছরে সমস্ত শহর দাঁড় করিয়ে দেবে। নয়তো দিল্লী তৈরী করতে প্রায় ৮-১০ বছর লেগেছে, কিন্তু এখানকার লেবর আর সেখানের লেবরদের (শ্রমিকদের) মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে যে না! আজকাল তো নতুন নতুন ইনভেনশন বের হচ্ছে। বাড়ী তৈরীর সাইন্সেরও জোর আছে, সব কিছু তৈরী পাওয়া যায়, কতো তাড়াতাড়ি প্লট তৈরী হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী হয় বলে এই সব তো সেখানে কাজে আসে যে না। এই সমস্ত সঙ্গে যায়। সংস্কার তো থেকে যায়। এই সাইন্সের সংস্কারও যাবে। বাবা তাই এখন বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, পবিত্র হতে চাও তো বাবাকে স্মরণ করো। বাবাও গুডমর্নিং করে আবার শিক্ষা প্রদান করেন। বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসেছে কি? চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো কারণ জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপরে। সিঁড়ি দিয়ে আবরোহন করতে করতে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এখন আবার এক জন্মে আরোহণের কলা হয়। বাবাকে যতো স্মরণ করতে থাকবে তত খুশীও হবে, শক্তি প্রাপ্ত করবে। অনেক বাচ্চা আছে যাদের প্রথম দিকের নম্বরে রাখা হয় কিন্তু স্মরণে একদমই থাকে না। যদিও প্রথর জ্ঞান থাকে কিন্তু স্মরণের যাত্রা নেই। বাবা তো বাচ্চাদের মহিমা করেন। এটাও নম্বর ওয়ানে থাকলে অবশ্যই পরিশ্রমও করে থাকে। এটাও তো শিখতে হয় যে না। তবুও বলে বাবাকে স্মরণ করো। কাউকে বোঝানোর জন্য চিত্র আছে। ভগবান বলাই হয় নিরাকারকে। তিনি এসে শরীর ধারণ করেন। এক ভগবানের বাচ্চা সকল আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এখন এই শরীরে বিরাজমান। সকলেই হলো অকালমূর্তি অর্থাৎ মৃত্যুহীন। ক্রকুটির মধ্যবর্তী স্থানে আত্মা বিরাজমান হয়, একে বলা হয় অকালতথত। অকালতথত অকালমূর্তির অর্থাৎ অবিনাশী আত্মার অবিনাশী মহাসন। আত্মারা সব হলো অকাল, কতো সূক্ষ্ম। বাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি নিজের আসন কোথা থেকে এনেছেন? বাবা বলেন আমারও এই আসন আছে। আমি এসে এই আসনকে লোন নিই। ব্রহ্মার সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে অকালতথত এসে বসি। এখন তোমরা জেনে গেছো সকল আত্মার আসন এইটি। মানুষেরই কথা বলা হচ্ছে, জানোয়ারের কথা না। প্রথমে যেসব মানুষ জানোয়ার থেকেও খারাপ হয়ে গেছে, তারা তো সংশোধিত হবে। কোনো জানোয়ারের কথা জিজ্ঞাসা করলে, বলো প্রথমে তো নিজেকে সংশোধন করো। সত্যযুগে তো জানোয়ারও বড় ফার্স্টক্লাস হবে। আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। কিং এর মহলে পায়রা ইত্যাদির আবর্জনা থাকলে শাস্তি দেবে। সামান্যতমও আবর্জনা হবে না। সেখানে খুবই সাবধানতা থাকে। পাহারায় থাকে, কখনো কোনো জানোয়ার ইত্যাদি ভিতরে যেন না ঢোকে। খুবই পরিচ্ছন্নতা থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেও কতো পরিচ্ছন্নতা থাকে। শঙ্কর-পার্বতীর মন্দিরে পায়রা দেখানো হয়। তো অবশ্যই মন্দিরকেও অপরিচ্ছন্ন করে। শাস্ত্রে তো অনেক কথার কথা লিখে দেয়।

এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান, ওর মধ্য থেকেও খুব কমই ধারণা করতে পারে। বাকী তো কিছু বোঝে না। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোবেসে বোঝান- বাচ্চারা খুবই মধুর হও। মুখ থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত করতে থাকো। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের মুখ থেকে পাথর নির্গত হওয়া উচিত নয়। আত্মারই মহিমা হয়ে থাকে। আত্মা বলে- আমি হলাম প্রেসিডেন্ট,

আমি অমুক...। আমার শরীরের নাম হলো এই। আচ্ছা, আত্মারা কার বাচ্চা? এক পরমাত্মার। তাই অবশ্যই ওনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনি আবার সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন ! তোমরা মনে করো আমিও আগে কিছু জানতাম না। এখন বুদ্ধি কতো খুলেছে। তোমরা যে কোনো মন্দিরে গেলে, বুঝতে পারবে এই সব চিত্র তো হলো মিথ্যা। ১০ হাতের, হাতীর শুঁড় আছে এমন কোনো চিত্র হতে পারে কি! এই সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। বাস্তবে ভক্তি হওয়া উচিত শিববাবার, যিনি সকলের সঙ্গতি দাতা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে- এই লক্ষ্মী-নারায়ণও চুরাশি জন্ম নেয়। আবার উচ্চতমেরও উচ্চ বাবা এসে সকলকে সঙ্গতি দেন। ওনার থেকে বড় কেউ হয় না। এই জ্ঞানের কথা তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী ধারণ করতে পারে। ধারণা না করতে পারলে এছাড়া কোন কাজের রইলো। কেউ তো অন্ধের লাঠি হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে যায়। যে গরু দুধ দেয় না তাকে গোয়ালে বদ্ধ ভাবে রাখা হয়। এক্ষেত্রেও তাই, জ্ঞানের দুধ দিতে পারে না। অনেকে আছে যারা কোনো পুরুষার্থ করে না। বোঝে না যে আমি কিছু হলেও তো কারোর কল্যাণ করবো। নিজের ভাগ্যের খেয়ালই থাকে না। ব্যাস, যা কিছু পাওয়া গেছে সেটাই ভালো। তাই বাবা বলেন এর ভাগ্যে নেই। নিজের সঙ্গতি করার পুরুষার্থ তো করা উচিত। দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা কতো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, আর আসেন দেখো কীভাবে পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে। ওনাকে ডাকাই হয় পতিত দুনিয়ায়। রাবণ যখন দুঃখ দেয় তো একদমই ভ্রষ্ট অর্থাৎ বিনষ্ট করে দেয়, তখন বাবা এসে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা রাজা-রাণী হয়ে যায়, যে পুরুষার্থ করে না সে গরীব হয়ে যায়। ভাগ্যে না থাকলে তো পরিকল্পনা করতে পারে না। কেউ তো খুব ভালো ভাগ্য তৈরী করে নেয়। প্রত্যেকে নিজেকে দেখতে পারে যে, আমি কি সার্ভিস করছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রূপ-বসন্ত হয়ে মুখ থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত করতে হবে। খুবই মধুর হতে হবে। কখনো পাথর অর্থাৎ কটু বচন নির্গত করতে নেই।

২) জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ণ হয়ে নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। নিজের উচ্চ ভাগ্য তৈরী করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে।

বরদান:- মায়া বা বিঘ্ন থেকে সেফ (সুরক্ষিত) থেকে বাপদাদার ছত্রছায়ায় অধিকারী ভব*
যারা বাপদাদার আদরের হারানিধি, তাদের সবচেয়ে বেশী মাত্রায় বাপদাদার ছত্রছায়া প্রাপ্ত হয়। যে ছত্রছায়ায় মায়ার আসারও ক্ষমতা থাকে না। তারা সর্বদাই মায়ার উপর বিজয়ী হয়ে যায়। এই স্মরণ রূপী ছত্রছায়া সমস্ত বিঘ্ন থেকে সেফ বা সুরক্ষিত করে রাখে। যারা ছত্রছায়ায় থাকে কোনো প্রকারেরই বিঘ্ন তাদের কাছে আসতে পারে না। যারা ছত্রছায়ায় থাকতে সক্ষম তাদের কাছে কোনো ব্যাপার যত কঠিনই হোক না কেন, সেটা সহজ হয়ে যায়। পাহাড় সম ব্যাপার তুলোর মতো অনুভব হয়।

শ্লোগান:- প্রভু প্রিয়, লোক প্রিয় আর স্বয়ং প্রিয় হওয়ার জন্য সন্তুষ্টতার গুণ ধারণ করো।*

ফলো ফাদার

আজ সর্ব স্নেহী বাচ্চাদেরকে তাদের স্নেহের রিগার্ড দিতে বাপদাদা মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। বিদেহী বাপদাদাকে দেহের আধার নিতেই হয়। কিসের জন্য? বাচ্চাদেরও বিদেহী বানানোর জন্য। যেমন বাবা বিদেহী, দেহে এসেও বিদেহী স্বরূপে, বিদেহী ভাবের অনুভব করান, সেইরকম তোমরা সবাই জীবনে থেকে, দেহে থেকে বিদেহী আত্মা-স্থিতিতে স্থিত হয়ে এই দেহ দ্বারা করানোর মালিক (করাবনহার) হয়ে কর্ম করাও। এই দেহ করনহার। আর তোমরা, দেহী, করাবনহার। এই স্থিতিকে 'বিদেহী স্থিতি' বলে। একেই ফলো ফাদার বলা হয়। সদা ফলো ফাদার করার জন্য নিজের বুদ্ধিকে দুই স্থিতিতে স্থিত হতে দাও। *বাবাকে ফলো করার স্থিতি হলো সদা অশরীরি হওয়া, বিদেহী স্থিতি, নিরাকার স্থিতি। দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করার জন্য সদা অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হও, ফরিস্তা স্বরূপ হও, আকারী স্থিতিতে হও। এই দুই স্থিতিতে স্থিত থাকা ফলো ফাদার করা। এর থেকে নিচে ব্যক্ত ভাব, দেহ বোধ, ব্যক্তি ভাব, এর নিচে এসো না। ব্যক্তি ভাব বা ব্যক্ত ভাব নিচে নামিয়ে আনার আধার, সেইজন্য সবকিছুর উর্ধ্বে এই দুই স্থিতিতে থাক।* তৃতীয় বিষয় এটাই যে, ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে তোমরা বাপদাদার এই শিক্ষা লাভ করো - সঙ্কল্পে বা স্বপ্নেও নিচে নামার স্থিতিতে যেও না, এই স্থিতি অন্যের, তোমাদের অধিকারভুক্ত নয়। যেমন, কেউ বিনা আজ্ঞায় পরদেশে যদি চলে যায়, তবে কি হবে? বাপদাদাও আজ্ঞানুবর্তিতার এই রেখা টেনে দিয়েছেন - এর বাইরে যেও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অবজ্ঞা করে তবে সে সন্তুষ্টও হয়, অনুতাপও করে, সেইজন্য সদা আপন মহিমায় থাকার, সদা প্রাপ্তিস্বরূপ স্থিতিতে স্থিত হওয়ার সহজ সাধন 'ফলো ফাদার।' ফলো করা তো সহজ, তাই না! জীবনে শৈশব থেকে ফলো করার অনুভাবী তোমরা। শিশুকালেও বাচ্চাকে বাবার আঙুল ধরে চলতে, উঠতে-বসতে ফলো করায়। তারপরে যখন গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করে তখনও স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরকে ফলো করতে শেখানো হয়। তারপরে ক্রমপর্যায়ে গুরু করে, তখন গুরুর ফলোয়ার্স হয়ে যায় অর্থাৎ যারা ফলো করে। লৌকিক জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের ফলো করতে হয়। অলৌকিক, পারলৌকিক বাবাও একই বিষয়ে সহজ সাধনের কথা বলেন - তাঁরা তোমাদের 'কি করব, কীভাবে করব, এইভাবে করব নাকি ওইভাবে করব' এই বিস্তার থেকে তোমাদের রেহাই দেন। *সব প্রশ্নের উত্তর একটাই - ফলো ফাদার।*

সাকার রূপে কীভাবে তোমাদের কর্ম করতে হবে তা' শেখানোর জন্য ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণকারী ব্রহ্মা-আত্মা নিমিত্ত হয়েছেন।

- কর্ম সম্পাদন করায়,
- যে কোনও বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায়,
- কর্মের দায়িত্ব পালন করায়,
- দেহে থেকে বিদেহী স্থিতিতে স্থিত হওয়ায়,
- দেহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায়,
- মনোনিষ্ঠায় মগ্ন হওয়ার স্থিতি নিরন্তর বজায় রাখায়,
- ধনের প্রতিটা নতুন পয়সা সম্যোপযোগী করায় - সাকার ব্রহ্মা সাকার জীবনে নিমিত্ত হয়েছেন।

কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা কর্মাতীত হওয়ার এক্সাম্পল হয়েছেন। তাহলে, সাকার জীবনকে ফলো করা সহজ, তাই না! এটাই ফলো ফাদারের পাঠ। যে প্রশ্নই কর, দেহ সম্পর্কে বা দেহের সম্বন্ধের অথবা ধনের ব্যাপারে, সেই *সব প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মাবাবার জীবন।* যেমন, আজকালকার সায়েন্সের লোকে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর কম্পিউটারে জিজ্ঞাসা করে, কারণ তারা মনে করে মানুষের বুদ্ধির থেকে এই কম্পিউটার অ্যাক্যুরেট, যারা এটা বানিয়েছে তাদের থেকে বানানো জিনিসকে

অ্যাক্যুৱেট মনে করছে । কিন্তু তোমরা যারা সাইলেন্সের তাদের সবার জন্য ব্রহ্মার জীবনই অ্যাক্যুৱেট কম্পিউটার, সেইজন্য কেন, কীভাবে জিজ্ঞাসার পরিবর্তে *'জীবনের কম্পিউটার'* থেকে দেখ । 'কীভাবে আর কি'-এর কোশ্চেন এতেই বদলে যাবে । প্রশ্নচিত্ত-এর পরিবর্তে প্রসন্নচিত্ত হয়ে যাবে । প্রশ্নচিত্ত চঞ্চল বুদ্ধির, সেইজন্য প্রশ্নের চিহ্নও বাঁকা । যখন তোমরা কোশ্চেনের চিহ্ন লেখ, সেটা তো বাঁকাচোরাই হয়, নয় কি ? সেক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্ত হওয়ার চিহ্ন বিন্দু । বিন্দুতে কোনরকম আঁকাবাঁকা আছে ? চারিদিক থেকে একইরকম । বিন্দুকে যে দিক থেকে দেখ এটা সোজাই হবে এবং একরকমই দেখাবে, তা' সোজা দিকেই দেখ বা উল্টো দিকে । প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ যারা একরকম স্থিতিতে এক বাবাকে ফলো করে । তাহলে নিঃসৃত সার কি হলো ! ফলো ব্রহ্মা সাকার রূপ ফাদার অথবা ফলো আকার রূপ ব্রহ্মা ফাদার । হয় ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করো, নয় শিববাবাকে ফলো কর । কিন্তু শব্দ সেটাই ফলো ফাদার, সেইজন্য ব্রহ্মার মহিমা 'ব্রহ্মা বন্দে জগতগুরু' বলা হয়, কারণ ফলো করার জন্য সাকার রূপে ব্রহ্মাই সাকার জগতের নিমিত্ত হন । তোমরা নিজেদেরও শিবকুমার বা শিবকুমারী বলা না ; ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী বলা । সাকার রচনার নিমিত্ত ব্রহ্মাই সাকার শ্রেষ্ঠ জীবনের স্যাম্পল হন, সেইজন্য শিববাবাকে সদগুরু বলা হয়, আর যিনি তোমাদের কিছু শেখান তাঁকে গুরু বলা হয় । জগতকে শেখানোর জন্য ব্রহ্মাই নিমিত্ত হন । সুতরাং প্রতি কর্মে ফলো করতে হবে । এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মাকে জগতগুরু বলা হয়, সেইজন্য জগত ব্রহ্মার বন্দনা করে । জগতপিতা টাইটেলও ব্রহ্মার । বিষ্ণু বা শঙ্করকে প্রজাপিতা বলা হয় না । মালিক হওয়ার সুবাদে তারা তাঁকে পতি বলে, কিন্তু বাস্তবে তিনি পিতা । তিনি যতটাই জগতের প্রিয় ততটাই জগত থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এখন অব্যক্ত রূপে 'ফলো অব্যক্ত স্থিতির পাঠ' পড়াচ্ছেন । বুঝেছ ! কোনও আত্মার এইরকম এতটা স্বতন্ত্র বোধ হয় না । অন্য কোন সময়ে বাবা তোমাদের ব্রহ্মার স্বতন্ত্রতার কাহিনী শোনাবেন ।

আজ তো বাবাকে শরীরেরও দেখভাল করতে হবে । যখন লোন দেওয়া হয়, তখন ভালো মালিক তিনিই হন, যিনি শরীর এবং স্থানকে এর শক্তি অনুযায়ী কার্যে প্রয়োগ করেন । তবুও, বাপদাদা তাঁদের শক্তিশালী পার্ট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করতে উভয় রথ চালানোর নিমিত্ত হয়েছেন । এটাও ড্রামাতে বিশেষ বরদানের আধার । অনেক বাচ্চার এই কোশ্চেন থাকে, এই রথই কেন নিমিত্ত হয়েছেন ! অন্যদেরকে বিবেচনার বিষয়ীভূত মনে হওয়া তো দূর, এনার (গুলজার দাদী) জন্যও কোশ্চেন ওঠে । কিন্তু যেমন ব্রহ্মাও নিজের জন্ম জানতেন না, ইনিও তাঁর নিজের বরদান বিস্মৃত হয়েছেন । আদিতে সাক্ষাৎকারের বিশেষ পার্টের সময় সাকার ব্রহ্মার থেকে এই বস্তু বরদান লাভ করেছিলেন । আদিতে ব্রহ্মাবাবার সাথে তপস্যার অনুকূল স্থানে এই আত্মার বিশেষ সাক্ষাৎকারের পার্টকে দেখে এবং বস্তুির সরল স্বভাব, ইনোসেন্ট জীবনের বিশেষত্ব দেখে ব্রহ্মাবাবা তাঁকে এই বরদান দিয়েছিলেন - যেভাবে আদি থেকে এখন পর্যন্ত এই পার্টে তুমি, ব্রহ্মাবাবার সাথীও হয়েছ এবং সাথেও থেকেছ, একইভাবে ভবিষ্যতে বাবার সাথী হওয়ার, সমান হওয়ার ডিউটিও সামলাবে । সেবাতে ব্রহ্মাবাবার সমান পার্ট প্লে করবে । সেইজন্য, সেই বরদান ভাগ্যরেখা হয়ে গেছে এবং ঠিক ব্রহ্মাবাবার সমান রথ হওয়ার পার্ট প্লে করা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে । যাই হোক, এই পার্ট পালন করার জন্য বাপদাদা বস্তুিকে অভিনন্দিত করেন । এবং এত সময় যাবৎ এত শক্তি অ্যাডজাস্ট করতে সমর্থ হওয়ার জন্য, অ্যাডজাস্ট করার বিশেষত্বের এই লিস্ট এক্সট্রা গিস্ট হয়েছে । বাপদাদাকে শরীর সহ সবকিছুর খেয়াল রাখতে হয় । বাজনা (নিমিত্ত শরীর) পুরানো এবং যিনি ব্যবহার করছেন তিনি শক্তিশালী । যতই হোক, হ্যাঁ জী, হ্যাঁ জী'র পার্টের কারণে অর্থাৎ সদর্থকভাবে সবকিছুতে সম্মত হওয়ার কারণে ভালো কাজ করছে । কিন্তু বাপদাদাও বিধি এবং যুক্তিপূর্বক কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন । অবশ্যই তিনি তোমাদের সাথে মিলনের প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু সময় অনুযায়ী এই বিধি পরিবর্তন হতে থাকবে । অষ্টাদশ বছরে বাবা তোমাদের সবকিছু শোনাবেন । আচ্ছা ! সতের তো সম্পূর্ণ করতেই হবে । আচ্ছা !

যারা ফলো ফাদার করে সেই সকল সহজ পুরুষার্থী বাচ্চাদের, সদা প্রসন্নচিত্ত আত্মাদের, সদা করানোর মালিক হয়ে দেহ দ্বারা কর্ম করানোর মাস্টার রচয়িতা বাচ্চাদের, বাপদাদার স্নেহের, যারা জীবন দ্বারা রেসপন্স দেয়, এইরকম বাচ্চাদের স্নেহসম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

টিচার বোনেদের সাথে - অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) টিচার সদা স্বস্থিতিতে নিজেও সমুখগামী হয় এবং অন্যকেও সমুখগামী করে, অগ্রচালিত হওয়া আর অগ্রচালিত করাই টিচার-এর বিশেষ লক্ষ্য আর লক্ষণও । সদা বাবা সমান মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা হয়ে সমুখগতি হও এবং অন্যকেও সমুখগতি কর । ত্যাগের মাধ্যমে ভাগ্য প্রাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা, সদা ত্যাগই ভাগ্য । শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ ফল . . . এই প্রত্যক্ষ ফল দ্বারা সদা নিজে উড়ে অন্যকেও উড়িয়ে নিয়ে চলো । নিজেকে সব কর্মে নিমিত্ত মনে করাই শ্রেষ্ঠ হওয়ার সহজ সাধন । সেবাধারী হওয়া, এটাও সঙ্গমযুগে বিশেষ ভাগ্যের লক্ষণ । সেবা করা অর্থাৎ জন্মের পর জন্ম ধরে

সম্পন্ন হওয়া, কারণ সেবা দ্বারা সঞ্চয় হয় আর তোমরা যা সঞ্চয় করেছ অনেক জন্ম ধরে খেতে থাকবে। যদি এটা তোমাদের স্মৃতিতে থাকে তোমরা সেবা দ্বারা সঞ্চয় করছ, তাহলে সদা খুশিতে থাকবে এবং সেই খুশির কারণে তোমরা ক্লান্ত হবে না। সেবা তোমাদের ক্লান্তিহীন তৈরি করে, খুশির অনুভব করায়।

সেবাধারী অর্থাৎ বাবা সমান। অতএব, চেক কর, তোমরা কতটা সমান হয়েছ, সমান হয়ে অন্যদেরও বাবা সমান বানিয়ে অগ্রচালিত হও। সেন্টারের বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী বানানোর জন্য চারিদিকে দুয়েক বার পরিক্রমা করে শক্তিশালী স্মরণের অনুভূতির প্রোগ্রাম বানাও। শক্তিশালী বাতাবরণ অনেক পরিস্থিতি থেকে তোমাদেরকে স্বতঃ দূরত্বে রাখে। এখন নিজে কোয়ালিটির হয়ে অন্যকেও কোয়ালিটির বানাতে থাক। আচ্ছা।

২) সবাই নিজেকে কোন মণি মনে কর ? (সক্‌টমণি) আজকের সময়ে বিশেষভাবে সক্‌টমণি তাই আবশ্যিক। কোন দেবী অধিক পূজিত হন ? সন্তোষী মা। আর সন্তোষী মা'কে সক্‌টমণি করাও সহজ। সন্তোষী তাড়াতাড়ি সক্‌টমণি হয়ে যায়। সন্তোষীর পূজা কেন হয় ? কারণ আজকের সময়ে অনেক টেনশন, অনেক হয়রানির কারণে অসক্‌টমণি বেড়ে যাচ্ছে, সেইজন্য প্রত্যেকে সক্‌টমণি থাকার সাধন খুঁজছে, কিন্তু তারা এটা করতে অপারগ। সুতরাং এইরকম সময়ে তোমরা সব সক্‌টমণি হয়ে অন্যদেরও সক্‌টমণি করার জ্ঞানদীপকে আলোকিত কর। নিজের সক্‌টমণি জ্ঞানালোকে অন্যকেও সক্‌টমণি বানাও। সর্বাগ্রে নিজের প্রতি নিজে সক্‌টমণি থাক, তারপরে সেবাতে সক্‌টমণি থাক, তারপরে সম্বন্ধে সক্‌টমণি থাক, তখনই তোমাদের বলা হবে সক্‌টমণি। তোমাদের প্রয়োজন সক্‌টমণি তিন সার্টিফিকেট। এক নিজের থেকে, দুই সেবা থেকে, তিন সাথীদের থেকে। এই তিন সার্টিফিকেট তোমরা তো নিয়েছ, তাই না ! এটা ভালো যে দুনিয়ার অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে তোমরা অচল ঘরে পৌঁছে গেছ। বাবার এই স্থান অচল ঘর। সুতরাং অচল ঘরে পৌঁছে যাওয়া, এটাও বড় ভাগ্যের লক্ষণ। ত্যাগ করেছে, তাইতো অচল ঘরে পৌঁছেছ। ভাগ্যবান হয়ে গেছ, কিন্তু ভাগ্যরেখা যতটা লম্বা চাও টানতে পার। ভাগ্যবানের লিস্টে তো এসেই গেছ, কারণ এখন তোমরা ভগবানের হয়েছ যখন, ভাগ্যবান তো হয়েই গেছ।

সবার থেকে সরে এসে তোমরা এককে আপন বানিয়েছ - তাহলে তো ভাগ্যবান হয়ে গেছ। বাচ্চাদের এই মনোবল দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল। যা কিছুই হোক, তবুও ত্যাগ আর সেবার ইচ্ছাশক্তিতে তোমরা শ্রেষ্ঠ। ছোট হও বা নতুন হও, বাপদাদা তোমাদের ত্যাগ আর ইচ্ছাশক্তিকে অভিবাদন করেন। বাপদাদা এই রিগার্ডের সাথে তোমাদের দেখেন। নিমিত্ত হওয়ারও মহত্ব আছে। এই মহত্বের সাথে অগ্রচালিত হয়ে বিশ্বে মহান আত্মা হয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। তাহলে নিজের মহত্বকে তো জানো তোমরা, তাই না ! যত মহান ততই নিরহঙ্কার (নির্মান)। যেমন, ফলদায়ক বৃক্ষের লক্ষণ - ঝুঁকে থাকা। যারা এইরকম বিনম্রচিত্ত তারাি প্রত্যক্ষ ফল খায়। এটাই সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব। আচ্ছা !

কুমারদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার কুমার অর্থাৎ সদাসর্বদার জন্য দুর্বলতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অর্ধেক কল্পের জন্য দুর্বলতাকে সংযোগহীন করে দিয়েছ, তাই না ! নাকি এখনও দাওনি ? যারা সদা শক্তিশালী আত্মা, তাদের সামনে দুর্বলতা আসতে পারে না। সদা শক্তিশালী থাকা অর্থাৎ দুর্বলতার অবসান ঘটানো। এইরকম শক্তিশালী আত্মারা বাবারও প্রিয়। পরিবারেরও প্রিয়। কুমার অর্থাৎ নিজের প্রতিটা কর্ম দ্বারা যে অনেকের জন্য শ্রেষ্ঠ কর্মের রেখা টানে। তোমাদের নিজের কর্ম অন্যদের কর্মের রেখা বানানোর নিমিত্ত হয়ে যায়। এইরকম সেবাধারী তোমরা। সুতরাং প্রতিটা কর্মে এটা চেক কর, প্রতিটা কর্ম যেন এমন স্পষ্ট হয় যাতে অন্যদেরও কর্মের রেখা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা যারা শ্রেষ্ঠ কর্মের শ্রেষ্ঠ খাতায় সঞ্চয় কর, একেই বলে, প্রকৃত সেবাধারী। স্মরণ আর সেবা - এটাই সদা অগ্রচালিত হওয়ার সাধন। স্মরণ শক্তিশালী বানায় আর সেবা গুণ ও শক্তির ধনভাণ্ডারে সম্পন্ন বানায়। স্মরণ আর সেবা দ্বারা নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলা আর অন্যকেও অগ্রচালিত কর। আচ্ছা।

বরদান:- ব্রহ্মাবাবা সমান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি বানিয়ে পরোপকারী ভব* শ্রেষ্ঠ স্মৃতি আর শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি তো সব বাচ্চাই বানিয়েছে, এখন শুধু সম্পূর্ণতার জন্য এবং ব্রহ্মা বাবার সমান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য লাস্ট টাচিং বাকি আছে। এর জন্য পরোপকারী হও অর্থাৎ স্বার্থ ভাব থেকে সদা মুক্ত থাক। সব পরিস্থিতিতে, সর্বকার্যে, সব সহযোগী সংগঠনে যত নিঃস্বার্থ বোধের হবে ততই পর-উপকারী হতে পারবে। সদা নিজেকে পরিপূর্ণ অনুভব করবে। সদা প্রাপ্তিস্বরূপের স্থিতিতে স্থিত থাকবে। নিজের জন্য তখন আর কোনকিছু গ্রহণ করবে না।

স্লোগান:- সর্বস্ব ত্যাগী হওয়াতেই সরলতা এবং সহনশীলতার গুণ বিকশিত হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উপর দয়া করো, বাবা যে শ্রীমত দিচ্ছেন, সেই অনুসারে চলো তো অনেক খুশীতে থাকবে, মায়ার অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবে"

প্রশ্নঃ - মায়ার অভিশাপ কেন লাগে ? অভিশপ্ত আত্মার গতি কী হয় ?

উত্তরঃ - ১) বাবা আর পড়াশুনার (জ্ঞান রত্নের) অনাদর করলে, নিজের মনমতে চললে মায়ার অভিশাপ লেগে যায়। ২) আসুরী আচরণ থাকলে, দৈবী গুণ ধারণ না করার কারণে নিজের উপর নির্দয় থাকে। বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়। সে বাবার হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের এটা তো এখন নিশ্চয় হয়ে গেছে যে, আমাকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে আর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়া রূপী রাবণ অভিশপ্ত এবং দুঃখী বানিয়ে দেয়। অভিশাপ শব্দটিই হল দুঃখের, অপর দিকে আশীর্বাদ শব্দটি হল সুখের। যে বাচ্চারা বিশ্বস্ত এবং আত্মকারী আছে, তারা ভালো ভাবে জানে। যে বাবার শ্রীমত মেনে চলে না, সে বাবার বাচ্চা-ই নয়। যদিও সে নিজেকে বিশাল কিছু মনে করে, কিন্তু বাবার হৃদয়ে স্থান পায় না, আশীর্বাদও পায় না। যে মায়ার কথা মতো চলে আর বাবাকে স্মরণ-ই করে না, সে কাউকে জ্ঞান বোঝাতেও পারবে না। অজান্তে নিজের ভুলের কারণে নিজেই অভিশাপগ্রস্ত হয়। বাচ্চারা জানে যে, মায়াও খুব শক্তিশালী। যদি অসীম জগতের বাবাকে না মেনে চলে, তাহলে তো মায়ার কথামতো চলে। মায়ার বশীভূত হয়ে যায়। কথিত আছে যে, প্রভুর আঙা সর্বদা মাথার উপর থাকে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করো তো মায়ার কোল থেকে বেরিয়ে প্রভুর কোলে চলে আসবে। বাবা তো হলেন বুদ্ধিবানদের বুদ্ধিবান। বাবার শ্রীমত না মানলে বুদ্ধিতে তালা লেগে যাবে। তালা খুলতে পারেন এক বাবা-ই। শ্রীমতে না চললে তার কি অবস্থা হবে। মায়ার মতে চললে কোনো পদ-ই পাবে না। হয়তো জ্ঞান শোনে, কিন্তু ধারণা না কিছু করতে পারে আর না করাতে পারে, তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে! বাবা তো হলেন গরীবের ভগবান। মানুষ গরীবদেরকে দান করে, তো বাবাও এসে কত অসীম সম্পত্তি দান করেন। যদি শ্রীমতে না চলে তো একদম বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়। তখন কী প্রাপ্তি করবে! যারা বাবার শ্রীমত মেনে চলে, তারাই হল বাবার প্রকৃত সন্তান। বাবাতো হলেন দয়ার সাগর। তারা বোঝে যে, বাইরে গেলেই মায়া একদম শেষ করে দেবে। কেউ আত্মহত্যা করলে সে নিজের সর্বনাশ করে। বাবা তো সবসময়েই বোঝাতে থাকেন যে, নিজের উপর দয়া করো, শ্রীমতে চলো, নিজের মতে চলো না। শ্রীমতে চললে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মুখমণ্ডলে সর্বদা হাসিখুশী দেখা যায়। তো পুরুষার্থ করে এইরকম উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হবে, তাই না। বাবা অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দান করেন তো তার অনাদর কেন করো! রত্ন দিয়ে বুদ্ধি রূপী ঝুলি ভরপুর করতে হবে। শোনে তো ঠিকই কিন্তু ঝুলি ভরপুর করতে পারেনা কেননা বাবাকে স্মরণ করে না। আসুরী চলন চলতে থাকে। বাবা বারংবার বোঝান যে - নিজের উপর দয়া করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। তারা হলোই আসুরী সম্প্রদায়ের। বাবা পরিস্থান বানাতে আসেন। পরিস্থান স্বর্গকে বলা হয়। ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক ধাক্কা খায়। সন্ন্যাসীদের কাছে যায়, মনে করে যে, সেখানে গেলে শান্তি পাওয়া যাবে। বাস্তবে এই কথাটি হল ভুল। এর কোনো অর্থ নেই। আত্মারই তো শান্তি চাই, তাই না। আত্মার স্বরূপই হল শান্ত। তারা এইরকমও বলে না যে, আত্মা কিভাবে শান্ত হবে? বলে যে মন কিভাবে শান্তি পাবে? এখন মন কি আছে, বুদ্ধি কি আছে, আত্মা কি আছে, কিছুই জানে না। যাকিছু বলে বা করে, সে সব হল ভক্তি মার্গ। ভক্তিমার্গে ভক্তরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একদম তমোপ্রধান হয়ে যায়। হয়তো কারোর অনেক ধন সম্পত্তি আছে, কিন্তু আছে তো সবই রাবণ রাজ্যে, তাইনা !

বাচ্চারা, তোমাদেরকে চিত্র দেখিয়ে বোঝানোর জন্য অনেক অভ্যাস করতে হবে। বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, নস্বরের ক্রম অনুসারে। যদি কোনো বাচ্চা রাজ্যপদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ না করে, তো প্রজাতে গিয়ে কি পদ পাবে! সেবা করে না, নিজের উপর করুণা আসেনা যে, আমি কি পদ পাবো, পরে বোঝা যায় যে ড্রামাতে এর পার্ট এতটাই ছিলো। নিজের কল্যাণনের জন্য, জ্ঞানের সাথে সাথে যোগও করতে হবে। যোগে না থাকলে তো কিছুই কল্যাণ হবে না। যোগ ছাড়া পবিত্র হতে পারবে না। জ্ঞান তো খুব সহজ কিন্তু নিজের কল্যাণও করতে হবে। যোগে না থাকলে কিছুই কল্যাণ হবে না। যোগ ছাড়া কিভাবে পবিত্র হবে ? জ্ঞান আলাদা বিষয়, যোগ আলাদা বিষয়। যোগে খুব কাঁচা আছে। যোগ করার ইচ্ছাই আসে না। তো স্মরণ ছাড়া বিকর্ম কিভাবে বিনাশ হবে ? তাই অনেক শাস্তি খেতে হয়, অনেক অনুতাপ করতে হয়। তারা কোনো স্থূল উপার্জন করে না তো কোনো শাস্তিও ভোগ করতে হয় না, এতে তো পাপের বোঝা মাথার

উপর চেপে বসে, তাদেরকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর যদি বেয়াদপ হয়ে যায় তো অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবাতো বলেন যে, - নিজের উপর দয়া করো, স্মরণে থাকো। নাহলে তো নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। যেরকম কেউ উপর থেকে পড়ে গেলে, মারা না গেলে, হাসপিটালে শুয়ে থাকে, চিংকার করতে থাকে। বৃথাই নিজেকে ধাক্কা দিলাম, মারাও গেলাম না, তথাপি আর কোনো কাজেও আসবে না। এখানেও সেইরকমই আছে। অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। শ্রীমতে না চললে তো পড়ে যাবেই। আর কিছুদিন পরে প্রত্যেকেরই নিজের পদের সাক্ষাৎকার হবে, তখন দেখে নেবে যে, আমি কি পদ পাবো ? যে সেবাধারী, আন্তরিক হলে, সে-ই উঁচুপদ প্রাপ্ত করবে। নাহলে তো সেখানে গিয়ে দাস-দাসী হবে। তারপর শাস্তিও অনেক খেতে হবে। সেই সময় বাপদাদা দুজনেই ধর্মরাজের রূপ ধারণ করবে। কিন্তু বাচ্চার কিছই বুঝতে চায়না, ভুল করতেই থাকে। শাস্তি তো এখানেই খেতে হবে তাই না। যে যত বেশী সেবা করবে, সে-ই ততবেশী শোভনীয় হবে। না হলে তো কোনো কাজেই আসবে না। বাবা বলেন যে, অপরের কল্যাণ করতে না পারলে নিজের কল্যাণ করো। বন্ধনে থাকা আত্মারাও নিজের কল্যাণ করতে থাকে। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে বলেন যে, সাবধান থাকো। নাম রূপে ফেঁসে গেলে মায়া অনেক ধোঁকা দেয়। বলে যে, বাবা অমুক আত্মাকে দেখলে আমার মধ্যে খারাপ সংকল্প চলে। বাবা বোঝান যে - কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করোনা। কোনোও খারাপ লোক, যার চলন ঠিক নেই, তাকে সেন্টারে আসতে দেওয়া উচিত নয়। স্কুলে কেউ খারাপ আচরণ করলে তো অনেক মার খায়। শিক্ষক সবার সামনে বলেন যে, এ এই খারাপ কাজটি করেছে, এইজন্য একে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তোমাদের সেন্টারগুলিতেও এরকম কুদৃষ্টি কারী আত্মারা আসে, তো তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে হবে। বাবা বলেন যে, কখনো কুদৃষ্টি যেন না থাকে। সেবা না করলে, বাবাকে স্মরণ না করলে তো অন্তরে অবশ্যই কিছুনা কিছু নোংরা সংস্কার আছে। যে ভালো সেবা করে, তার অনেক নাম হয়। অল্প একটুও খারাপ সংকল্প এলে, বা খারাপ দৃষ্টি গেলে বুঝবে যে মায়ার আক্রমণ হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান পরিত্যাগ করবে। নাহলে তো যাকিছু বৃদ্ধি হয়েছে, সে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বেঁচে যাবে। বাবা সব বাচ্চাদেরকেই সাবধান করতে থাকেন - সাবধান থাকো, কখনো নিজের বংশের নাম বদনাম ক'রো না। কেউ গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে একসাথে থাকে তো তার অনেক নাম হয়, আবার কেউতো নষ্ট হয়ে যায়। এখানে তোমরা এসেছো নিজেদের সঙ্গতি করতে, না কি খারাপ গতি করতে। সবথেকে খারাপ হলো কাম, তারপর ক্রোধ। এখানে আসে বাবার থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য কিন্তু মায়া আক্রমণ করে অভিশাপ দিয়ে দেয়, তো একদম নীচে এসে পরে। এরমানে হল নিজেকেই নিজে অভিশাপ দেয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, অনেক সতর্ক থাকতে হবে, এরকম কেউ এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই রওনা করে দিতে হবে। দেখানো হয় যে, - অমৃত পান করতে এসেছিলো, তারপর বাইরে গিয়ে অসুর হয়ে নোংরা কাজ করলো। সে তো এই জ্ঞান কাউকে শোনাতেও পারবে না। তালা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, নিজের সেবার উপর তৎপর থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে থাকতে অন্তিম সময়ে ঘরে চলে যেতে হবে। গান আছে না- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না, ভোর হতে আর দেরী নেই। আত্মাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাই হল পথিক। আত্মাকেই প্রতিদিন বোঝানো হয় যে, এখন তোমরা শান্তিধাম যাওয়ার পথিক আছে। তো এখন বাবাকে, ঘরকে, আর বাবার উত্তরাধিকারকে (স্বর্গকে) স্মরণ করতে থাকো। নিজেকে দেখতে হবে যে, মায়া কোথাও ধোঁকা তো দিচ্ছে না তো ? আমি বাবাকে স্মরণ করছি তো ?

সর্বোচ্চ বাবার দিকেই যেন দৃষ্টি থাকে - এটাই হল অনেক উঁচু পুরুষার্থ। বাবা বলেন যে - বাচ্চার, কুদৃষ্টি ত্যাগ করো। দেহ- অভিমান মানে কুদৃষ্টি, দেহী-অভিমানী মানে শুদ্ধ দৃষ্টি। তাই বাচ্চাদের দৃষ্টি সর্বদা বাবার দিকে থাকতে হবে। আশীর্বাদও অনেক শ্রেষ্ঠ - বিশ্বের রাজস্ব লাভ, এটা কি কম কথা ! কারোর স্বপ্নেও এমন আসবে না যে, পড়াশোনা করে, স্মরণের যাত্রায় থেকে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। পড়াশোনা করে উঁচুপদ পেলে তো বাবাও খুশী হবেন, শিক্ষকও খুশী হবেন, সঙ্গুরুও খুশী হবেন। স্মরণ করতে থাকলে তো বাবাও অনেক ভালোবাসা দেবেন। বাবা বলেন যে - বাচ্চার এই দুর্বলতা গুলিকে ত্যাগ করো। নাহলে তো বৃথাই নাম বদনাম করবে। বাবাতো বিশ্বের মালিক বানিয়ে সৌভাগ্য খুলে দেন। ভারতবাসীই ১০০% সৌভাগ্যশালী ছিলো, তারাই আবার ১০০% দুর্ভাগ্যশালী হয়ে গেছে, তাদেরকেই আবার সৌভাগ্যশালী বানানোর জন্য পড়ানো হয়।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বড় বড় ধর্মগুরুরাও তোমাদের কাছে আসবে। যোগ শিখে যাবে। মিউজিয়ামে যে টুরিস্টরা আসে, তাদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো- এখন স্বর্গের গেট খোলার সময় হয়ে গেছে। কল্পবৃক্ষের ঝাড়ের উপর বোঝাও, তোমরা এই সময়ে পৃথিবীতে এসেছো। ভারতবাসীদের পাঁট এই সময়ে আছে। তোমরা এই জ্ঞান শুনে তারপর নিজের দেশে গিয়ে বলো যে, বাবাকে স্মরণ করো তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তারা তো যোগ শিখতে চায়। হঠযোগী সন্ন্যাসীরা তো তাদেরকে যোগ শেখাতে পারেনা। তোমাদের প্রচারক সংগঠন (মিশন) বিদেশেও যাবে। বোঝানোর জন্য

অনেক যুক্তি চাই। যারা ধর্মগুরু আছে, তাদের তো এখানে আসতেই হবে। তোমাদের থেকে কেউ একজনও যদি ভালোভাবে ধারণ করে যায় তাহলে একজনের থেকে বহুজন জানতে পারে। একজনেরও বুদ্ধিতে ধারণা হয়ে গেলে তো সে সংবাদপত্রেও ছাপিয়ে দেবে। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নাহলে তো বাবাকে স্মরণ করা কিভাবে শিখবে। বাবার পরিচয় তো সবাইকেই দিতে হবে। কেউ না কেউ তো বাবার সন্তান হবেই। মিউজিয়ামে অনেক পুরানো জিনিস দেখতে যায়। আর এখানে তো তোমাদের পুরানো জ্ঞান শুনবে। অনেকে আসবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভালো ভাবে বুঝবে। এখান থেকেই দৃষ্টি নেবে কিংবা তোমাদের প্রচারক সংগঠন (মিশন) বিদেশে যাবে। তোমরা বলবে যে, বাবাকে স্মরণ করো তো নিজের ধর্মে শ্রেষ্ঠ পদ পাবে। পুনঃ জন্ম নিতে নিতে সবাই নীচে এসে গেছে। নীচে নামা অর্থাৎ তমোপ্রধান হওয়া। পোপ আদি এইভাবে বলতে পারবে না যে, বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে জানেই না। তোমাদের কাছে খুব ভালো জ্ঞান আছে। চিত্রও অনেক সুন্দর তৈরী হচ্ছে। সুন্দর জিনিস থাকলে মিউজিয়ামও আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। দেখার জন্য অনেকে আসবে। যত বড় চিত্র হবে তত সুন্দর করে বোঝাতে পারবে। শখ থাকতে হবে যে আমি এইভাবে বোঝাবো। সর্বদা তোমাদের বুদ্ধিতে এটাই যেন থাকে যে, আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি, তাই যত বেশী সেবা করবো, তত বেশী সম্মান হবে। এখানে সম্মান পেলে ওখানেও সম্মান পাবে। তোমরা পূজ্য হবে। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান ধারণ করতে হবে। বাবা তো বলেন যে, সেবা করার জন্য দৌড়াতে থাকো। বাবা যেখানে খুশী সেবার জন্য পাঠাবেন, তাতেই তোমাদের কল্যাণ আছে। সারাদিন বুদ্ধিতে সেবার চিন্তা যেন চলতে থাকে। বিদেশিদেরও বাবার পরিচয় দিতে হবে। অতি মিঠা বাবাকে স্মরণ করো, কোনো দেহধারীকে গুরু বানিয়ে না। সকলের সদগতি তো এক বাবা-ই আছেন। এখন হোলসেল মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হোলসেল আর রিটেল ব্যবসা হয় তাই না। বাবা হলেন হোলসেল, আশীর্বাদও হোলসেল দেন। ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের রাজত্ব পদ প্রাপ্ত করো। মুখ্য চিত্র হলোই ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিচক্রের গোলা, কল্পবৃক্ষের ঝাড়, বিরাট রূপের চিত্র আর গীতার ভগবান কে?... এইসব চিত্রগুলো তো ফাস্টট্রাক্স আছে, এতে বাবার মহিমাই পুরো আছে। বাবা-ই কৃষ্ণকে এইরকম বানিয়েছেন, এই আশীর্বাদ গড় ফাদার দিয়েছেন। কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অনেক, সত্যযুগে খুব কম সংখ্যক হবে। এইসব পরিবর্তন কে করেছেন ? কেউ কিছুই জানেনা। তো অনেক অনেক টুরিস্ট বড় বড় শহড়ে যায়। তারাও এসে বাবার পরিচয় পাবে। সেবার জন্য তো অনেক পয়েন্ট আছে। বিদেশেও যেতে হবে। একদিকে তোমরা বাবার পরিচয় দিতে থাকো, অন্যদিকে মারামারি চলতে থাকবে। সত্যযুগে খুব কম সংখ্যক মানুষ হবে তো অবশ্যই বাকিদের বিনাশ হয়ে যাবে তাই না। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যা হয়ে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু কাউকে বোঝানোর জন্য জ্ঞান চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এক বাবার প্রতিই দৃষ্টি রাখতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করে মায়ার ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কখনো কুদৃষ্টিকারী হয়ে বংশের নাম বদনাম করবে না।

২) সেবার জন্যে দৌড়ঝাপ করতে হবে। সেবাধারী আর আঙুকারী হতে হবে। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। নিজের মধ্যে কোনোও খারাপ চালচলন যেন না থাকে।

বরদান:- একতা আর সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট দ্বারা সেবাতে সর্বদা সফলতার প্রতিমূর্তি ভব*

ব্যখ্যা :- সেবাতে সফলতামূর্তি হওয়ার জন্য দুটি কথা মনে রাখতে হবে, এক - সংস্কার মেলানোর একতা আর দ্বিতীয় হল নিজেও সদা সন্তুষ্ট থাকো তথা অন্যদেরকেও সন্তুষ্ট করো। সর্বদা এক-পরস্পরের মধ্যে স্নেহের ভাবনা রেখে, শ্রেষ্ঠতার ভাবনা দিয়ে সম্পর্কে আসো তো এই দুই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের ব্যবহারিক জীবন, বাবার চেহাড়ার দর্পণ হয়ে যাবে আর সেই দর্পণে বাবা যা আছেন, যেমন আছেন, তেমনই দেখা যাবে।

স্লোগান:- আত্ম স্থিতিতে স্থিত হয়ে অনেক আত্মাদের জীবনদান করো, তো আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অসীম জগতের পিতার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকো, তবেই পূর্ণমাত্রায় শক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে, মায়ার উপর বিজয়লাভ করতে থাকবে"

প্রশ্ন:- বাবার কাছে কোন্ মুখ্য কর্তৃত্ব (অথরিটি) রয়েছে ? তার চিহ্ন কী ?

উত্তর:- প্রধানতঃ বাবার কাছে জ্ঞানের কর্তৃত্ব রয়েছে। বাচ্চারা, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তাই তোমাদের পড়াশোনা করান। নিজের মতন নলেজফুলে পরিনত করেন। তোমাদের কাছে এই পড়ার একটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে। পড়ার মাধ্যমেই তোমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করো।

*গীত:- বদলে যায় যেন পৃথিবী

ওম্ শান্তি । ভক্ত ভগবানের মহিমা করে। তোমরা তো এখন ভক্ত নও। তোমরা তো সেই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে গেছো। সেও বিশ্বস্ত সন্তান চাই। প্রতিটি বিষয়ে বিশ্বস্ত হতে হবে। স্ত্রী-র যদি স্বামী ব্যতীত আর স্বামীর যদি স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারোর দিকে দৃষ্টি যায় তবে তাকেও অবিশ্বস্ত (অবিশ্বাসী) বলা হবে। এখন এখানেও রয়েছে অসীম জগতের পিতা। ওঁনার প্রতি অবিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত দুই-ই থাকে। বিশ্বস্ত হয়ে পুনরায় অবিশ্বস্ত হয়ে যায়। বাবা হলেন সর্বময়কর্তা (হাইয়েস্ট অথরিটি)। সর্বশক্তিমান, তাই না! ওঁনার সন্তানদেরও তো তেমনই হওয়া উচিত। বাবার মধ্যে শক্তি রয়েছে, বাচ্চাদের রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করার যুক্তি বলে দেন তাই ওঁনাকে বলা-ও হয় সর্বশক্তিমান। তোমরাও হলে শক্তিসেনা, তাই না! তোমরাও নিজেদেরকে সর্বশক্তিমান বলবে। বাবার কাছে শক্তি রয়েছে তা তিনি তোমাদেরকে দেন, আর বলে দেন যে, কীভাবে তোমরা মায়ী-রূপী রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে পারো, তাই তোমাদেরকে শক্তিমান হতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সর্বময়কর্তা। তিনি নলেজফুল, তাই না। যেমন ওইসমস্ত মানুষেরা হলেন শাস্ত্রের, ভক্তিমার্গের সর্বময়কর্তৃত্ব, তেমনই এখন তোমরা সর্বশক্তিমান কর্তৃত্ব (অলমাইটি অথরিটি) নলেজফুল হয়ে যাও। তোমরাও নলেজ পাও। এ হলো পাঠশালা। এখানে যে পড়া তোমরা পড়ো, তার দ্বারাই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারো। এমন একটাই পাঠশালা রয়েছে। তোমাদের এখানে পড়তে হবে আর কোনো নমস্কারাদি করতে হবে না। পড়াশোনার মাধ্যমে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, এইম অবজেক্ট রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা হলেন নলেজফুল। ওঁনার পড়ানো সম্পূর্ণই পৃথক। জ্ঞানের সাগর তো পিতা, তাই তিনিই জানেন। তিনিই আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দেন। তা আর কেউই দিতে পারে না। বাবা সম্মুখে এসে জ্ঞান প্রদান করেন, পুনরায় চলে যান। এই পড়াশোনার ফলস্বরূপ (প্রালব্ধ) কি পাওয়া যায়, তাও তোমরা জানো। বাকি আর যেসকল সংসঙ্গাদি আছে, গুরু-গোঁসাই ইত্যাদি আছে, সেসবকিছুই ভক্তিমার্গের। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। তোমরা এও জানো যে, ওদের মধ্যে কেউ যদি এখানকার হয় তাহলে বেরিয়ে আসবে। বাচ্চারা, সেবার জন্য তোমাদের বিভিন্নরকমের যুক্তি বের করতে হবে। নিজের অনুভব শুনিয়ে অনেকের ভাগ্য তৈরী করতে হবে। তোমাদের অর্থাৎ সেবাধারী বাচ্চাদের স্থিতি অত্যন্ত নির্ভর, সুদৃঢ়(অটল) যোগযুক্ত হওয়া উচিত। যোগযুক্ত হয়ে সার্ভিস করলে সফলতা পেতে পারো।

বাচ্চা, তোমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কখনো আবেশে(বিহ্বল হয়ে পড়া) আসা উচিত নয়, পাকাপাকিভাবে যোগযুক্ত হওয়া উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাস্তবে তোমরা সকলেই হলে বাণপ্রস্তু, বাণীর উর্ধ্বের স্থিতিসম্পন্ন। অর্থাৎ যারা বাণীর উর্ধ্ব থেকে ঘরকে এবং বাবাকে স্মরণ করে। এছাড়া তাদের আর কোনো ইচ্ছা নেই। আমাদের ভালো-ভালো বস্তু চাই, এইসব হলো বিকারী ইচ্ছা। দেহ-অভিমানীরা সেবা করতে পারে না। তারজন্য দেহী-অভিমানী হতে হয়। ভগবানের বাচ্চাদের তো শক্তি চাই। আর সে (শক্তি) হলো যোগের। বাবা তো সকল বাচ্চাদের বিষয়ে জানতে পারেন, তাই না! বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দেবেন, এই-এই দুর্বলতাগুলো নিষ্কাশিত করো। বাবা বোঝান, শিবের মন্দিরে যাও, সেখানে তোমরা অনেককেই পাবে। অনেকেই রয়েছে যারা কাশী গিয়ে বসবাস করে। মনে করে কাশীনাথ আমাদের কল্যাণ করবে। ওখানে তোমরা অনেক গ্রাহক পাবে কিন্তু এরজন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা চাই। গঙ্গাস্নান যারা করে, তাদেরকেও বোঝাতে পারো। মন্দিরে গিয়েও বোঝাও। গুপ্তবেশেও যেতে পারো। হনুমানের মতন। হও তো বাস্তবে তোমরাই তেমন, তাই না। এখানে জুতোর উপর বসার কোন কথা নেই। এখানে অত্যন্ত সমঝদার, তীক্ষ্ণ (সেয়ানা) হওয়া উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এখনও কেউ-ই কর্মাতীত হয় নি। কিছু-না-কিছু দুর্বলতা অবশ্যই রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে, এ হলো একটাই হাট(দোকান), যেখানে সকলকেই আসতে হবে। একদিন এই সন্ধ্যাসী ইত্যাদিরাও সকলেই আসবে। একটাই যখন হাট তখন আর যাবে কোথায়। যারা অত্যন্ত দিকভ্রান্ত, তারাই পথ খুঁজে পাবে। আর মনে করবে এ হলো একটাই হাট। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবাই, তাই না! এমন নেশা যখন চড়ে তখন তা কোন বলার মতন কথা। বাবার তো এটাই চিন্তা, তাই না -- আমি এসেছি পতিতদের পবিত্র করে শান্তিধাম-সুখধামের উত্তরাধিকার(বর্স) দিতে। তোমাদেরও এটাই কাজ। সকলের কল্যাণ করা। এ হলো পুরানো দুনিয়া। এর কত কত ? অল্পসময়ের মধ্যেই বুঝে যাবে, এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। একথা সকল আত্মাদের বুদ্ধিতে আসবে, নতুন দুনিয়া স্থাপিত হবে তবে তো পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। ভবিষ্যতে আবার বলবে, অবশ্যই ভগবান এখানে রয়েছে। রচয়িতা পিতাকেই ভুলে গেছে। ত্রিমূর্তির মধ্যে শিবের চিত্রই উড়িয়ে(সরিয়ে) দিয়েছে, তাহলে তো তা কোনো কাজে এলো না। রচয়িতা তো তিনিই, তাই না! শিবের চিত্র এলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় -- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকলে, তাহলে তো অবশ্যই বি.কে.-ও থাকা উচিত। ব্রাহ্মণকুল সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ব্রহ্মার সন্তান। ব্রাহ্মণদের রচনা কীভাবে করেন ? একথাও কেউ জানে না। বাবা-ই এসে তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। এ অতি গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাবা যখন সম্মুখে এসে বোঝান তখন বোঝে। যারা দেবতা ছিলেন তারাই শূদ্র হয়ে গেছে। এখন তাঁদেরকে কীভাবে খুঁজবে, তারজন্য যুক্তি বের করতে হবে। যেন তারা বুঝতে পারে যে, বি.কে.-দের এই কার্য মহান। কত পর্চা (পরিচয়-পত্র) ইত্যাদি বন্টন করা হয়। বাবা এরোপ্লেনের মাধ্যমেও পর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয় বুঝিয়েছেন। কমপক্ষে সংবাদপত্রের মতন একটা কাগজ হোক, এর মধ্যে মুখ্য পয়েন্টস্ সিঁড়ি ইত্যাদিরও আসতে পারে। মুখ্য হলো ইংরেজী আর হিন্দী ভাষা। তাই সারাদিন বাচ্চাদের খেয়াল রাখা উচিত -- সেবার কার্যকে কিভাবে বৃদ্ধি করবো ? এও জানে যে, ডামানুসারে পুরুষার্থ হতেই থাকে। বোঝা যায় যে, এ ভালো সেবা করে, এর পদও উচ্চ হবে। প্রত্যেক অভিনেতার নিজ-নিজ ভূমিকা রয়েছে, এই লাইনটিও অবশ্যই লিখতে হবে। বাবাও এই ডামানুসারে নিরাকারী দুনিয়া থেকে এসে সাকারী শরীরের আধার নিয়ে নিজ ভূমিকা(পার্ট) পালন করেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতেও রয়েছে যে, কে-কে কতটা ভূমিকা পালন করে ? তাই এই লাইনটিও হলো মুখ্য। প্রমাণের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে, এই সৃষ্টিচক্র-কে জানলে মানুষ স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা, বিশ্বের মালিক হয়ে যেতে পারে। তোমাদের কাছে তো সমগ্র নলেজ রয়েছে, তাই না। বাবার কাছে তো গীতার জ্ঞান রয়েছেই, যার মাধ্যমে মানুষ নর থেকে নারায়ণ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে গেলে তখন আবার সম্পূর্ণ রাজত্বও চাই। তাই বাচ্চাদের এমন-এমন (কথা) চিন্তা করে বাবার সেবায় নিমগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

জয়পুরেও এই আধ্যাত্মিক মিউজিয়াম সর্বদা থাকবে। লেখা রয়েছে --- একে(এই জ্ঞানকে) বুঝলে মানুষ বিশ্বের মালিক হয়ে যেতে পারে। যা দেখবে তা পরস্পরকে শোনাতে থাকবে। বাচ্চাদের সদা সেবায় তৎপর থাকতে হবে। মাস্ট্রাও সেবায় রত, ওনাকেও (সেবায়) নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ কথা কোনো শাস্ত্রতে নেই যে, সরস্বতী কে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার কি একটাই কন্যা থাকবে ? অসংখ্য কন্যা, অসংখ্য নামের হবে, তাই না! তিনিও তো অ্যাডপ্টেড (দত্তক) ছিলেন। যেমন তোমরা। একজন প্রধান চলে গেলে তখন পুনরায় অপর কাউকে করা হয়। প্রাইম মিনিষ্টারও অপর কাউকে করে নেওয়া হয়। যখন সক্ষম অর্থাৎ দক্ষ মনে করে, তখন তাদের পছন্দ করে পুনরায় সময় যখন উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন অন্য কাউকে নির্বাচন করতে হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে প্রথম ম্যানার্স(ভদ্র আচরণ) এটাই শেখান যে, তোমরা কারো সম্মান কিভাবে রাখবে! যারা অশিক্ষিত হয়, তারা সম্মান করতেও জানে না। যারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ হুশিয়ার, সকলকেই তাদের সম্মান করতেই হবে। গুরুজনেদের সম্মান করলে সেও শিখে যাবে। অশিক্ষিতরা তো বুদ্ধি হয়। বাবাও এসে অশিক্ষিতদের উন্নত করেন। আজকাল মহিলাদের অগ্রভাগে রাখা হয়। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা অর্থাৎ তাদের বাগদান পরমাটমা তোমার সঙ্গে হয়ে যায় তোমরা অত্যন্ত প্রফুল্লিত হয়ে যাও। আমরা গিয়ে বিষ্ণুপুরের মালিক হব কন্যাকে না দেখেও বুদ্ধি যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তাই না। আত্মা এও জানে যে -- আত্মা এবং পরমাট্মার এই বাগদান-পর্ব বিস্ময়কর। অদ্বিতীয় পিতাকে স্মরণ করতে হবে। ওরা তো গুরুকে স্মরণ করে, অমুক মন্ত্র স্মরণ করে। এখানে তো বাবা-ই সবকিছু। ঐনার মাধ্যমে এসে বাগদান করান। তিনি বলেন, আমি তোমাদের পিতাও, আমার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। কন্যার বাগদান-পর্ব হয়ে গেলে তখন আর ভুলে যায় না। তোমরা কেন ভুলে যাও ? কর্মাভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে সময় লাগে। কর্মাভীত অবস্থা প্রাপ্ত করেও কেউ ফিরে যেতে তো পারবে না। প্রথমে যখন বর যাবে, তারপরে বরযাত্রী যাবে। শঙ্করের কথা নয়, এ হলো শিবের বরযাত্রী। প্রেমী এক, আর সকলেই হলো প্রেমিকা। এই হলো শিববাবার বরযাত্রী। কিন্তু নাম রেখে দিয়েছে বাচ্চারা। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হয়। বাবা এসে ফুলে পরিনত করে সকলকে নিয়ে যান। যে বাচ্চারা কাম-চিতায় বসে অপবিত্র হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে ফুল বানিয়ে সকলকে নিয়ে যান। এ হলো পুরানো দুনিয়া, তাই না। প্রতি কল্পে বাবা আসেন। আমরা যারা অপবিত্র(ছি-ছি), তিনি এসে তাদের ফুলে পরিনত করে নিয়ে যান।

রাবণ অপবিত্র করে আর শিববাবা ফুলে পরিনত করেন। বাবা অনেক যুক্তি-সহকারে বোঝাতে থাকেন। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) খাবার দাবারের অপবিত্র ইচ্ছে গুলোকে পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হয়ে সেবা করতে হবে। স্মরণের মাধ্যমে শক্তি নিয়ে নির্ভয় এবং অবিচল(অটল) অবস্থা তৈরী করতে হবে।

২) যারা পড়ায় তীক্ষ্ণ, হুশিয়ার হবে তাদের সম্মান দিতে হবে। যারা দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে, তাদের পথ-প্রদর্শনের যুক্তি রচনা করতে (থুঁজতে) হবে। সকলের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- নিজ তপস্বী-রূপের দ্বারা সর্বজন-কে প্রাপ্তির অনুভূতি প্রদানকারী মাস্টার বিধাতা ভব*

ব্যাখ্যা :- সূর্য যেমন বিশ্বকে আলোকিত করে এবং অনেক বিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি করায়, তেমনই তোমরা তপস্বী আত্মারাও তোমাদের তপস্বী-স্বরূপের মাধ্যমে সকলকে প্রাপ্তির কিরণের অনুভূতি করাও। এরজন্য প্রথমে জমার খাতা বৃদ্ধি করো। পুনরায় জমাকৃত ভান্ডার(খাজানা) মাস্টার বিধাতা হয়ে দান করতে থাকো। তপস্বী-মূর্তির অর্থ হলো -- তপস্যার দ্বারা শক্তির শক্তির কিরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এমন যেন অনুভূত হয়।

স্লোগান:- স্বয়ং স্বচ্ছ-সৃজনশীল(নির্মাণ) হয়ে সকলকে সম্মান প্রদান করতে থাকো -- সেটাই হলো সত্যিকারের পরোপকার।*

- *"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের কারেন্ট (শক্তি তরঙ্গ) দিতে, তোমরা যদি দেহী - অভিমাত্রী হও, তোমাদের বুদ্ধিযোগ যদি এক বাবার সাথে থাকে, তাহলে তোমরা কারেন্ট (শক্তি তরঙ্গ) পেতে থাকবে"*
- *প্রশ্নঃ - সবথেকে বড় আসুরী স্বভাব কি, বাচ্চারা, যা তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়?*
- *উত্তরঃ - অশান্তি ছড়ানো, এ হলো সবথেকে বড় আসুরী স্বভাব। যারা অশান্তি ছড়ায়, তাদের উপর মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়। তারা যেখানেই যাবে সেখানেই অশান্তি ছড়িয়ে দেবে তাই ভগবানের কাছ থেকে সকলেই শান্তির বর চায়।*
- *গীতঃ- এই কাহিনী হলো প্রদীপ আর ঝড়ের*

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গানের লাইন শুনেছে। এই গানতো ভক্তিমাগের, এরপর তাকে জ্ঞানে পরিবর্তন করা হয়, আর কেউই এর পরিবর্তন করতে পারে না। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে জানতে পারে, প্রদীপ কি আর ঝড় কি! বাচ্চারা জানে যে, আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে। বাবা এখন এসেছেন, সেই জ্যোতি জাগ্রত করার জন্য। কেউ মারা গেলেও প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেই প্রদীপ খুব সাবধানে রাখা হয়। মানুষ মনে করে, প্রদীপ যদি কোনোভাবে নিভে যায় তাহলে আত্মাকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাই মানুষ প্রদীপ জ্বালায়। এখন সত্যযুগে তো এই কথা থাকে না। ওখানে তো সবাই আলোতে থাকবে। ওখানে তো খিদে থাকেই না, খুব ভালো খাবার ওখানে পাওয়া যায়। এখানে হলো ঘোর অন্ধকার। এ তো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া, তাই না। সমস্ত আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে। সবথেকে বেশী জ্যোতি তোমাদের নিভে গেছে। তোমাদের জন্যই বিশেষ করে বাবা আসেন। তোমাদের জ্যোতি তো নিভে গেছে, এখন কারেন্ট কোথা থেকে পাবে? বাচ্চারা জানে যে, কারেন্ট তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। কারেন্ট যদি জোর হয় তাহলে বাত্মের আলো বেড়ে যায়। তাই এখন তোমরা বড় মেশিন থেকে কারেন্ট নিষ্কাশে। দেখা, বোম্বের মতো শহরে কতো মানুষ থাকে, সেখানে কতো বেশী কারেন্ট চাই। তাহলে অবশ্যই অনেক বড় মেশিন হবে। আর এ হলো অসীম জগতের কথা। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মাদের জ্যোতি নিভে আছে। তাদের কারেন্ট দিতে হবে। মূল বিষয় বাবাই বোঝান, বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে লাগাও। তোমরা দেহী -অভিমাত্রী হও। বাবা কতো উচ্চ, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করা সুপ্রীম পিতা এখন এসেছেন সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে। তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রেরই জ্যোতি জাগ্রত করেন। বাবা কে, তিনি কিভাবে জ্যোতি জাগ্রত করেন? এ তো কেউই জানে না। তাঁকে জ্যোতি স্বরূপও বলা হয়, মানুষ আবার তাঁকে সর্বব্যাপীও বলে দেয়। সেই জ্যোতি স্বরূপকে মানুষ ডাকে কেননা সকলের জ্যোতি নিভে গেছে। অথও জ্যোতির সাক্ষাৎকারও হয়। এমন দেখায় যে, অর্জুন বলেছিলো, আমি এই তেজ সহ্য করতে পারছি না। এ অনেক কারেন্ট। তাই এই বিষয়কে তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো। সকলকে এই কথাই বোঝাতে হবে যে, তুমি আত্মা। আত্মা উপর থেকে এখানে আসে। প্রথমে আত্মা পবিত্র থাকে, তার মধ্যে কারেন্ট থাকে। তখন সে সত্যপ্রধান থাকে। স্বর্ণ যুগে আত্মা পবিত্র থাকে তারপর তাকে অপবিত্রও হতে হয়। আত্মা যখন অপবিত্র হয় তখনই সে গড ফাদারকে ডাকে যে, এসে আমাদের উদ্ধার করো অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্ত করো। উদ্ধার করা আর পবিত্র করা, এর অর্থ আলাদা আলাদা। নিশ্চই কারোর দ্বারা পতিত হয়েছে, তাই তো বলে, বাবা এসো, এসে আমাদের উদ্ধারও করো, পবিত্রও বানাও। এখান থেকে আমাদের শান্তিধামে নিয়ে চলো। শান্তির বর দাও। বাবা এখন বুঝিয়েছেন -- এখানে তো শান্তিতে থাকতে পারবে না। শান্তি তো শান্তিধামেই আছে। সত্য যুগে এক ধর্ম, এক রাজ্য থাকে, তাই সেখানে শান্তি থাকে। সেখানে কোনো অশান্তি থাকে না। এখানে মানুষ অশান্তিতে বিরক্ত হতে থাকে। একই ঘরে কতো ঝগড়া হয়। মনে করো স্বামী -স্ত্রীর ঝগড়া হলে মা, বাবা, বাচ্চারা, তাই, বোন সবাই বিরক্ত হয়ে যায়। যারা অশান্তি করে, সেইসব মানুষ যেখানেই যাবে সেখানে অশান্তিই ছড়াবে, কেননা তারা তো আসুরী স্বভাবের, তাই না। তোমরা এখন জানো যে, সত্যযুগ হলো সুখধাম। সেখানে সুখ আর শান্তি দুইই থাকে। আর ওখানে অর্থাৎ পরমধামে তো কেবল শান্তি, তাকে বলা হয় সুইট সাইলেন্স হোম। মুক্তিধামের মানুষদের কেবল এই কথাই বোঝাতে হয় যে, তোমরা মুক্তি চাইলে বাবাকে স্মরণ করো।

মুক্তির পরে জীবনমুক্তি তো অবশ্যই আছে। প্রথমে জীবনমুক্ত হয় তারপর জীবনবন্ধে আসে। অর্ধেক -অর্ধেক, তাই তো। সত্যপ্রধান থেকে অবশ্যই সত্য, রজঃ এবং তমঃতে আসতে হবে। পরের দিকে যারা এক -অর্ধেক জন্মের জন্য আসবে, তারা সুখ -দুঃখের কি অনুভব করবে। তোমরা তো সব অনুভবই করো। তোমরা জানো যে, এতো জন্ম আমরা সুখে

থাকি, আর এতো জন্ম দুঃখে থাকি । আরো বিভিন্ন ধর্ম নতুন দুনিয়াতে আসতে পারে না । তাদের অভিনয়ই পরের দিকে, যদিও নতুন খণ্ড এবং তা ওদের জন্য যেন নতুন দুনিয়া । যেমন বৌদ্ধ খণ্ড, খৃস্টান খণ্ড, এ সব নতুন, তাই না । তাদেরও সত্যো, রজঃ এবং তমঃ স্থিতিকে পাস করতে হয় । ঝাড়েও তো এমন হয়, তাই না । ধীরে - ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে । প্রথমে যারা বের হয়, তারা নীচেই থাকে । এমন তো দেখা যায়, নতুন -নতুন পাতা কিভাবে বের হতে থাকে । ছোটো ছোটো সবুজ পাতা বের হতে থাকে তারপর ফুল বের হয়, নতুন ঝাড় খুবই ছোটো হয় । নতুন বীজ বপন করা হয়, তার সঠিক যত্ন না হলে তা মরে যায় । তোমরাও নিজেদের সুরক্ষা না করলে শেষ হয়ে যাও । বাবা এসে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন, এরপর এরমধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসার হিসাবে তৈরী হয় । রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, তাই না । অনেকেই এখানে ফেল করে যায় ।

বাচ্চাদের যেমন অবস্থা, তেমনই ভালোবাসা পায় বাবার কাছ থেকে । কোনো কোনো বাচ্চাকে বাইরে থেকেও ভালোবাসতে হয় । কেউ আবার লেখে, বাবা আমি ফেল করে গেছি । পতিত হয়ে গেছি । এখন এর কাছে কে যাবে । ওরা বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে না । পবিত্রকেই বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে পারেন । প্রথমে এক একজনের কাছ থেকে সম্পূর্ণ খবর জিজ্ঞেস করে পোতামেল নেন । অবস্থা যেমন, ভালোবাসাও তেমনই । বাইরে যতই ভালোবাসবেন, অন্তরে জানেন, এ সম্পূর্ণ বুদ্ধি, সেবা করতেই পারে না । খেয়াল বা চিন্তা তো থাকেই, তাই না । অজ্ঞান কালে বাচ্চারা যখন ভালো উপার্জন করে, তখন বাবারা তাদের খুবই ভালোবাসে । আবার কেউ যদি বেশী উপার্জন না করে, তখন বাবারও তেমন ভালোবাসা থাকে না । তাই এখানেও এমনই । বাচ্চারা তো বাইরেও সেবা করে, তাই না । যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাকে বোঝানো উচিত । বাবাকে তো উদ্ধারকর্তা বলা হয় । উদ্ধারকর্তা আর গাইড কে, তাঁর পরিচয় দিতে হবে । সুপ্রীম গড ফাদার আসেন, সবাইকে উদ্ধার করেন । বাবা বলেন, তোমরা কতো পতিত হয়ে গেছো । তোমাদের পবিত্রতাই নেই । তোমরা এখন আমাকে স্মরণ করো । বাবা তো চির পবিত্র । বাকি সবাই অবশ্যই পবিত্র থেকে অপবিত্র হয় । তারা পুনর্জন্ম নিতে নিতে নেমে আসে । এই সময় সকলেই পতিত, তাই বাবা রায় দেন --বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । মৃত্যু তো এখন সামনে উপস্থিত । পুরানো দুনিয়ার এখন অন্তিম সময় । মায়ার পাম্প (জোর) এতোই, তাই মানুষ মনে করে এই তো স্বর্গ । এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কতকিছু আছে, এ সবই হলো মায়ার পাম্প । এ সবই এখন শেষ হতে হবে । তারপর স্বর্গের স্থাপন হয়ে যাবে । এই বিদ্যুৎ ইত্যাদি তো স্বর্গেও থাকে । তাহলে এইসব স্বর্গে কিভাবে আসবে । তাহলে যে জানে, তেমন কাউকে চাই । তোমাদের কাছে খুব ভালো কারিগররা আসবে । তারা তো আর রাজা হবে না কিন্তু তারা তোমাদের প্রজাতে আসবে । ইঞ্জিনিয়ারিং জানে এমন সব কারিগররা আসবে । এই আধুনিকতা সব বিলেত থেকেই আসে -যায় । তাই ওদেরও তোমাদের শিববাবার পরিচয় দিতে হবে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের এই যোগে থাকার পুরুষার্থ অনেক বেশী করে করতে হবে, এতে অবশ্য মায়ার ঝড় অনেকই আসে । বাবা কেবল বলেন, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । এ তো ভালো কথা, তাই না । ক্রাইস্টও তাঁরই রচনা, রচয়িতা সুপ্রীম আত্মা তো একজনই । বাকি সবই হলো রচনা । অবিনাশী উত্তরাধিকার একমাত্র রচয়িতার থেকেই পাওয়া যায় । এমন ভালো ভালো পয়েন্টস যা আছে, সব নোট করা উচিত ।

বাবার মুখ্য কর্তব্য হলো সবাইকে উদ্ধার করা । তিনি সুখধাম এবং শান্তিধামের দরজা খুলে দেন । তাঁকে বলা হয় - হে উদ্ধারকর্তা, তুমি আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে চলো । এখানে যখন সুখধাম থাকে তখন বাকি আত্মারা শান্তিধামে থাকে । স্বর্গের দ্বার বাবাই খোলেন । এক দ্বার নতুন দুনিয়ার খোলে, আর এক দ্বার খোলে শান্তিধামের । এখন যে আত্মারা অপবিত্র হয়ে গেছে, বাবা তাঁদের শ্রীমত দেন, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ দূর হবে । এখন যারা যারা পুরুষার্থ করবে, তারা তারা তাদের ধর্মে উঁচু পদ পাবে । পুরুষার্থ না করলে তো কম পদ পাবে । তোমরা ভালো ভালো পয়েন্টস নোট করো তাহলে সময়মতো কাজে আসতে পারে । বলা, শিববাবার কর্তব্য আমরা বলবো, তখন দেখো মানুষ বলবে, এরা কে, যে গড ফাদারের কর্তব্য বলে দেয় । বলা, তোমরা আত্মার রূপে তো সকলেই ভাই - ভাই । এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত হয়, তখন ভাই-বোন হয় । গড ফাদার, যাঁকে উদ্ধারকারী, গাইড বলা হয়, তাঁর কর্তব্য আমরা আপনাদের বলছি । আমাদের অবশ্যই গড ফাদার বলেছেন, তাই আমরা আপনাদের বলছি । সন্তানরা বাবাকে দর্শায় । এও তোমাদের বোঝানো উচিত । আত্মা সম্পূর্ণ একটি ছোটো তারা, এই চোখের দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় না । দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার হতে পারে । আত্মা তো বিন্দু, তাকে দেখলে কি আর লাভ হবে ? বাবাও এমনই বিন্দু, তাঁকে সুপ্রীম সোল বলা হয় । সোল একই রকম কিন্তু তিনি হলেন সুপ্রীম, নলেজফুল, রিসফুল, তিনি উদ্ধারকর্তা এবং গাইড । তাঁর অনেক মহিমা করতে হবে । বাবা অবশ্যই আসবেন, তবেই তো তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন । তিনি এসেই আমাদের এই জ্ঞান দেন । বাবাই আমাদের বলেন, আত্মা এতো

ছোটো, আমিও এমনই ছোটো । এই জ্ঞানও তিনি নিশ্চই কোনো শরীরে প্রবেশ করেই দেবেন । আমি আত্মার পাশে এসে বসবো । আমার মধ্যে শক্তি আছে, দেহ পেয়ে গেলাম তাই ধনীও হয়ে গেলাম । এই দেহের দ্বারা আমি বসে বোঝাই, একে এডামও বলা হয় । এডাম হলো প্রথম মানুষ । মানুষের তো ঝাড় হয়, তাই না । এরা মাতা -পিতাও হয়, এদের দ্বারা আবার রচনা হয়, ইনি পুরানো হলেও ঐকে দত্তক নেওয়া হয়েছে, না হলে ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন । ব্রহ্মার বাবার নাম কেউ তো বলো । ব্রহ্মা -বিশ্ব - শঙ্কর এরা কারোর রচনা তো হবে, তাই না । রচয়িতা তো একজনই, বাবা তো এনাকে দত্তক নিয়েছেন, এ যদি কোনো ছোটো বাচ্চা বসে শোনায়, তাহলে বলবে, এর অনেক জ্ঞান । যেই বাচ্চাদের খুব ভালো ধারণা হয়, তাদের অনেক খুশী থাকে, তারা কখনো ক্লান্ত হয়ে হাই তোলে না । কেউ যদি না বোঝে তখন হাই তুলতে থাকে । এখানে তো তোমাদের কখনো হাই তোলা উচিত নয় । উপার্জনের সময় কখনোই হাই আসে না । গ্রাহক না থাকলে, কাজ কারবার যদি না চলে, তখনই হাই আসতে থাকবে । এখানেও অনেকের ধারণা হয় না । কেউ তো একদমই বুঝতে পারে না কারণ দেহ -অভিমান থাকে । দেহী -অভিমानी হয়ে বসতে পারে না । কোনো না কোনো বাইরের কথা স্মরণে এসে যাবে । পয়েন্টস ইত্যাদিও নোট করতে পারবে না । তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যারা, তারা চট করে নোট করে নেবে -এই পয়েন্ট খুব ভালো । ছাত্রদের চালচলনও তো টিচাররা দেখতে পায়, তাই না । সচেতন টিচারদের নজর চারিদিকে ঘুরতে থাকে, তাই তো তারা পড়ার জন্য সার্টিফিকেট দিতে পারে । স্বভাবের জন্যও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় । কতদিন অনুপস্থিত ছিলো, তাও দেখা হয় । এখানে তো যদিও বা উপস্থিত হয়, তবুও কিছুই বুঝতে পারে না, তাই ধারণাও হয় না । কেউ বলে, আমার মোটা বুদ্ধি, ধারণা হয় না, বাবা আর কি করবেন ! এ হলো তোমাদের কর্মের হিসেব - নিকেশ । বাবা তো সকলের জন্য একইরকম প্রচেষ্টা করান । তোমাদের ভাগ্যে না থাকলে আর কি করবেন । স্কুলেও কেউ পাস, কেউ আবার ফেল করে । এ হলো অসীম জগতের পড়া, যা অসীম জগতের পিতা পড়ান । অন্য ধর্মের লোকেরা গীতার কথা বুঝতে পারবে না । তাদের দেশ - ধর্ম দেখে বোঝাতে হয় । প্রথম -প্রথম উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার পরিচয় দিতে হয় । তিনি হলেন উদ্ধারকর্তা, গাইড । স্বর্গে এমনসব বিকার থাকে না । এই সময় একে বলা হয় শয়তানী রাজ্য । এ তো পুরানো দুনিয়া, একে স্বর্ণযুগ বলা হবে না । দুনিয়া একসময় নতুন ছিলো, এখন তা পুরানো হয়ে গেছে । বাচ্চাদের মধ্যে, যাদের সেবার শখ আছে, তাদের এইসব পয়েন্টস নোট করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই ঈশ্বরীয় পড়াতে অনেক উপার্জন, তাই খুশীর সঙ্গে এই উপার্জন করতে হবে । পড়ার সময় কোনো হাই যেন না ওঠে, বুদ্ধিযোগ যেন এদিক -ওদিক বিভ্রান্ত না হয় । পয়েন্টস নোট করে ধারণা করতে থাকো ।

২) পবিত্র হয়ে বাবার হৃদয়ের ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী হতে হবে । এই সেবাতে হুঁশিয়ার হতে হবে, ভালো উপার্জন করতে হবে এবং করাতে হবে ।

বরদান:- স্ব কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারী হয়ে মায়াজিৎ, বিজয়ী ভব*

এখনো পর্যন্ত স্ব কল্যাণে অনেক সময় চলে যাচ্ছে । এখন পর -উপকারী হও । মায়াজিৎ, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব সম্পদের বিধাতা হও, অর্থাৎ সমস্ত সম্পদকে কাজে লাগাও । খুশীর সম্পদ, শান্তির সম্পদ, শক্তির সম্পদ, জ্ঞানের সম্পদ, গুণের সম্পদ, সহযোগ দানের সম্পদ ভাগ করে দাও আর বৃদ্ধি করো । যখন এই বিধাতা ভাবের স্থিতির অনুভব করবে, অর্থাৎ পর -উপকারী হতে পারবে, তখনই অনেক জন্ম বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হতে পারবে ।

স্লোগান:- বিশ্ব কল্যাণকারী হতে হলে নিজের সর্ব দুর্বলতাকে সদাকালের জন্য বিদায় করো ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এটা হল তোমাদের মোস্ট ভ্যালুয়েবল সময়, এই সময় তোমরা বাবার পূর্ণ সহযোগী হও, সহযোগী বাচ্চারা-ই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে"

প্রশ্ন:- সার্ভিসেবল বাচ্চারা কোন্ অজুহাত-টি দেখাতে পারে না?

উত্তর:- সার্ভিসেবল বাচ্চারা এই অজুহাত দেখাবে না যে, বাবা এখানে গরম বা এখানে ঠান্ডা আবহাওয়া তাই আমরা সার্ভিস করতে পারব না। একটু গরম পড়লে বা একটু ঠান্ডা পড়লেই দুর্বল হবে না। এমন নয়, আমরা তো সহ্য করতে পারি না। এই দুঃখধামে দুঃখ-সুখ, ঠান্ডা-গরম, নিন্দা-স্তুতি সবই সহ্য করতে হবে। অজুহাত দেখাবে না।

*গীত:- ধৈর্য ধরো হে মানব ...।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা-ই জানে যে সুখ ও দুঃখ কাকে বলা হয়। এই জীবনে সুখ কখন প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখ কখন প্রাপ্ত হয় তাও শুধু তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো নস্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এইটি হল দুঃখের দুনিয়া। এইসময় একটু সময়ের জন্য দুঃখ-সুখ, স্তুতি-নিন্দা সবকিছু সহ্য করতে হয়। এইসব কিছু পেরিয়ে যেতে হবে। কারো একটু গরম লাগলে বলে একটু ঠান্ডায় থাকি। এখন বাচ্চাদের তো গরমে অথবা ঠান্ডায় সার্ভিস তো করতে হবে তাইনা। এই সময় একটু আধটু এই দুঃখ হবে কোনো নতুন কথা নয়। এটা হল দুঃখ ধাম। এখন বাচ্চারা তোমাদের সুখধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এই হল তোমাদের মোস্ট ভ্যালুয়েবল সময়। এই সময় অজুহাত চলবে না। বাবা সার্ভিসেবল বাচ্চাদের জন্য বলেন, যারা সার্ভিস করতে জানে না, তারা তো কোনো কাজের নয়। এখানে বাবা এসেছেন শুধুমাত্র ভারতকে নয় সম্পূর্ণ বিশ্বকে সুখধাম বানাতে। সুতরাং ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই বাবার সহযোগী হতে হবে। বাবা এসেছেন অতএব তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত। যে ভারত স্বর্গ ছিল সেই ভারত এখন নরক হয়েছে, তাকেই আবার স্বর্গ বানাতে হবে। এই কথাও এখন জানতে পেরেছো। সত্যযুগে এই পবিত্র রাজাদের রাজত্ব ছিল, খুব সুখে ছিলেন তারপর অপবিত্র রাজাও হয়েছে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে তাই তারাও শক্তি পেয়েছে। এখন হল প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। কিন্তু তারা ভারতের সেবা করে না। ভারতের অথবা দুনিয়ার সেবা তো একমাত্র অসীম জগতের পিতা-ই করেন। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন আমার সঙ্গে সহযোগী হও। কত স্নেহ দিয়ে বোঝান, দেহী-অভিমানী বাচ্চারা বোঝে। দেহ-অভিমানী বাচ্চারা মায়ার জালে আটকে থাকে তারা কি বা সাহায্য করবে। এখন বাবা ডাইরেকশন দিয়েছেন যে সবাইকে মায়ার শৃঙ্খল থেকে, গুরুদের বন্ধন থেকে মুক্ত করো। এই হল তোমাদের পেশা। বাবা বলেন যারা আমার সহযোগী হবে, উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। বাবা নিজে সামনে এসে বলেন - আমি কে, আমি কেমন, সাধারণ হওয়ার দরুন কেউ আমাকে সম্পূর্ণ রূপে জানে না। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন - এই কথাও জানে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, সে কথাও কারো জানা নেই। এখন তোমরা বুঝেছো যে কীভাবে তাঁরা রাজ্য প্রাপ্ত করেছিলেন তারপরে কীভাবে হারিয়েছেন। মানুষের বুদ্ধি তো একেবারেই তুচ্ছ। এখন বাবা এসেছেন সকলের বুদ্ধির তালা খুলতে, পাথরবুদ্ধি থেকে স্পর্শ বুদ্ধিতে পরিণত করতে। বাবা বলেন এখন সহযোগী হও। লোকেরা ঈশ্বরীয় সেবাধারী বলে কিন্তু সহযোগী তো হয় না। ঈশ্বর এসে যাদের পবিত্র করেন তাদেরই বলা হয় এখন অন্যদের নিজের মতন বানাও। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা। বাবা এসেছেন পবিত্র স্বর্গবাসী করতে।

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো এই হল মৃত্যুলোক। বসে বসে হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহলে আমরা প্রথম থেকে যদি একটু পরিশ্রম করে বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করি। মানুষের যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন ভাবে এখন ভক্তি করা শুরু করি। যতক্ষণ বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় না ততক্ষণ অর্থ উপার্জন করে। এখন তোমাদের সকলের হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। তাহলে এই সময় বাবার সহযোগী হওয়া উচিত। নিজের মনকে জিঞ্জাসা করা উচিত আমরা বাবার সহযোগী হই। সার্ভিসেবল বাচ্চারা তো বিখ্যাত হয়। ভালোভাবে পরিশ্রম করে। যোগযুক্ত থাকলে সার্ভিস করতে পারবে। স্মরণের শক্তি দ্বারা-ই দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করার নিমিত্ত হয়েছে তোমরা। তোমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়াও অবশ্যই চাই, তাই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। এখন সবাইকে এই কথা বলো যে দেহ-অভিমান ত্যাগ করো। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো। তিনি-ই হলেন পতিত-পাবন। সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি সবাই আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে পরমাত্মা হলেন এক, তিনিই সবাইকে সুখ প্রদান করেন। ঈশ্বর অথবা পরমাত্মা বলে

কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। কেউ গণেশ কে, কেউ হনুমান কে, কেউ নিজের গুরুকে স্মরণ করতে থাকে। এখন তোমরা জানো সেসব হল ভক্তি মার্গের। ভক্তি মার্গও অর্ধকল্প চলবে। বড় বড় ঋষি মুনি সবাই নেতি-নেতি করেছে। রচয়িতা ও রচনাকে আমরা জানি না। বাবা বলেন, তারা তো ত্রিকালদর্শী নয়। বীজ রূপ, জ্ঞানের সাগর তো হলেন একজনই। তিনি আসেনও ভারতেই। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় এবং গীতা জয়ন্তীও। তাই কৃষ্ণকে স্মরণ করে। শিবকে তো জানে না। শিববাবা বলেন, পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর তো আমি। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তো বলা হবে না। গীতার ভগবান কে ? এই চিত্র টি হল খুব ভালো। বাবা এই চিত্র ইত্যাদি সব বানিয়েছেন, বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য। শিববাবার সম্পূর্ণ মহিমা তো লিখতে হবে। সমস্ত কিছু এর উপরে নির্ভর করেছে। উপর থেকে অর্থাৎ পরম ধাম থেকে যে আত্মারা আসে তারা পবিত্র হয়। পবিত্র না হয়ে কেউ ফিরতে পারেনা। মুখ্য কথা হল পবিত্র হওয়া। ওই হল পবিত্র ধাম, যেখানে সব আত্মারা বাস করে। এখানে তোমরা পার্ট প্লে করতে করতে পতিত হয়েছো। যে সবচেয়ে বেশি পবিত্র সেই পরে পতিত হয়েছো। দেবী-দেবতা ধর্মের নাম চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। দেবতা ধর্মের নামে বদল হয়ে হিন্দু ধর্ম নাম রেখে দিয়েছে। তোমরাই স্বর্গের রাজত্ব নাও পরে আবার সেই রাজত্ব হারাও। হার জিতের এই হল খেলা। মায়ার কাছে হারলেই হার, মায়াকে জিতে নিলেই জিত। মানুষ তো রাবণের বিশাল চিত্র বানায় খরচা করে তারপর একদিনেই নষ্ট করে দেয়। সে আমাদের শত্রু কিনা। কিন্তু এইসব হল পুতুল খেলা। শিববাবার চিত্র বানিয়ে পূজো করে ভেঙে দেয়। দেবীদের চিত্র ইত্যাদিও এমন করেই বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়। কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা বাচ্চারা অসীম জগতের হিস্টি জিওগ্রাফি জানো এই দুনিয়ার চক্র কীভাবে পরিক্রমণ করে। সত্যযুগ - ত্রেতা যুগের কথা কারো জানা নেই। দেবতাদের চিত্র এমন বানিয়েছে সেই গুলিরও অসম্মান করেছে।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য বাবা তোমাদের যে সাবধান বাণী দিয়েছেন সেই গুলি পালন করো, স্মরণে থেকে খাবার তৈরি করো, যোগে থেকে সেই খাবার গ্রহণ করো। বাবা নিজে বলেন আমাদের স্মরণ করো তো তোমরা পুনরায় বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। বাবা আবার এসে গেছেন। এখন বিশ্বের মালিক সম্পূর্ণ রূপে হতে হবে। শুধু ফাদার তো হতে পারেন না। সল্যাসীরা বলে আমরা সবাই ফাদার। আত্মা হল পরমাত্মা, এই কথা তো ভুল। এখানে মাদার ফাদার দুই জনই পুরুষার্থ করেন। ফলো মাদার ফাদার, এই কথাটি এখানকার। এখন তোমরা জানো যারা বিশ্বের মালিক ছিলেন, পবিত্র ছিলেন, এখন তারা অপবিত্র হয়েছেন। আবার এখন পবিত্র হচ্ছেন। আমরাও তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলে এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করি। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা ডাইরেকশন দেন সেই মতন চলতে হবে, ফলো যদি না করো তো শুধুমাত্র বাবা-বাবা বলে মুখ মিষ্টি করো। ফলো যে করবে তাদেরকে সুপুত্র বলা হবে তাইনা। তোমরা জানো মাশ্বা-বাবাকে ফলো করে আমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করব। এই কথা বুঝতে হবে। বাবা শুধু বলেন আমাদের স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। অন্যদের এই কথাই বোঝাও যে কীভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে অপবিত্র হয়েছো। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হতে থাকবে। যারা বেশি স্মরণ করবে তারাই সর্ব প্রথমে নতুন দুনিয়ায় আসবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন তৈরি করতে হবে। প্রদর্শনীতে বাবা-মাশ্বা বোঝাতে যেতে পারবেন না। বাইরে থেকে কেউ বিখ্যাত ব্যক্তি এলে অসংখ্য মানুষ তাকে দেখতে যায় যে কে এসেছে। ইনি তো হলেন গুপ্ত। বাবা বলেন আমি এই ব্রহ্মা দেহের দ্বারা কথা বলি, আমি-ই এই বাচ্চাটির (ব্রহ্মার) প্রতি রেস্পন্সিবল। তোমরা সর্বদা বুঝবে শিববাবা বলেন, তিনিই পড়ান। তোমাদের শিববাবাকে দেখতে হবে, ব্রহ্মা বাবাকে নয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করো। আমরা আত্মা। আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। এই নলেজ বুদ্ধিতে আবর্তিত হওয়া উচিত। শুধু দুনিয়ার কথা বুদ্ধিতে থাকে তার মানে কিছুই জ্ঞান নেই। একেবারে অধম। কিন্তু এমন আত্মাদের কল্যাণও করতে হবে। স্বর্গে তো যাবে কিন্তু উঁচু পদ পাবে না। সাজা ভোগ করে যাবে। উঁচু পদ পাবে কীভাবে, সে কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। এক নিজে স্বদর্শন চক্রধারী হও এবং অন্যদের বানাও। নিজে পাকা যোগী হও এবং অন্যদের বানাও। বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো। তোমরা যদিও বলো বাবা আমরা ভুলে যাই। লজ্জা লাগে কি বলতে ! অনেকে সত্যি কথা বলে না, ভুলেও যায় অনেক। বাবা বুঝিয়েছেন যখন কেউ আসবে তাকে বাবার পরিচয় দাও। এখন ৮৪-র চক্র পুরো হচ্ছে, ফিরতে হবে। রাম গেল রাবণ গেলো.... এর অর্থও খুব সহজ। নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগ হবে, যখন রাম ও রাবণের পরিবার আছে। এই কথাও জানো সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে, সংখ্যায় কম রয়ে যাবে। তোমরা রাজত্ব পাও কীভাবে, সেসব ভবিষ্যতে সবই জানবে। আগেই সব তো বলবনা তাইনা। তাহলে তো খেলাটাই হবে না। তোমাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। এই ৮৪-র চক্রে দুনিয়ায় কেউ জানে না।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা ফিরে যাব। রাবণ রাজ্য থেকে ছুটি পাই। তারপরে নিজের রাজধানীতে আসব। আর কয়েকটা দিন বাকি আছে। এই চক্র ক্রমাগত ঘুরতে থাকে তাইনা। অনেক বার চক্র ঘুরেছে, এখন বাবা

বলেন যে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ আছো সেসব ভুলে যাও। গৃহস্থে থেকে ভুলে যাও। এখন নাটক পুরো হচ্ছে, নিজের ঘর পরমধাম ফিরতে হবে, এই মহাভারত যুদ্ধের পরেই স্বর্গের দ্বার খুলে যায় তাই বাবা বলছেন এই নামটি খুব ভালো, গেট ওয়ে টু হেভেন। কেউ বলে যুদ্ধ তো হতেই থাকে। তাদের বোলা, মিসাইল দিয়ে যুদ্ধ কবে হয়েছে, এই হল মিসাইলের শেষ যুদ্ধ। ৫ হাজার বছর পূর্বেও যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন যশ্চও রচনা করা হয়েছিল। এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। নতুন রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে।

তোমরা এই পড়াশোনা করছো রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য। তোমাদের পেশা হল রুহানী বা আত্মিক। দেহের বিদ্যা তো কাজে আসবে না, শাস্ত্র ইত্যাদিও কাজে লাগবে না তাহলে এই পেশাতেই ব্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা তো বিশ্বের মালিক বানান। বিচার করা উচিত - কোন পড়াশোনা করা উচিত। তারা তো অল্প ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করে। তোমরা তো পড়ছো রাজস্বের জন্য। রাত-দিনের তফাৎ রয়েছে। ওই পড়াশোনা করলে চানা অর্থাৎ বিনাশী অর্থ প্রাপ্ত হবেও কিনা, তা ঠিক জানা নেই। কারো দেহ-ছাড়া হলে চানাও হারিয়ে যাবে। এই আত্মিক উপার্জন তো সঙ্গে নিয়ে যাবে। মৃত্যু তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে আমরা নিজের উপার্জন সম্পূর্ণ করি। এই উপার্জন করতে করতে দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের পড়াশোনা পুরো হবে তখনই বিনাশ হবে। তোমরা জানো মানুষ মাত্রের মূঠায় রয়েছে চানা। সেসব ধরে বসে আছে বানরের মতন। তোমরা এখন রল্ল নিচ্ছে। এই চানা বা বিনাশী অর্থের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করো। যখন ভালোভাবে বুঝতে পারে তখন মূঠায় ভরা চানা ত্যাগ করে। এইসব তো ছাই হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আধ্যাত্মিক পড়াশুনা করতে হবে ও পড়াতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রল্ল দিয়ে নিজের মূঠা ভরতে হবে। বিনাশী টাকা পয়সা রূপী চানা জমা করতে সময় নষ্ট করবে না।

২) এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, তাই নিজেকে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। স্ব দর্শন চক্রধারী হতে হবে, অন্যদের করতে হবে।

বরদান:- দেহের সীমিত ইচ্ছার ত্যাগ করে প্রকৃত সত্য তপস্বী মূর্তি ভব*

ব্যাখা: দেহের সীমিত ইচ্ছার ত্যাগ করে প্রকৃত সত্য তপস্বী মূর্তি হও। তপস্বী মূর্তি অর্থাৎ দেহের সীমিত ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা স্বরূপ। যারা নেওয়ার সঙ্কল্প করে তারা অল্পকালের জন্য নেয় কিন্তু সদাকালের জন্য হারায়। তপস্বী হতে বিশেষ বিদ্বৎ রূপে এই অল্পকালের ইচ্ছা গুলি আসে তাই এখন তপস্বী মূর্তি হওয়ার প্রমাণ দাও অর্থাৎ দেহের সীমিত মান সম্মানের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বিধাতা হও। যখন বিধাতা স্বরূপের সংস্কার ইমার্জ হবে, তখন অন্য সব সংস্কার স্বতঃতই চাপা পড়ে যাবে।

শ্লোগান:- কর্মের ফল প্রাপ্তির সূক্ষ্ম কামনা রাখাও হল ফল পাকার আগেই খেয়ে নেওয়া ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা — এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে, কলিযুগের পর আবার সত্যযুগের পুনরাবৃত্তি হবে, এই রহস্য সবাইকে বুঝিয়ে বলো"

প্রশ্নঃ - আত্মা নিজ ভূমিকা পালন করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণ কি ?

উত্তরঃ - — আত্মা অনেক ভক্তি করেছে, টাকা পয়সা খরচ করে অনেক মন্দির তৈরি করেছে, ধাক্কা খেতে খেতে সতোপ্রধান আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য দুঃখী হয়ে গেছে। যখন কোনো ব্যাপারে বিরক্তি আসে তখনই ক্লান্তি আসে। এখন বাবা এসেছেন সব ক্লান্তি দূর করতে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, ওঁনার নাম কি ? শিব । এখানে যে বাচ্চারা বসে আছে তাদের যথার্থ রীতিতে স্মরণ স্মরণ থাকা উচিত। এই ড্রামায় সবার যে ভূমিকা আছে, সেইসব সম্পূর্ণ হতে চলেছে। নাটক যখন শেষ হয়ে আসে সমস্ত কলাকুশলীরা বুঝতে পারে আমাদের অভিনয় এখন শেষ হয়েছে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চারা বাবাও তোমাদের বুঝিয়েছেন, এসব আর কেউ বুঝবে না, কারো জ্ঞান নেই। বাবা তোমাদের বিচক্ষণ করে তুলেছেন । বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আবার নতুন চক্র শুরু হবে। নতুন দুনিয়াতে সত্য যুগ ছিল, এখন পুরানো দুনিয়াতে কলিযুগের অন্তিম সময়। এসব কথা তোমরাই জান যারা বাবাকে পেয়েছ। নতুন যারা আসে তাদেরও এটা বোঝাতে হবে — এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, কলিযুগ শেষ হলে আবারও সত্যযুগের পুনরাবৃত্তি হবে। যারা আছে প্রত্যেককেই নিজ ঘরে ফিরতে হবে। নাটক শেষ হতে চলেছে, এতে মানুষ মনে করে যে প্রলয় হবে। তোমরা জান পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কিভাবে হয় । ভারত হলো অবিনাশী বাবাও এখানেই আসেন, বাকি সব খন্ড শেষ হয়ে যাবে। এই বিচার ভাবনা কারো বুদ্ধিতেই আসতে পারে না। বাবা বাচ্চারা, তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন, এখন নাটক শেষ হতে চলেছে আবারও পুনরাবৃত্তি হবে। প্রথমে নাটকের বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে ছিল না। বলা মাত্রই বলতে এটা সৃষ্টি নাটক, যাতে আমরা অভিনয় করে চলেছি। প্রথমে যখন আমরা বলতাম শরীরকে ভাবতে। এখন বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । আমাদের সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে। ঐ নিরাকার দুনিয়াতে আমরা আত্মারা বাস করি। এই জ্ঞান কোনও মানুষের মধ্যে নেই। এখন তোমরা সপ্তম যুগে আছ, তোমরা জান এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হওয়া অর্থাৎ ভক্তিও শেষ হয়ে যাওয়া। সর্বপ্রথম কে আসে, কিভাবে ধর্ম নম্বরানুসারে আসে এই বিষয়ে কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। বাবা এসে এই নতুন বিষয়ে জ্ঞাত করান । এই বিষয়ে আর কেউ বোঝাতে সক্ষম নয়। বাবাই এসে বোঝান, জ্ঞানের সাগর বাবা একবারই আসেন যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটায় সময় হয়। বাবাকে স্মরণ করার সাথে-সাথে চক্রও বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমরা ঘরে ফিরে যাব । ভূমিকা পালন করতে-করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি, পয়সাও খরচ করেছি, ভক্তি করতে-করতে আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছি । এই দুনিয়াই পুরানো হয়ে গেছে। নাটককে পুরানো বলা যাবে ? না । নাটক কখনোই পুরানো হয়না । নাটক তো নিত্যনতুন চলতেই থাকে। অবশিষ্ট দুনিয়া পুরানো হয়, আমরা অ্যাকটররা তমোপ্রধান হয়ে দুঃখী হয়ে পড়ি, ক্লান্ত হয়ে পড়ি । সত্যযুগে এমনটা বলা হয় না। সেখানে কোনও ব্যাপারে ক্লান্ত হওয়া বা বিরক্ত হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এখানে তো অনেক রকমের বিরক্তি দেখা যায়। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। কোনও সম্বন্ধ ইত্যাদি স্মরণে আসা উচিত নয়। এক বাবাকেই স্মরণ করা উচিত, যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়, বিকর্ম বিনাশ হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। গীতাতেও মনমনাভব শব্দটি লিখিত আছে , কিন্তু অর্থ কেউ জানেনা। বাবা বলেন — আমাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। তোমরা বিশ্বের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ মালিক ছিলে । এখন তোমরা আবার বিশ্বের উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছ। সুতরাং কত খুশি থাকা উচিত। এখন তোমরা কড়িহীন থেকে হীরেতুল্য হতে যাচ্ছ । এখানে তোমরা এসেইছ বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারী নিতে ।

তোমরা জানো, যখন কলা কম হতে থাকে তখন ফুলের বাগিচা সতেজতা হারিয়ে ফেলে । দুই কলা কম হয়ে গেছে, বাগিচা তার সতেজতা হারিয়েছে । এখন তো কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। তোমরা জান দুনিয়ার আর কেউ জানেনা। এই নলেজ তোমরা পেয়েছ । এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন নলেজ। নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। বাবা স্থাপনা করছেন । সৃষ্টির রচয়িতা বাবা। স্মরণও বাবাকেই করে থাক যে তুমি এসে স্বর্গ রচনা কর । সুখধাম রচনা করলে অবশ্যই দুখধাম বিনাশ হবে তাইনা। বাবা প্রতিদিনই বোঝান , তাকে ধারণ করে তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। সর্বপ্রথম বোঝাতে হবে —

আমাদের পিতা কে , যাঁর কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে। ভক্তি মার্গেও গড ফাদারকে স্মরণ করে বলে থাকে যে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান কর ।

সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্মৃতি থাকা উচিত, স্কুলে স্টুডেন্টসদের বুদ্ধিতে নলেজ থাকে, নাকি ঘরে বাইরের বিষয়ের উপর থাকে, স্টুডেন্ট লাইফে রোজগারের কোনও ব্যাপার নেই, শুধু পড়াশোনাই স্মরণে থাকে। এখানে তো কর্ম করতে-করতে, গৃহস্থ পরিবারে থেকেই বাবা বলেন এটা স্টাডি কর । এমন নয় যে বলবেন সল্যাসীদের মতো ঘর পরিবার ছেড়ে দাও। এ হলো রাজযোগ প্রবৃত্তি মার্গ। সল্যাসীদের বলতে পার তোমাদের হলো হঠযোগ। তোমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাও, এখানে এসব নেই। এই দুনিয়া ভীষণ নোংরা, কিভাবে সব রয়েছে, দেখলেই ঘৃণা হয়। বাইরে থেকে যখন পরিদর্শনে আসে তখন তাদের সুন্দর-সুন্দর স্থান দেখানো হয়, দরিদ্র মানুষেরা কিভাবে দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করে, সেইসব দেখানো হয় না। এ তো নরক কিন্তু তার মধ্যেও পার্থক্য তো আছে তাইনা। বিত্তবানরা কোথায় থাকে, গরিব কোথায় থাকে সবই কর্মের হিসেব । সত্যযুগে এমন নোংরা সম্ভবই নয়। ওখানেও পার্থক্য থাকে কেউ সোনার মহল তৈরি করবে ,কেউ রূপার , কেউ আবার ইটের । এখানে তো কত খন্ড । এক ইউরোপ তার কত খন্ড। সত্য যুগে আমরাই শুধু থাকব, এটাও বুদ্ধিতে থাকলে উত্তম স্থিতি থাকবে । স্টুডেন্টদের ঈশ্বরীয় পড়াশোনাই স্মৃতিতে থাকে — বাবা আর উত্তরাধিকার। সময় যে অল্প সেটা তো বোঝানো হয়েছে। ওরা তো বলে লক্ষ হাজার বছর। এখানে বিষয় ৫হাজার বছরের । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। অবশিষ্ট দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এসবই হলো ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা স্টুডেন্টস, ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। কতটা খুশি হওয়া উচিত। এটা কেন ভুলে যাও ! মায়া বড় প্রবল, ভুল করিয়ে দেয়। স্কুলে সব স্টুডেন্টস পড়ছে । সবাই জানে ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন, লৌকিক দুনিয়াতে অনেক রকমের বিদ্যাভ্যাস করানো হয়, অনেক টিচার্স পড়ান । এখানে তো একজনই টিচার একটাই স্টাডি । সহায়ক টিচার্স তো অবশ্যই প্রয়োজন। স্কুল একটা, বাকি সব শাখা, পড়াচ্ছেন একজনই বাবা। বাবা এসে সবাইকে সুখ প্রদান করেন । তোমরা জান অর্ধকল্প আমরা সুখে থাকব । সুতরাং এতেও খুশি হওয়া উচিত যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। শিববাবা স্বর্গ রচনা করেন, আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পড়াশোনা করি । অন্তর্মনে কত খুশি হওয়া উচিত। ঐ স্টুডেন্টসরা থাওয়া দাওয়ার সাথে ঘরের কাজকর্ম ইত্যাদিও করে থাকে। হ্যাঁ, কেউ হস্টেলে থাকে পড়াশোনার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার জন্য। সার্ভিস করার জন্য বাচ্চারা বাইরে থাকে। তাদের কাছে কত রকমের মানুষ আসে । এখানে তো তোমরা কত নিরাপদে বসে আছ, কেউ ভিতরে আসতে পারে না। তোমাদের এখানে অন্য কারো সঙ্গ নেই । পতিতদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই। তোমাদের কারও মুখ দেখারও দরকার নেই। তবুও যারা বাইরে থাকে তারাও দ্রুত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে বাইরে থেকেও অনেককে পড়াশোনা করিয়ে, নিজের সমতুল্য করে তাদের এখানে নিয়ে আসে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন — কেমন রুগীকে নিয়ে এসেছ, দুর্বল রুগী হলে তাকে ৭ দিন ভিত্তিতে রাখা হয়। এখানে কোনও শূদ্রকে আনা উচিত নয়। এটা মধুবন তোমরা ব্রাহ্মণদের একটা গ্রাম । বাবা এখানে বসে তোমাদের বোঝান, বিশ্বের মালিক করে তোলেন। কোনও শূদ্রকে নিয়ে আসলে ভাইব্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমাদের আচার -আচরণে সত্যতা থাকা উচিত।

আরও অগ্রসর হতে-হতে তোমাদের অনেক কিছু সাক্ষাত্কার হতে থাকবে — সত্যযুগে কি কি হবে, জানোয়ারও কেমন সুন্দর হবে। সমস্ত জিনিস সুন্দর হবে। সত্যযুগের কোনও জিনিস এখানে হতে পারে না। ওখানেও এখানকার কোনও জিনিস হতে পারে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পরীক্ষায় সফল হতে চলেছি। যেমন পড়াশোনা করবে তেমনই টিচার হয়ে অন্যদেরও পথ বলে দেবে । সবাই টিচার্স, সবাইকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিয়ে বলতে হবে যে বাবার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। গীতা বাবাই শুনিয়েছেন। কৃষ্ণও বাবার কাছ থেকে শুনেই এই পদ প্রাপ্ত করেছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন যখন ব্রাহ্মণও প্রয়োজন। ব্রহ্মাও শিববাবার কাছে পড়েছেন । তোমরা এখন পড়াশোনা করছ বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার জন্য। এ হলো তোমাদের অলৌকিক ঘর । লৌকিক, পারলৌকিক তারপর অলৌকিক। নতুন কথা তাইনা। ভক্তি মার্গে কখনও ব্রহ্মাকে স্মরণ করে না । ব্রহ্মা বাবা বলা আসেনা। শিববাবাকে স্মরণ করে বলে দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। তিনি হলেন পারলৌকিক পিতা, ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন অলৌকিক ঐকে তোমরা সূক্ষ্ম বতনে দেখে থাক। তারপর এখানেও দেখে থাক। লৌকিক পিতাকে তো একানেই দেখা যায়।

পারলৌকিক পিতাকে পরলোকে দেখা যায়। ইনি হলেন অলৌকিক ওয়াল্ডারফুল বাবা। এই অলৌকিক বাবাকে বুঝতে গিয়েই মুম্বড়ে পড়ে। শিববাবাকে বলা হয় নিরাকার । তোমরা বলবে উনি বিন্দু। ওরা অখণ্ড জ্যোতি বা ব্রহ্ম বলে থাকে। অনেক মত । তোমাদের হলো একমত। ব্রহ্মা দ্বারা বাবা মত দেওয়া শুরু করেছেন। এখন কত বৃদ্ধি হয়েছে। বাচ্চারা

তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত — আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন। পতিত থেকে পাবন করে তুলছেন। রাবণ রাজ্যে পতিত তমোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। নামই এর পতিত দুনিয়া। সবাই দুঃখী তবেই তো বাবাকে স্মরণ করে বলে বাবা আমাদের দুঃখ দূর করে সুখ প্রদান কর। সব বাচ্চাদের পিতা একজনই। উনি তো সবাইকেই সুখ দেবেন তাইনা। নতুন দুনিয়াতে শুধুই সুখ আর সুখ। বাকিরা সবাই শান্তিধামে থাকে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত এখন আমরা শান্তিধামে যাব। যত কাছে আসতে থাকবে আজকের দুনিয়া কি, আগামীকালের দুনিয়া কেমন হবে সব দেখতে পাবে। স্বর্গের বাদশাহী নিকটেই দেখতে পাবে। সুতরাং বাচ্চাদের প্রধান বিষয়ই বোঝান হয় — বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা স্কুলে বসে আছি। শিববাবা এই রথের (ব্রহ্মা বাবা) সারথী হয়ে আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন। ইনি ভগীরথ। বাবা অবশ্যই একবার আসবেন। ভগীরথের নাম কি, এটাও কারো জানা নেই।

এখানে তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার সামনে বস বুদ্ধিতে থাকে যে বাবা এসেছেন — আমাদের সৃষ্টি চক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাদের ফিরে যেতে হবে। এটা মনে রাখা কত সহজ কিন্তু এটুকুও স্মরণ করতে পার না। এখন চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার নতুন দুনিয়াতে এসে ভূমিকা পালন করতে হবে। তারপর আমাদের পরে অমুক -অমুক আসবে। তোমরা জান এই সম্পূর্ণ চক্র কিভাবে ঘোরে। দুনিয়া কিভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন দুনিয়া সৃষ্টি হয়। বিনাশের জন্য প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে। এতো বোমা তৈরি করে রেখেছে যখন কাজে তো লাগাবেই তাইনা। বোমা দ্বারাই এতো ক্ষতি হবে যে তারপর মানুষের লড়াই করার প্রয়োজন পড়বে না। সেনা বাহিনী থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং বোমা ফেলা অব্যাহত থাকবে। এতো সব মানুষের চাকরি চলে গেলে অনাহারে মরতে হবে। এসবই ঘটতে চলেছে। তারপর সিপাইরা কি করবে। আর্থকোইক হবে, বোমা নিষ্ক্ষেপ হবে, একে অপরকে মারবে, অকারনে রক্তপাত, ভয়ঙ্কর খেলা তো হবেই। সুতরাং এখানে এসে যখন বস তখন এইসব বিষয় মনোযোগী হওয়া উচিত। শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা কর আমার কি স্মরণে আসে? যদি বাবাকে স্মরণ না হয় তবে বুঝতে হবে বুদ্ধি নিশ্চয়ই এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়িয়েছে। বিকর্ম বিনাশ হবে না, পদও কম হয়ে যাবে। আচ্ছা, বাবা স্মরণে যদি স্থিতি না থাকে তবে চক্রকে স্মরণ করো, তাতেও খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শ্রীমতে না চললে, সার্ভিস না করলে বাপদাদার অন্তরে স্থান হবে না। সার্ভিস না করলে অন্যদের কাছ থেকে অনেক বিরক্তি আসবে। কেউ তো অনেককে নিজের সমতুল্য করে বাবার কাছে নিয়ে আসে। বাবা দেখে খুশি হন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সবসময় খুশিতে থাকার জন্য বুদ্ধিতে যেন ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন আর শিক্ষা প্রদানকারী বাবা স্মরণ থাকে। পান - ভোজন ইত্যাদি সর্ব কাজ করতে-করতেও ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে মনোযোগী হতে হবে।

২) বাপদাদার অন্তরে স্থান পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুসারে অনেককে নিজের সমতুল্য করে তোলার সার্ভিস করতে হবে। কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

বরদান:- যে কোনো আত্মাকে প্রাপ্তির অনুভূতি করাতে সমর্থ যথার্থ সেবাধারী ভব*
যথার্থ সেবা ভাব অর্থাৎ সবসময় প্রতিটি আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার ভাব রাখা, সেবা ভাব অর্থাৎ তাদের অনুভূতি অনুসারে ফলের অভিজ্ঞতা লাভ করানো। সেবা অর্থাৎ প্রতিটি আত্মাকে প্রাপ্তি অনুভব করানো। এমন সেবায় তপস্যাও সাথে থাকে। যেখানে যথার্থ সেবা ভাব আছে সেখানে তপস্যার ভাব আলাদা নয়। যে সেবায় ত্যাগ ও তপস্যা নেই সেটা শুধুই নামধারী সেবা। সেইজন্য ত্যাগ তপস্যা আর সেবার কস্মাইন্ড রূপ দ্বারা প্রকৃত যথার্থ সেবাধারী হও।

স্লোগান:- নম্রতা আর ধৈর্যের গুণ ধারণ করলে ক্রোধাগ্নিও শান্ত হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বৈজয়ন্তী মালাতে অর্থাৎ বিজয় মালাতে আসার জন্য নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো, নিজের টাইম ওয়েস্ট করো না, অধ্যয়নের প্রতি সম্পূর্ণ মাত্রায় মনোযোগ দাও"

প্রশ্ন:- বাবা তাঁর নিজের বাচ্চাদের কাছে কোন্ একটি রিকোয়েস্ট করেন?

উত্তর:- মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা রিকোয়েস্ট (অনুরোধ) করছেন- ভালো ভাবে অধ্যয়ন করতে থাকো। বাবার সম্মান রক্ষা করো (দাঁড়ির লাজ রাখো)। এমন কোনো ঘৃণ্য কাজ করো না যাতে বাবার নাম বদনাম হয়। সৎ পিতা, সৎ শিক্ষক, সঙ্গুরুর নিন্দা কখনো হতে দিও না। প্রতিজ্ঞা করো- যতদিন পর্যন্ত অধ্যয়ন চলবে ততদিন অবশ্যই পবিত্র থাকবে।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমি সংগ্রহ জগৎ পেয়ে গেছি ...(তুমিহ পাকে হামনে জঁহা পা লিয়া হ্যায়)

ওম্ শান্তি। এটা কে বলেছে যে, তোমাকে পেয়ে সমস্ত স্বর্গের রাজস্ব পেয়ে থাকি? এখন তোমরা স্টুডেন্ট হও তো বাচ্চাও হও। তোমরা জানো যে অসীম জগতের পিতা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক করে তোলার জন্য এসেছেন। ওনার সামনে আমরা বসে আছি আর আমরা রাজযোগ শিখছি অর্থাৎ বিশ্বের ক্রাউন প্রিন্স-প্রিন্সেস (মুকুটধারী রাজকুমার-রাজকুমারী) হতে তোমরা এখানে অধ্যয়ন করতে এসেছো বা অধ্যয়ন করছো। এই গান তো ভক্তি মার্গে গাওয়া হয়েছে। বাচ্চারা বুদ্ধি দিয়ে জেনেছে যে আমরা বিশ্বের মহারাজা-মহারানী হবো। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আত্মাদের সুপ্রিম টিচার বসে আত্মাদের পড়াচ্ছেন। আত্মা এই শরীর রূপী কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা জানে যে আমরা বাবার থেকে বিশ্ব ক্রাউন প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য পাঠশালাতে বসেছি। কতো নেশা থাকা উচিত। নিজের মন থেকে জিজ্ঞাসা করো- এতোটাই নেশা আমাদের এই স্টুডেন্টদের মধ্যে আছে? এটা কোনো নূতন কথাও না। আমরা কল্প-কল্প বিশ্বের ক্রাউন প্রিন্স আর প্রিন্সেস হওয়ার জন্য বাবার কাছে এসে থাকি। যে বাবা, বাবাও হন, টিচারও হন। বাবা জিজ্ঞাসা করলে তো সকলেই বলে আমি সূর্যবংশী প্রিন্স-প্রিন্সেস বা লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। নিজের মন থেকে প্রশ্ন করা উচিত যে আমি ঐরকম পুরুষার্থ কি করি? অসীম জগতের পিতা- যিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, তিনি আমাদের বাবা-টিচার-গুরুও হন, তাই অবশ্যই উত্তরাধিকারও ঐরকম উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ প্রদান করবেন। দেখা দরকার -আমাদের এতো খুশী কি আছে যে আমরা আজ পড়াশুনা করছি, কাল ক্রাউন প্রিন্স হবো? কারণ এটা যে হলো সঙ্গম। এখন এই পারে আছো, ঐ পারে স্বর্গে যাওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছো। সেখানে তো সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন হয়েই যাবে। আমরা কি ওই রকম যোগ্য হয়ে উঠেছি- নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। এক নারদ ভক্তের কথা নয়। তোমরা সকলেই ভক্ত ছিলে, বাবা এখন ভক্তি থেকে মুক্ত করেন। তোমরা জানো যে আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি ওনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য, বিশ্বের ক্রাউন প্রিন্স হতে এসেছো। বাবা বলেন যদিও নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, বাণপ্রস্থ অবস্থায় যারা থাকে তাদের গার্হস্থ্য আচরণে থাকতে নেই আর কুমার- কুমারীরাও গার্হস্থ্য আচরণে থাকে না। তাদেরও স্টুডেন্ট লাইফ আছে। ব্রহ্মচর্য থেকেই অধ্যয়ন করে। এখন এই অধ্যয়ন হলো অনেক উচ্চ মানের, এতে চিরতরের জন্য পবিত্র হতে হয়। তারা তো ব্রহ্মচর্য থেকে অধ্যয়ন করে আবার বিকারে চলে আসে। এক্ষেত্রে তোমরা ব্রহ্মচর্য থেকে সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করো। বাবা বলেন আমি হলাম পবিত্রতার সাগর, তোমাদেরও করে তুলি। তোমরা জানো যে অর্ধ-কল্প আমরা পবিত্র থাকতাম। সবসময় বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে থাকি- বাবা আমরা কেন না পবিত্র হই আর পবিত্র দুনিয়ার মালিক হই। কতো বড় মাপের পিতা আমাদের- যদিও সাধারণ দেহ, কিন্তু আত্মার যে নেশা চড়ে যায়। বাবা এসেছেন পবিত্র করতে। বলেন, তোমরা বিকার গ্রস্ত হতে-হতে বেশ্যালয়ে এসে পড়েছো। তোমরা সত্যযুগে পবিত্র ছিলে, এই রাধে-কৃষ্ণ যে পবিত্র প্রিন্স- প্রিন্সেস হলেন যে না। রুদ্র মামলাও দেখো, বিষ্ণু মালাও দেখো। রুদ্র মালাই বিষ্ণু মালায় পরিণত হবে। বৈজয়ন্তী মালাতে আসার জন্য বাবা বোঝান- প্রথমে তো নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো, নিজের টাইম ওয়েস্ট করো না। বাঁদরের পশ্চাতধাবন করো না। বাঁদর ছোলা খায়। এখন বাবা তোমরা রক্ত দিচ্ছেন। আবার এই সস্তার ময়দার দানা অথবা ছোলার পিছু নিলে কি অবস্থা হবে! রাবণের কারাগারে আবদ্ধ হবে। বাবা এসে রাবণের কারাগার থেকে মুক্ত করেন। বলেন যে দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিকে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা রূপে সুনিশ্চিত করো। বাবা বলেন আমি প্রতি কল্পে ভারতেই আসি। ভারতীয় বাচ্চাদের বিশ্বের ক্রাউন প্রিন্স-প্রিন্সেস করে তুলি। কতো সহজ করে পড়ানো হয়, এমনও না যে কেউ এসে ৪-৮ ঘন্টা এসে বসে। না, গার্হস্থ্য জীবনে থেকে নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। যারা বিকারে যায় তাদের পতিত বলা হয়। দেবতারা হলো পবিত্র, সেইজন্য তাদের মহিমার সুখ্যাতি করা হয়।

বাবা বোঝান ওটা হলো অল্প সময়ের ক্ষণভঙ্গুর সুখ। সন্ন্যাসী ঠিক বলে যে কাক বিষ্ঠা সম সুখ। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে দেবতাদের কতো সুখ। নামই হলো সুখধাম। এটা হলো দুঃখধাম। এই কথা দুনিয়াতে কারোর জানা নেই। বাবা এসেই প্রতি কল্পে বুঝিয়ে থাকেন, দেহী-অভিমানী করে তোলেন। নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা আত্মা হও না কি দেহ! তোমরা হলে দেহের মালিক, দেহ তোমাদের মালিক না। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তোমাদের আত্মা আর শরীর দুটোই পতিত হয়ে গেছে। দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে তোমাদের দ্বারা পাপ হয়েছে। আমার সাথে গৃহে ফিরে যেতে হবে। আত্মা আর শরীর দুটিকে শুদ্ধ করার জন্য বাবা বলেন মন্মনাভব। বাবা তোমাদের রাবণের থেকে অর্ধ-কল্প ফ্রিডম দিয়েছিলেন, আবার এখন ফ্রীডম দিচ্ছেন অর্ধ-কল্প তোমরা ফ্রীডম রাজ্য করো। সেখানে বিকারের নাম নেই। এখন শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো- আমাদের মধ্যে বিকার ঠিক কতোটা আছে? বাবা বলেন এক তো মামেকম্ স্মরণ করো আর কোনো লড়াই-ঝগড়াও করতে নেই। তা না হলে তোমরা পবিত্র হবে কীভাবে! তোমরা এখানে এসেছেই পুরুষার্থ করে মালাতে গাঁথা হতে। পাশ করতে না পারলে আবার মালাতে গাঁথা হতে পারবে না। কল্প-কল্পের বাদশাহী হারিয়ে ফেলবে। শেষে আবার অনেক অনুশোচনা করতে হবে। ওই পড়াশুনার জন্যও রেজিস্টার থাকে। লক্ষণও দেখা হয়। এটাও হলো পড়াশুনা, সকালে উঠে তোমরা নিজেরাই এটা পড়ো। দিনের বেলা তো কর্ম করতেই হবে। অবসর পাওয়া যায় না তো ভক্তিও মানুষ সকালে উঠে করে। এটা তো হলো জ্ঞান মার্গ (জ্ঞানের পথ)। ভক্তিতেও পূজা করতে করতে আবার বুদ্ধিতে কোনো না কোনো দেহধারীর স্মরণ এসে যায়। এখানেও তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আবার ধান্দা ইত্যাদি স্মরণে এসে যায়। যতো বাবার স্মরণে থাকবে ততই পাপ খন্ডন হতে থাকবে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা যখন পুরুষার্থ করতে করতে একদম পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই মালা তৈরী হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করলে তো প্রজাতে চলে যাবে। ভালো মতো যোগ যুক্ত হবে, অধ্যয়ন করবে, নিজের ব্যগ-ব্যাগেজ ভবিষ্যতের জন্য ট্রান্সফার করে দিলে তবে রিটার্নে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে। ঈশ্বরের নিমিত্তে দিলে পরের জন্মে তার রিটার্ন প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বলেন আমি ডায়রেক্ট আসি। এখন তোমরা যা কিছু করো সেটা নিজের জন্য। মানুষ দান-পূণ্য করে, সেটা হলো ইনডাইরেক্ট। এই সময় তোমরা বাবাকে অনেক সাহায্য করো। জানো যে এই পয়সা তো সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। এর থেকে ভালো বাবাকে কেন না সাহায্য করি। বাবা রাজস্ব কীভাবে স্থাপন করবেন। না কোনো লস্কর বা সেনা ইত্যাদি আছে, না হাতিয়ার ইত্যাদি আছে। সব কিছু হলো গুপ্ত। বাচ্চ বন্ধ করে চাবি হাতে দিয়ে দেয়। কেউ খুব শো করে, কেউ গুপ্ত দেয়। বাবাও বলেন তোমরা হলে প্রিয়তমা, তোমাদের আমি বিশ্বের মালিক করতে এসেছি। তোমরা গুপ্ত সাহায্য করো। এই আত্মা জানে যে, বাইরের জৌলুস কিছু নেই। এটা হলোই বিকারী পতিত দুনিয়া। সৃষ্টির বৃদ্ধি হওয়ারই আছে। আত্মাদের অবশ্যই আসতে হবে। জন্ম তো আরোই বেশী হচ্ছে। বলাও হয় এর অনুপাতে আনাজ পুরো হবে না। এটা হলোই আসুরী বুদ্ধি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবান যখন পড়াচ্ছেন সেই ব্যাপারে কতো রিগার্ড থাকা উচিত। কতো পড়াশুনা করা উচিত। কোনো বাচ্চা আছে যাদের পড়ার রুচি নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে- আমরা বাবার দ্বারা ক্রাউন প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে চলেছি। এখন বাবা বলেন আমার মত অনুযায়ী চলো, বাবাকে স্মরণ করো। ক্ষণে-ক্ষণে বলে আমি ভুলে যাই। স্টুডেন্ট বলে আমি পাঠ ভুলে যাই, তো টিচার কি বলবে! স্মরণ না করলে তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। টিচার কি সবার উপর কৃপা বা আশীর্বাদ করবেন যে এ পাশ করে যাক! এখানে এই আশীর্বাদ কৃপার ব্যাপার নেই। বাবা বলেন পড়ো। ব্যবসা ইত্যাদি যদিও করো, কিন্তু পড়াশুনা করা হলো অত্যাবশ্যকীয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হও, আর সবাইকেও রাস্তা বলে দাও। মন থেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমি বাবার সাহায্যের জন্য কতোটুকু? কতো জনকে নিজের সমান করেছি? ত্রিমূর্তি চিত্র তো সামনে রাখা আছে। এই শিববাবা আছেন, এই ব্রহ্মা আছেন। এই অধ্যয়নের ফলে এটা হয়। আবার ৮৪ জন্ম পরে এটা হবে। শিববাবা ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণদের এরূপ করে তুলছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে। এখন নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো আমি কি পবিত্র হয়েছি? দৈবী গুণ ধারণ করছি? পুরানো দেহকে ভুলেছি? এই দেহ তো পুরানো জুতো যে না! আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তো জুতোও ফাস্টক্লাস পাওয়া যাবে। এই পুরানো পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পড়বো, এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। আজ পুরানো জুতোতে আছে, কাল এইটি অর্থাৎ আত্মা দেবতা হতে চাইছে। বাবার দ্বারা ভবিষ্যতে অর্ধ-কল্পের জন্য বিশ্বের ক্রাউন (মুকুটধারী) প্রিন্স হও। আমাদের সেই রাজস্বকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তবে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে যে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কতোটা স্মরণ করি? কতোটা স্বদর্শন চক্রধারী হই আর তৈরী করি? যে করবে সে প্রাপ্ত করবে। বাবা প্রতিদিন পড়ান। সকলের কাছে মুরলী পৌঁছায়। আচ্ছা, যদি নাও পাওয়া যায়, সাতদিনের কোর্স তো পাওয়া গেছে যে না, বুদ্ধিতে নলেজ এসে গেছে। শুরুতে তো ভাঙি তৈরী হয়েছিলো তারপর কেউ বা কাঁচা কেউ বা পাকা নির্ধারিত হয়ে প্রকাশ হয়েছিলো। কারণ মায়ার ঝড়েও তো আসে যে। ৬-৮ মাস পবিত্র থেকে আবার দেহ-অভিমানের বশবর্তী হয়ে নিজেকে মেরে রাখে। মায়া খুবই শক্তি সম্পন্ন। অর্ধ-কল্প মায়ার কাছে পরাজিত হয়েছে। এখনো পরাজিত হলে নিজের পদ হারিয়ে ফেলবে। নম্বর অনুযায়ী লক্ষ্য তো অনেক আছে যে। কেউ রাজা-রাণী, কেউ উজির, কেউ প্রজা,

কারোর হীরে-জহরতের মহল। প্রজাদের মধ্যেও কেউ বিতশালী থাকে। হীরে-জহরতের মহল থাকে, এখানেও দেখা-প্রজাদের থেকে কর তোলে যে না। তো প্রজা বিতশালী দাঁড়ালো না রাজা? অন্ধকার নগরী--- এটাও এখনকার কথা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এটা দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে আমরা বিশ্বের ক্রাউন প্রিন্স হওয়ার জন্য অধ্যয়ণ করছি। আমরা ব্যারিস্টার বা ইঞ্জিনিয়ার হবো, এটা কি কখনো স্কুলে ভুলে যাই কি! কেউ তো চলতে চলতে মায়ার ঝড়ের সামনে পড়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বাবা তাঁর বাচ্চাদের শুধুমাত্র একটি রিকোয়েস্ট করেন- মিষ্টি বাচ্চারা- ভালো ভাবে পড়লে ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। বাবার দাঁড়ির সম্মান রক্ষা করো। তোমরা যদি কোনো ঘৃণ্য কাজ করো তবে নাম বদনাম করে দেবে। সত্য বাবা, সত্য টিচার, সঙ্গুর নিন্দা যারা করায় তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। এই সময় তোমরা হীরে তুল্য হয়ে ওঠো, তবে কেন কড়ির পিছনে কি পড়বে গিয়ে! বাবার সাক্ষাৎকার হওয়া মাত্রই সমস্ত কড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আরে, ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী প্রাপ্ত হবে যখন, তখন আবার এসব কি করবে! সব দিয়ে দিয়েছে। আমরা তো বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে নিই। এটাও জানো যে বিনাশ হবে। এখন না পড়লে টু লেট (অনেক দেরী) হয়ে যাবে, অনুশোচনা করতে হবে। বাচ্চাদের সব সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। বাবা বলেন তোমরা তো ডাকোও যে হে পতিত পাবন এসো। এখন আমি পতিত দুনিয়াতে তোমাদের জন্য এসেছি আর তোমাদের বলছি পবিত্র হও। তোমরা আবার ক্ষণে-ক্ষণে নোংরার মধ্যে পড়ে যাও। আমি তো মহামৃত্যুঞ্জয় (কালো কা কাল)। সবাইকে নিয়ে যাবো। স্বর্গে যাওয়ার জন্য বাবা এসে রাস্তা বলে দেন। নলেজ দেন যে এই সৃষ্টি চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এটা হলো অপরিসীম নলেজ। যারা পূর্ব কল্পে অধ্যয়ণ করেছিলো তারাই এসে অধ্যয়ণ করবে, সেটাও সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যাবে যে অসীম জগতের পিতা এসেছেন, যে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এতো ভক্তি করেছি তিনি এখানে এসে আমাদের অধ্যয়ণ করচ্ছেন। এমন ভগবান পিতার সাথে আমরা সাক্ষাৎ তো করি। কতো উল্লাস-খুশির সাথে দৌড়ে এসে মিলিত হয়েছি, যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তবে। ঠকে যাওয়ার ব্যাপার নেই। এরকমও অনেক আছে পবিত্র হয় না, পড়াশুনা করে না, ব্যাস চলো বাবার কাছে। এমন ভাবেই ঘুরতে ফিরতে এসে পড়ে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান- বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের গুপ্ত রাজধানী স্থাপন করতে হবে। পবিত্র হলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। এই রাজযোগ একমাত্র বাবা শেখান। তাছাড়া তারা তো হলো হঠযোগী। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমি অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো। এই নেশা বজায় রাখো- আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে বিশ্বের ক্রাউন প্রিন্স (মুকুটধারী রাজকুমার) হতে এসেছি, তবে শ্রীমতের আধারে চলা উচিত। মায়া এই রকম যে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে দেয়। বাবা হলেন সমর্থ, তো মায়াও সমর্থ। অর্ধ-কল্প হলো রামের রাজ্য, অর্ধ-কল্প হলো রাবণের রাজ্য। এটাও কেউ জানে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমি আজ পড়ছিলাম, কাল ক্রাউন প্রিন্স- প্রিন্সেস হবো। নিজের মনকে জিঞ্জাসা করা উচিত আমি কি তেমন পুরুষার্থ করছি? বাবার প্রতি এতোটাই রিগার্ড আছে?

২) বাবার কর্তব্যে গুপ্ত সাহায্যকারী হতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দিতে হবে। কড়ির পিছনে সময় না হারিয়ে হীরে তুল্য হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব দ্বারা সেবাতে সফলমূর্তি হতে সক্ষম সন্তুষ্টমণি ভব।*
সেবার বিশেষ গুণ হলো সন্তুষ্টতা। যদি সেবার নামে নিজেই ডিস্টার্ব থাকো বা অপরকে ডিস্টার্ব করো তবে ওরকম সেবা না করাই ভালো। যেখানে নিজের প্রতি বা সম্পর্ক যাদের সাথে আছে তাদের প্রতি সন্তুষ্টতা না থাকে, তবে সেই সেবা না নিজেকে ফলের প্রাপ্তি করায় না অপরকে করায়, সেইজন্য প্রথমে একান্তবাসী হয়ে স্ব-পরিবর্তন দ্বারা সন্তুষ্টমণির বরদান প্রাপ্ত করে আবার সেবাতে এসো, তবে সফলতা মূর্ত হবে।

স্লোগান:- বিঘ্ন রূপী পাথরকে ভাঙার জন্য সময় না নষ্ট করে, সেটাকে হাইজাম্প দিয়ে পার করো।*

কামজিত - সীমিত পরিসরের সর্ব কামনার উদ্দেশ্য

বাপদাদা নিজের ছোট শ্রেষ্ঠ সুখী সংসার দেখছেন। একদিকে অনেক বড় অসার সংসার। অন্যদিকে ছোট সুখী সংসার। এই সুখী সংসারে সদা সুখ-শান্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আত্মারা আছে, কারণ পবিত্রতা, স্বচ্ছতার আধারে এই সুখ-শান্তিময় জীবন। যেখানে পবিত্রতা বা স্বচ্ছতা আছে, সেখানে কোনও দুঃখ অশান্তির লেশমাত্র নেই। পবিত্রতার দুর্গের মধ্যে এই ছোট সুখী সংসার। তোমার সঙ্কল্পেও যদি পবিত্রতার দুর্গের বাইরে পা রাখ, তবে দুঃখ আর অশান্তির প্রভাব অনুভব কর। তোমাদের এই বুদ্ধিরূপী পা দুর্গের মধ্যে থাকলে তবে শুধু সঙ্কল্পেই নয়, স্বপ্নেও দুঃখ-অশান্তির তরঙ্গ আসতে পারে না। দুঃখ-অশান্তির সামান্যতম যদি অনুভব হয়, তাহলে অবশ্যই কোন না কোন অবিত্রতার প্রভাব পড়েছে। পবিত্রতা শুধুমাত্র কামজিত জগৎজিত হওয়াই নয়, বরং সীমিত পরিসরের সমুদয় আকাঙ্ক্ষায় রচিত কাম বিকারের বংশ। কামজিত অর্থাৎ সর্ব কামনাজিত, কারণ প্রতিটা কামনার অনেক সন্তান অর্থাৎ অনেক দূর বিস্তৃত। এক - বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা, দুই - ব্যক্তির থেকে সীমিত পরিসরের প্রাপ্তির কামনা, তিন - স্বপ্নের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও সীমিত পরিসরের অনেক প্রকার কামনা উৎপন্ন হয়। চতুর্থ - সেবা ভাবনাতেও সীমিত পরিসরের কামনার ভাব উৎপন্ন হয়ে যায়। এই চার রকমের কামনা সমাপ্ত করা অর্থাৎ সদাসর্বদার জন্য দুঃখ-অশান্তিকে জয় করা। এখন নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, এই চার রকম কামনা কি আমি সমাপ্ত করেছি? যে কোনও বিনাশী বস্তু যদি বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করে তবে অবশ্যই সেটা কামনার রূপে আকর্ষণ বোধ। রয়্যাল রূপে শব্দকে পরিবর্তন করে তোমরা বলো - 'ইচ্ছা নেই কিন্তু ভালো লাগে।' বস্তুই হোক বা ব্যক্তি যখন বিশেষভাবে তোমাকে আকর্ষণ করে, যখন সেই বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে তোমার ভালো লাগে তাহলে তার অর্থই হলো কামনা। ইচ্ছা। যখন বলো সবকিছু এবং সবাইকে ভালো লাগে, সেটাই যথার্থ, কিন্তু যখন বলো, বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি তোমার পছন্দ, সেটা অযথার্থ। এটা ইচ্ছার রয়্যাল রূপ।

হয় কারও সেবা ভালো লাগে, কারও পালনা, কারও গুণ, কারও শ্রম, কারও ত্যাগ বা কারও স্বভাব ভালো লাগে, কিন্তু সেই ভালত্বের সুবাস নেওয়াটা এক জিনিস আর সেই ভালত্বকে নিজেও ধারণ করাটা হল আলাদা বিষয়। তার এই জিনিসটা ভালো বলে তিনি ভালো - এই ভালো (হিন্দি অচ্ছা) বলাটাই এক ইচ্ছায় বদল হয়ে যায়। এটা হল কামনা। তোমরা তখন দুঃখ আর অশান্তি অন্তরীণ করতে পার না। এক, সেই ব্যক্তি বিশেষের ভালত্বের সামনে নিজের ভালো হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। দুই, শত্রুতার কামনাও নিচে নামিয়ে আনে। এক হলো প্রভাবিত হওয়ার কামনা, আরেকটা হলো কারও প্রতি দ্বেষ বা ঈর্ষা বোধের কামনা। সেটাও সুখ আর শান্তিকে সমাপ্ত করে দেয়। তোমাদের মন তখন সদাসর্বদা চঞ্চল হয়। প্রভাবিত হওয়ার লক্ষণ আসক্তি এবং বশ্যতা। সেইরকমই, ঈর্ষা এবং শত্রুতার ভাব থাকার লক্ষণ - জিদ করা এবং নিজেকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা। এইরকম বোধ থাকায় তখন কতো এনার্জি আর সময় তোমরা নষ্ট করে দাও জানতেও পার না। দুটোই প্রভূত লোকসানের কারণ হয়। তোমাদেরও হয়রান হয় আর অন্যদেরও হয়রান করে। এইরকম স্থিতির সময়ে এমন আত্মারা তর্জন-গর্জন করে - দুঃখ নিতে হবে এবং দুঃখ দিতেই হবে। যাই হয়ে যাক, আমাকে এটা করতেই হবে। এটা তাদের কামনা যা তারা সেই সময় বলে। ব্রাহ্মণ আত্মা বলে না, সেইজন্য কি হয় সুখ আর শান্তির সংসার থেকে বুদ্ধিরূপী পা বাইরে বেরিয়ে যায়, এইজন্য এই রয়্যাল কামনার উপরেও বিজয়ী হও। এই ইচ্ছাগুলো থেকেও "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা" স্থিতিতে এসো।

এই যে দুই ভাবে (মানসিক অবস্থা) সঙ্কল্প কর যে আমি এটা করেই দেখাব, কাকে দেখাবে? বাবাকে নাকি ব্রাহ্মণ পরিবারকে? কাকে দেখাবে? এইরকম ভাবো - এটা করে দেখাব নয়, কিন্তু অধঃপতন হয়ে দেখাব! সেটা চমৎকার কি যে তুমি করে দেখাবে! অধঃপতিত হওয়া কি দেখানোর বিষয়! এটা সীমিত পরিসরের প্রাপ্তির নেশা - আমি সেবা করে দেখাব। আমি খ্যাতিনামা হয়ে দেখাব, এই শব্দ চেক কর রয়্যাল কিনা! বলো তো সিংহের ভাষা আর হয়ে যাও ভেড়ার মতো। আজকাল যেমন কেউ বাঘের, কেউ হাতীর, কেউ বা রাবণের আবার কেউ রামের মুখোশ (ফেস) লাগায়, তাই না! এটাও মায়া, বাঘের মুখোশ পরিয়ে দিচ্ছে। 'আমি এটা করে দেখাব, এই করব', যাই হোক, মায়া নিজের বশে করে তোমাদের ভেড়া বানিয়ে দেয়। আমিও বোধ থাকা অর্থাৎ সীমিত পরিসরের কোনও না কোন কামনার বশীভূত হওয়া। ভাষা যুক্তিযুক্ত ভাবে বলো আর যুক্তিযুক্ত ভাবনায় থাক। এটা বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং প্রতি কল্পে সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী হওয়ার পরাজয় স্বীকার! কল্প কল্প চন্দ্রবংশী হতেই হবে। তাহলে হার হলো নাকি সাবধান হওয়া? সুতরাং এইরকম

সাবধানি হয়োনা । না অভিমানী হও, না কাউকে অপমান কর । এই উভয় ভাবনাই শুভ ভাবনা শুভ কামনা থেকে তোমাকে দূরে করে দেয় । সুতরাং চেক কর, সঙ্কল্প মাত্রের সামান্যতম অভিমান বা অপমানের ভাবনা থেকে যায়নি তো ! যেখানে অভিমান এবং অপমানের ভাবনা আছে সেখানে কখনো কেউই স্বমানের স্থিতিতে স্থিত হতে পারে না । স্বমান সব আকাঙ্ক্ষা থেকে সরিয়ে দেবে, আর তখন সদা সুখের সংসারে সুখ-শান্তির দোলায় দুলতে থাকবে । একেই বলে, সর্ব কামনাজিত, জগতজিত । তাইতো বাপদাদা ছোট সুখী সংসার দেখছিলেন । তোমাদের সুখের সংসার থেকে, স্বদেশ থেকে বুদ্ধিরূপী পা দ্বারা পরদেশে কেন চলে যাও ? যে ধর্ম, যে দেশ তোমাদের নয়, তা' সদাসর্বদা তোমাদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । স্বদেশ, স্বধর্ম সুখ দেয় । সুতরাং সুখের সাগর বাবার বাচ্চা তোমরা, সুখের সংসারের অনুভাবী আত্মা তোমরা । তোমরা সব অধিকারী আত্মা সদা সুখী থাক, শান্ত থাক । বুঝেছ !

দেশ-বিদেশের তোমরা সব স্নেহী বাচ্চা নিজের ঘরে, তোমাদের বাবার ঘরে পৌঁছে গেছ । তাইতো অধিকারী বাচ্চাদের দেখে বাবা উৎফুল্ল হন । যেরকম খুশিতে তোমরা এসেছ, সেইরকমই সদা খুশি থাকার বিধি, এই দুই বিষয় ত্যাগ করে, এমনকি তোমাদের সঙ্কল্পেও এই দুই বিষয় ত্যাগ করে সদাসর্বদার জন্য ভাগ্যবান হয়ে যেও । ভাগ্য নিতে এসেছ, কিন্তু ভাগ্য নেওয়ার সাথে মন থেকে যে কোনও দুর্বলতা যা উড়তি কলায় বিঘ্নরূপ হয়, তা' ছেড়ে যেও । এই ছেড়ে দেওয়াই নেওয়া । আচ্ছা !

যারা সদা সুখের সংসারে থাকে, সর্ব কামনাজিত, যারা সদা সর্ব আত্মাদের প্রতি শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা রাখে সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা সদা স্বমানের সীটে স্থিত থাকে, সেই বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

১২-০৪-২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৫-১২-৮৫ মধুবন

"মধুরতা দ্বারা তিত্ত ভূমিকে মধুর বানাও"

আজ সবচেয়ে বড় বাবা, গ্র্যান্ড ফাদার তাঁর গ্র্যান্ড চিলড্রেন, লাভলি বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার রূপে ব্রহ্মার গায়ন হয়েছে । নিরাকার বাবা সাকার সৃষ্টির রচনার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে বানিয়েছেন । মানব সৃষ্টির রচয়িতা হওয়ার কারণে, মানব সৃষ্টির স্মরণিক বৃক্ষরূপ দেখানো হয়েছে । বীজ গুপ্ত, প্রথমে দুই পাতা বিকশিত হয় যা থেকে কাণ্ড উদ্ভব হয় । সেই বৃক্ষের আদি দেব - আদি দেবী মাতাপিতার স্বরূপে ব্রহ্মা বৃক্ষের ফাউন্ডেশনের জন্য নিমিত্ত হন । তা'থেকে ব্রাহ্মণ কাণ্ডের বিকাশ ঘটে আর পূর্ণ বিকশিত সেই কাণ্ড থেকে অনেক শাখা উৎপন্ন হয়, সেইজন্য গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ব্রহ্মা গাওয়া হয়েছে । ব্রহ্মার অবতরণ হওয়া অর্থাৎ খারাপ দিন শেষ হয়ে বড় দিনের শুরু হওয়া । রাত শেষ হয়ে ব্রহ্মা মুহূর্ত শুরু হয়ে যাওয়া, বাস্তবে, ব্রহ্মা মুহূর্ত, কিন্তু বলা হয়, 'ব্রহ্মমুহূর্ত', সেইজন্য তারা ব্রহ্মার বৃক্ষরূপ দেখায় । গ্র্যান্ড ফাদার নিরাকার বাবা গ্র্যান্ড চাইল্ডদের এত উপহার দেন যা দিয়ে ২১ জন্ম তোমরা জীবন যাপন করতে পারবে । তিনি দাতা এবং তিনিই বিধাতা । জ্ঞান রত্নের থলি উপযুপরি ভরে তোমাদের দিয়ে দেন । অগণিত রূপে সমুদয় শক্তির গোল্ডেন গিফ্ট দেন । গুণের অলঙ্কারের বাস্তু পরিপূর্ণ করে দেন । অলঙ্কারাদির কতো বাস্তু তোমাদের কাছে আছে ! এমনকি, যদি তোমরা প্রতিদিন নতুন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হও, তবুও তা' অফুরন্তই থাকবে । এই গিফ্ট সদা সর্বদা তোমাদের সাথে চলবে । ওই স্থূল গিফ্ট তো এখানেই থাকবে, কিন্তু এই সবই তোমাদের সঙ্গে যাবে । গডলি গিফ্টে তোমরা এতই পরিপূর্ণ হও যে সেখানে তোমাদের রোজগার করার কোন প্রয়োজনই পড়বে না । গিফ্টের উপরই জীবন যাপন করবে । পরিশ্রম থেকে তোমরা নিস্তার পাবে ।

সবাই বিশেষ ক্রিস্টমাস ডে উদযাপন করতে এসেছ, তাই না! বাপদাদা বলেন কিসমিস ডে । কিসমিস ডে অর্থাৎ মধুরতার দিন । সদা মিষ্টি হওয়ার দিন । তোমরা মিষ্টিই বেশি খাও আর খাওয়াও, তাই না ! মিষ্টিমুখ তো অল্প সময়ের জন্য হয়, কিন্তু নিজেই যদি মিষ্টি হয়ে যাও, তাহলে মুখে সদা মধুর বোল থাকবে । যেমন তোমরা মিষ্টি খেতে আর খাওয়াতে খুশি হও, সেইরকম মধুর বোল তোমাকেও খুশি বানায়, অন্যকেও খুশি দেয় । সুতরাং এই দিয়ে সকলের মিষ্টিমুখ করাতে থাক । সদা মিষ্টি দৃষ্টি, মিষ্টি বোল, মিষ্টি কর্ম হতে দাও । সেটাই কিসমিস ডে উদযাপন করা । উদযাপন করা অর্থাৎ অন্যকে মিষ্টি বানানো । কাউকে যদি কয়েক মুহূর্ত মিষ্টি দৃষ্টি দাও, একটুক্ষণ মিষ্টি বোল বলো, তাহলে সেই আত্মাকে তুমি সদাসর্বদার জন্য পরিপূর্ণ করে দেবে । কয়েক মুহূর্তের এই মধুর দৃষ্টি, বোল সেই আত্মার দুনিয়াই পরিবর্তন করে দেবে । এই একটু মধুর বোল সর্বদার জন্য তাদের পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়ে যাবে । *মাধুর্য এমনই বিশেষ ধারণা যা তিত্ত ভূমিকেও মধুর করে তোলে । তোমাদের সবার রূপান্তর ঘটানোর আধার বাবার মিষ্টি বোলই তো ছিল, না ! মিষ্টি

বাচ্চা তোমরা, মিষ্টি শুদ্ধ আত্মা !* এই দুটো মিষ্টি-মধুর বোল বদলে দিয়েছে, তাই না ! মিষ্টি দৃষ্টি বদলে দিয়েছে । এইরকমই মধুরতা দ্বারা অন্যকেও মধুর বানাও । এইভাবে তাদের মিষ্টি মুখ করাও । বুঝেছ - ক্রিসমাস ডে তোমরা পালন করেছ, তাই না ! এই সকল উপহারে নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করেছ তোমরা ? সদা মাধুর্যের উপহারকে সাথে রাখ । এর সাথেই সদা মিষ্টি থাক আর অন্যকেও মিষ্টি বানাও । আত্মা !

যারা সদা জ্ঞান রঞ্জে বুদ্ধিরূপী ঝুলি ভরে রাখে, সদা সর্বশক্তি দ্বারা শক্তিশালী আত্মা হয়ে সমুদয় শক্তিতে সদা সম্পন্ন হয়, সর্ব গুণের সর্বালঙ্কারে সদা ভূষিত শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা সদা আপন মাধুর্যে মিষ্টিমুখ করায়, সেই মিষ্টি বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার কুমারদের সাথে সাক্ষাৎকার: -

কুমার অর্থাৎ যে তীরগতিতে অগ্রচালিত হয় । থেমে থেমে এগিয়ে যাওয়া নয় । যেমনই পরিস্থিতি হোক, নিজেকে সদা শক্তিশালী আত্মা মনে করে এগিয়ে চলো । পরিস্থিতি বা বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে তোমরা প্রভাবিত হও না, বরং নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রভাবে অন্যদের প্রভাবিত কর । শ্রেষ্ঠ প্রভাব অর্থাৎ অধ্যাত্ম প্রভাব, অন্য কোনও প্রভাব নয় । এমন কুমার তোমরা ? পেপার এলে তোমরা নড়বড়ে হবে না তো ! পেপারে তোমরা পাস হয়ে যাবে, তাই না ? সদা সাহসী, নয় কি ? যেখানে মনোবল আছে, সেখানে বাবার সহায়তা আছে । *সাহসী বাচ্চা, বাবা সহায় ।* সব কাজে নিজেকে সামনে রেখে অন্যদেরও নিরন্তর শক্তিশালী বানাও ।

কুমাররা সদাই উড়তি কলায় । যারা সদা নির্বন্ধন, তারাই উড়তি কলায় । তাহলে, তোমরা নির্বন্ধন কুমার ! মনেরও বন্ধন নেই । সুতরাং সদা সমস্ত বন্ধনের অবসান ঘটিয়ে নির্বন্ধন হয়ে উড়তি কলায় থাকা কুমার তোমরা ? কুমার, নিজেদের শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধির শক্তি উভয়ই সময়ানুসার সফল করছ ? জাগতিক জীবনে নিজেদের শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধির শক্তি বিনাশকারী কার্যে নিরন্তর প্রয়োগ কর । আর এখন শ্রেষ্ঠ কার্যে প্রয়োগকারী হও । চঞ্চলতা উদ্বেককারী নয়, বরং শান্তি স্থাপনকারী । এইরকম শ্রেষ্ঠ কুমার তোমরা ? কখনও লৌকিক জীবনের সংস্কার ইমার্জ হয় না তো ! অলৌকিক জীবন তোমাদের অর্থাৎ যারা নব জন্ম নেয় । সুতরাং নব জন্মে পুরানো কোনও বিষয় থাকে না । তোমরা সবাই নতুন জন্ম নেওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মা । কখনও নিজেকে সাধারণ না মনে করে শক্তিশালী মনে কর । সঙ্কল্পেও কোনরকম চাঞ্চল্যে আসবে না । এমন প্রশ্ন কর না তো 'কি করব, এখনো আমার ব্যর্থ সঙ্কল্প থাকে !' ভাগ্যবান কুমার তোমরা, ২১ জন্ম ভাগ্য থেকেই থাকে । স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়তঃ রোজগারের কঠিন পরিশ্রম থেকে নিস্তার পাবে । আত্মা ।

বিদায়কালে স্মরণ-স্নেহ :- দেশ-বিদেশের দু'তরফের সব বাচ্চার থেকে এই বিশেষ দিনের জন্য বাপদাদা কার্ড, পত্র এবং স্মরণ স্বীকার করেছেন । বাপদাদা সবচাইতে মিষ্টি বাচ্চাদের এই বড় দিনে বরদান দিচ্ছেন, "সদা মধুরতার সাথে শ্রেষ্ঠ হও আর শ্রেষ্ঠ বানাও" - এই বরদানের সাথে নিরন্তর নিজে উল্লসিত প্রাপ্ত হও আর সেবারও উল্লসিত বিধান কর । মহোত্তম-সুমহান বাবার অতিমাত্রায় স্নেহময় স্মরণ আর সেইসঙ্গে স্নেহ অভিনন্দন, গুড মর্নিং । সদা মনোহর হওয়ার অভিনন্দন ।

বরদান:- সহনশক্তি দ্বারা অবিনাশী আর মধুর ফল প্রাপ্ত করে সর্ব-স্নেহী ভব*
সহন করার অর্থ মরে যাওয়া নয়, বরং সবার হৃদয়ে স্নেহপূর্বক বেঁচে থাকা । যেমনই বিরুদ্ধাচারী হোক, রাবণের থেকেও তেজিয়ান হোক, একবার নয় দশ বার যদি সহন করতে হয়, তবুও সহনশক্তির ফল অবিনাশী আর মধুর হয় । কখনো এই ভাবনা রেখো না যে আমি এত সহন করেছি তাহলে অন্যেও তো কিছুটা করবে ! অল্পকালের ফলের ভাবনা রেখো না । দয়া ভাব রাখ, সেটাই সেবা ভাব । যারা সেবার মনোভাব পোষণ করে তারা সকলের দুর্বলতা অন্তরীণ করে নেয় । তারা প্রতিরোধ করে না ।

স্লোগান:- যা অতীত হয়ে গেছে তাকে ভুলে যাও, বিগত বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সদা সাবধান থাকো ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, তোমরা এখন ঈশ্বরের কোলে এসেছো, তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও, তাই তোমাদের দৈবী-গুণও চাই"

প্রশ্ন:- কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের নিজেদের উপর অনেক-অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং কেন?

উত্তর:- সারাদিনের দৈনন্দিন-কার্যে যেন কোনও পাপকর্ম না হয় তার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ তোমাদের সন্মুখে বাবা ধর্মরাজ রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চেক করো যে, কাউকে দুঃখ দাও নি তো? শ্রীমতানুযায়ী কত শতাংশ চলো? রাবণের মতানুসারে চলো না তো? কারণ বাবার হয়ে যাওয়ার পরও (সমর্পিত) যদি বিকর্ম হয় তবে একের (একটি পাপের) শতগুণ (সাজা) হয়ে যায়।

ওম শান্তি। ভগবানুবাচ। এ কথা তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, কোনো মানুষ বা দেবতাকে ভগবান বলা যেতে পারে না। যখন যেখানে বসে তখন বুদ্ধিতে একথা থাকে যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। একথাও কারোর স্মরণে থাকে না। সত্যি-সত্যিই নিজেদের ব্রাহ্মণ মনে করে, এমনও নয়। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের আবার দৈবী-গুণও ধারণ করতে হবে। আমরা হলাম সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ, আমরা শিববাবার মাধ্যমে উত্তম পুরুষে(পুরুষোত্তম) পরিণত হচ্ছি। এও সকলের স্মরণে থাকে না। প্রতিমুহূর্তে একথা ভুলে যায় যে, আমরা হলাম পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ। একথা বুদ্ধিতে থাকলেও মহান সৌভাগ্য। সর্বদা নশ্বরের ক্রমানুসারে তো হয়ই। সকলেই পুরুষার্থী, তাদের নিজ-নিজ বুদ্ধি অনুসারে। এখন তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয়। তোমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছো। তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম তখনই হবো যখন আত্মা-কে অর্থাৎ অতি প্রিয় বাবাকে(মোস্ট বিলাভেড) স্মরণ করবো। স্মরণের দ্বারাই পাপ বিনাশ হবে। যদি কেউ পাপ করে তখন তার শতগুণ হিসাব-কিতাব যুক্ত হয়ে যায়। পূর্বে পাপ করলে তখন তাদের ১০ শতাংশ (হিসাব-কিতাব) যুক্ত হতো। এখন শতগুণ যুক্ত হয় কারণ ঈশ্বরের কোলে এসেও পুনরায় পাপ করে, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের পুরুষোত্তম অর্থাৎ দেবতা বানানোর জন্য পড়ান। যাদের এ(কথা) নিশ্চিতভাবে স্মরণে থাকে তারা অলৌকিক সার্ভিসও অধিকমাত্রায় করতে থাকবে। সদা প্রফুল্লিত থাকার জন্য অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে। কোথাও যদি যেতেও হয়, বুদ্ধিতে যেন একথা স্মরণে থাকে যে আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। ওরা পুরুষোত্তম মাস বা বছর বলে। তোমরা বলো, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ। এ (কথা) ভালভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে যে -- এখন আমরা পুরুষোত্তম হওয়ার যাত্রায় রয়েছি। একথা স্মরণে থাকলে সেটাও মন্মানাভব-ই হয়ে যায়। তোমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছো, পুরুষার্থীঅনুসারে এবং কর্মানুসারে। দৈবী-গুণও চাই আর শ্রীমতানুসারেও চলতে হবে। নিজ-মতানুসারে তো সব মানুষই চলে। তা হলোই রাবণের মত। এমনও নয় যে, তোমরা সকলেই শ্রীমতানুসারে চলে। অনেকেই আছে যারা রাবণের মতানুসারে চলে। শ্রীমতানুসারে কেউ এত শতাংশ তো কেউ এত শতাংশ চলে। কেউ আবার দুই শতাংশও (শ্রীমতানুসারে) চলে। যদিও এখানে বসে রয়েছে তথাপি শিববাবার স্মরণে থাকে না। কোথাও-না-কোথাও বুদ্ধিযোগ বিচরণ করতে থাকবে। প্রত্যহ নিজেকে দেখতে হবে যে, আজ কোনো পাপকর্ম করিনি তো? কাউকে দুঃখ দিই নি তো? নিজের উপর অনেক সতর্কতা রাখতে হয় কারণ ধর্মরাজও তো দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই না! এখনকার সময়টাই হলো হিসেব-নিকেশ চুক্তি করার। সাজাভোগও করতে হয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম জন্ম-জন্মান্তরের পাপী। কোথাও কোন মন্দিরে অথবা গুরুর কাছে বা কোন ইষ্টদেবতার কাছে যাই তখন তারা বলে, আমরা জন্ম-জন্মান্তরের পাপী, আমাদের রক্ষা করো, দয়া করো। সত্যযুগে কখনো (মুখ দ্বারা) এমন শব্দ নির্গত হয় না। কেউ সত্য বলে, কেউ মিথ্যা বলে। এখানেও তেমনই। বাবা সর্বদা বলেন, নিজের জীবন-কাহিনী বাবাকে লিখে পাঠাও। কেউ তো সম্পূর্ণ সত্যিকথা লেখে, কেউ লুকিয়েও রাখে। লজ্জাবোধ করে। এ তো জানে যে -- খারাপ কর্ম করলে তার ফলও খারাপ পেতে হবে। সে তো হলো অল্পসময়ের কথা। এ হলো অনেকসময়ের কথা। খারাপ কর্ম করলে তখন শাস্তিভোগও করতে হবে তাহলে স্বর্গেও অনেক পরে আসবে। এখন সবকিছু জানতে পারা যায় যে, কারা-কারা পুরুষোত্তম হবে। ওটা হলো পুরুষোত্তম দৈবী-রাজ্য। তোমরা উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হয়ে যাও, তাই না! আর কোন স্থানে এমন মহিমা করবে না। মানুষ দেবতাদের গুণকেও জানে না। যদিও মহিমা-কীর্তনও করে কিন্তু ততোপাখির মতন তাই বাবাও বলেন -- ভক্তদের বোঝাও। ভক্তরা যখন নিজেদের নীচ, পাপী বলে তখন তাদের জিজ্ঞাসা করো যে, যখন তোমরা শান্তিধামে ছিলে তখন সেখানে পাপ করতে? সেখানে সকল আত্মারাই পবিত্র থাকে। এখানে অপবিত্র হয়ে গেছে কারণ দুনিয়াই তমোপ্রধান। নতুন

দুনিয়ায় তো পবিত্র থাকে। অপবিত্র বানায় রাবণ।

এইসময় বিশেষ করে ভারতে আর সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়ায় রাবণের রাজ্য রয়েছে। যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা। হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট। এখানে সকলেই পতিত। বাবা বলেন, আমি তোমাদের পবিত্র করে যাই, পুনরায় কে তোমাদের অপবিত্র করে দেয় ? রাবণ। এখন পুনরায় তোমরা আমার মতানুসারে পবিত্র হতে চলেছো, পুনরায় আধাকল্প পরে রাবণের মতানুসারে অপবিত্র হবে অর্থাৎ দেহ-অভিমাণে এসে বিকারের বশবর্তী হয়ে যাও। একে রাবণের মত বলা হয়। ভারত পবিত্র ছিল আর এখন অপবিত্র হয়ে গেছে, পুনরায় পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার জন্য পতিত-পাবন পিতাকে আসতে হয়। দেখো, এইসময় কত অসংখ্য মানুষ রয়েছে। কাল কত হবে। লড়াই হবে, মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাল এতসব কোথায় যাবে। সকলের শরীর এবং এই পুরনো দুনিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এই রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে -- পুরুষার্থ নশ্বরের ক্রমানুসারে। আমরা কার সম্মুখে বসে রয়েছি, তাও অনেকে বোঝে না। তারা অতি স্বল্পপদের অধিকারী হবে। ড্রামানুসারে আর করতেই বা কি পারে, ভাগ্যে নেই। এখন বাচ্চাদের সার্ভিস করতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ, তোমাদের বাবার মতন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হতে হবে। যিনি এমন তৈরী করেন, সেই পিতাকে পেয়েছো, তাই না। দেবতাদের মহিমার গায়ন করা হয় -- সর্বগুণসম্পন্ন... এখন এমন গুণসম্পন্ন তো কেউ নেই। সদা নিজেকে প্রশ্ন করো যে -- আমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করার মতন কতটা যোগ্য হয়েছি ? সঙ্গমযুগকে সঠিকভাবে স্মরণ করো। আমরা হলাম সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ, যারা পুরুষোত্তম হতে চলেছি। শ্রীকৃষ্ণ তো নতুন দুনিয়ার পুরুষোত্তম, তাই না! বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবার সম্মুখে বসে রয়েছি, তাই আরো অধিকমাত্রায় পড়াশোনা করা উচিত। পড়াতেও হবে। না পড়ালে এটাই প্রমাণিত হয় যে (নিজে) পড়েও না। বুদ্ধিতে বসে না। ৫ শতাংশও বসে না। এও স্মরণে থাকে না যে, আমরা সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ। বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণ থাকে আর চক্র আবর্তিত হতে থাকে, বোঝানো তো অতি সহজ। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন সর্বাপেক্ষা বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পিতা। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আমরাই পূজ্য, আমরাই পূজারী, এই মন্ত্র অত্যন্ত ভালো। ওরা আবার আত্মাই পরমাত্মা বলে দিয়েছে, যাকিছু বলে তা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা পবিত্র ছিলাম, ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে এখন এমন হয়েছি। এখন আমরা ফিরে যাই। আজ এখানে, কাল ঘরে যাবো। আমরা অসীম জগতের পিতার ঘরে ফিরে যাই। এ হলো অসীম জগতের নাটক যা এখন রিপীট হবে। বাবা বলেন, দেহ-সহ দেহের সর্ব সন্স্কাকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাই, একথা পাকাপাকিভাবে স্মরণ করে নাও, আমরা আত্মা -- এও যেন স্মরণে থাকে আর নিজের ঘরও যেন স্মরণে থাকে তাহলেই বুদ্ধির দ্বারা সমগ্র দুনিয়ার সন্ধ্যাস হয়ে যায়। শরীরেরও সন্ধ্যাস, তো সবকিছুরই সন্ধ্যাস। ওই হঠযোগীরা কি সমগ্র সৃষ্টির সন্ধ্যাস করে, না করে না! তাদের (সন্ধ্যাস) অসম্পূর্ণ। তোমাদের সমগ্র দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে, নিজেকে দেহ মনে করে, তাই কার্যও তেমনই করে। দেহ-অভিমানী হলে চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা বলা, পাপ করা..... এইসমস্ত অভ্যাস হয়ে যায়। চিৎকার করে কথা বলারও অভ্যাস হয়ে যায়, তখন বলে যে আমাদের আওয়াজই এরকম। দিনে ২৫-৩০ পাপও করে ফেলে। মিথ্যা বলাও পাপ, তাই না! অভ্যাস হয়ে যায়। বাবা বলেন -- আওয়াজ কম করতে শেখো। আওয়াজ কম করতে খুব দেরী লাগে না। কুকুর-কেও যখন ট্রেনিং দেওয়া হয় তখন সে ভালো হয়ে যায়, বাঁদর কত তীক্ষ্ণ হয়, কারোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলে তখন নাচ ইত্যাদিও করে। পশুও শুধরে যায়। পশুদের মানুষ শুধরে দেয়। মানুষকে শুধরায় বাবা। বাবা বলেন, তোমরাও পশুদের মতোই। তাই আমাকে কূর্মাবতার (কচ্ছপ), বরাহাবতার (বরাহ) বলে দাও। যেমন তোমাদের অ্যাক্টিভিটি, তার থেকেও খারাপ আমাকে করে দিয়েছো। এও তোমরা জানো, দুনিয়া জানে না। ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। কী-কী শাস্তিভোগ করে, তাও তোমরা জানতে পারবে। আধাকল্প ভক্তি করেছে, এখন বাবাকে পেয়েছো। বাবা বলেন, আমার মতানুসারে না চললে তো সাজা আরোই বৃদ্ধি পাবে তাই এখন পাপাদি করা ছেড়ে দাও। নিজের চার্ট রাখো, সঙ্গে আবার ধারণাও চাই। কাউকে বোঝানোর অভ্যাসও চাই। প্রদর্শনীর চিত্রগুলিকে চিত্তন করতে থাকো। কাকে আমরা কীভাবে বোঝাবো। সর্বপ্রথম এই কথা বলা -- গীতার ভগবান কে ? জ্ঞানের সাগর হলেন পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না! এই পিতা হলেন সকল আত্মাদের পিতা। তাই বাবার পরিচয় তো চাই, তাই না! ঋষি-মুনি ইত্যাদি কারোর-ই না আছে বাবার পরিচয়, না রচনার আদি-মধ্য-ান্তের তাই সর্বপ্রথমে একথা বুঝিয়ে লেখাও যে, ঈশ্বর এক। দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না। মানুষ নিজেকে ভগবান বলতে পারে না।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই নিশ্চয়তা রয়েছে -- ভগবান নিরাকার। বাবা আমাদের পড়ান। আমরা স্টুডেন্টস্। তিনি পিতাও, শিক্ষকও, সঙ্গীও। একজনকে স্মরণ করলেই শিক্ষক এবং গুরু দুজনই স্মরণে আসবে। বুদ্ধি বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র শিব বলাও উচিত নয়। শিব আমাদের পিতাও, সুপ্রীম টিচারও, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সেই একের

কত মহিমা রয়েছে, ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। কেউ-কেউ তো বলে যে, এরা তো বি.কে.-দের গুরু বানিয়েছে। তোমরা তো তাদের গুরু হয়ে যাও, তাই না! কিন্তু তোমাদের বাবা বলা যাবে না। শিক্ষক, গুরু বলবে, কিন্তু বাবা নয়। এই তিনটিই একমাত্র সেই পিতাকেই বলা হবে। তিনি হলেন সর্বাপেক্ষা বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পিতা, ঐন্যার(ব্রহ্মা) উপরেও সেই পিতা রয়েছেন। এ (কথা) ভালভাবে বোঝাতে হবে। প্রদর্শনীতে বোঝানোর জন্য বুদ্ধি চাই। কিন্তু নিজের মধ্যে এত শক্তি নেই বলে মনে করে। বড়-বড় প্রদর্শনী হয়, তাই যারা ভাল-ভাল সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের সেখানে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। বাবা কি বারণ করে, না করে না। ভবিষ্যতে সাধু-সন্ত ইত্যাদিদেরও তোমরা জ্ঞানের তীর বিদ্ধ করতে থাকবে। যাবে কোথায়! হাট(দোকান) তো একটাই। এই হাট থেকেই সকলের সন্নতি হবে। এই হাট এমন যে, তোমাদের সকলকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দেয়, এরপর (পবিত্র) হও বা না হও।

বাচ্চারা, তোমাদের মনযোগ বিশেষভাবে সার্ভিসের দিকে থাকা উচিত। যদিও বাচ্চারা সমঝদার কিন্তু সার্ভিস সম্পূর্ণ না করলে তখন বাবা মনে করেন যে, রাহুর দশা বসে রয়েছে। দশা তো সকলের উপরেই বসে, তাই না! মায়ার প্রতিবিশ্ব পড়ে পুনরায় দুদিন পর ঠিকও হয়ে যায়। সার্ভিসের অনুভব পেয়ে বাচ্চাদের আসা উচিত। প্রদর্শনী তো করতে থাকে, কিন্তু কেন মানুষ বুঝতে পারে তৎক্ষণাৎ লেখে না যে, সত্যিই গীতা শিব ভগবানের উবাচ(কথন), কৃষ্ণের নয়। কেউ আবার বলে, এ খুবই ভালো। মানুষের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর, সকলকে দেখানো উচিত। কিন্তু আমিও এই উত্তরাধিকার নেব..... এমন কেউ বলে না। *আচ্ছা।*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহ-অভিমনে এসে চিৎকার করে কথা বলা উচিত নয়। এই অভ্যাসকে দূর করতে হবে। চুরি করা, মিথ্যা বলা..... এসব পাপ, এর থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য দেহী-অভিমাত্রী হয়ে থাকতে হবে।

২) মৃত্যু সম্মুখে রয়েছে, তাই বাবার শ্রীমতানুসারে চলে পবিত্র হতে হবে। বাবার হয়ে যাওয়ার (সমর্পিত) পর কোনও খারাপ কর্ম করবে না। সাজাভোগ করা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- স্মরণের শক্তি দ্বারা নিজের এবং অপরের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের গতি-বিধির জ্ঞাতা মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব*
ব্যাখ্যা :- যেমন বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবী থেকে অন্তরিক্ষে(স্পেসে) গমনকারীদের প্রতিটি গতি-বিধিকে জানতে পারে। তেমনি তোমরা ত্রিকালদর্শী বাচ্চারা সাইলেন্স অর্থাৎ স্মরণের শক্তি দ্বারা নিজের এবং অপরের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বা স্থিতির গতি-বিধিকে স্পষ্টভাবে জানতে পারো। বুদ্ধি দিব্য হলে, স্মরণের শুদ্ধ সঙ্কল্পে স্থির হলে ত্রিকালদর্শী ভব-র বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায় আর নতুন-নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য স্বতঃ-ই ইমার্জ হয়ে যায়।

স্লোগান:- সকলের সহযোগী হও, তবেই স্নেহ স্বতঃতই প্রাপ্ত হতে থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের ভালোবাসা বিনাশী শরীরের প্রতি থাকা উচিত নয়, একমাত্র বিদেহীকে ভালোবাসো, দেহকে দেখেও দেখো না"

প্রশ্নঃ - বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করার পুরুষার্থ কি ? স্বচ্ছ বুদ্ধির লক্ষণ কি ?

উত্তরঃ - দেহী-অভিমানী হলেই বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়। এমন দেহী-অভিমানী বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে একমাত্র বাবাকে ভালোবাসবে। বাবার কথাই শুনবে। কিন্তু যারা বুদ্ধিহীন হয় তারা দেহকে ভালোবাসে, দেহের-ই শৃঙ্গার করে।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি কে বললো এবং কারা শুনলো? অন্য সংসঙ্গে কৌতূহলী ভক্তরা শোনে। মহাত্মা বা গুরু ইত্যাদিরা বলেন, এমন বলা হবে। এখানে পরমাত্মা বলেন এবং আত্মারা শোনে। নতুন কথা তাইনা। দেহী-অভিমানী হতে হবে। অনেকে এখানেও দেহ-অভিমানী হয়ে বসে। বাচ্চারা, তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে বসা উচিত। আমি আত্মা এই শরীরে বিরাজমান। শিববাবা আমাদের বোঝান, এই কথা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে স্মরণ থাকা উচিত। আমি আত্মা আমার কানেকশন হল পরমাত্মার সঙ্গে। পরমাত্মা এসে এই শরীরের দ্বারা জ্ঞান দান করেন, সুতরাং ইনি হলেন মাধ্যম। তোমাদের বোঝান উনি (শিববাবা)। এনাকেও (ব্রহ্মা বাবাকেও) অবিনাশী উত্তরাধিকার শিববাবাই দেন। অতএব বুদ্ধি শিববাবার দিকে থাকা উচিত। কোনও পিতার ৫-৭ টি সন্তান থাকলে তাদের বুদ্ধিযোগ পিতার দিকে থাকবে তাইনা কারণ পিতার কাছে লৌকিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভাইয়ের কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয় না। সর্বদা পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আত্মা , আত্মার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না। তোমরা জানো আত্মা রূপে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। আমরা সবাই আত্মা আমাদের সবার কানেকশন এক পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গেই আছে। তিনি বলেন, "মামেকম্ স্মরণ করো" । একমাত্র আমার সঙ্গে প্রীতি রাখো। রচনার সঙ্গে নয়। দেহী-অভিমানী হও। আমি ছাড়া অন্য কোনও দেহধারীকে স্মরণ করলে বলা হয় দেহ-অভিমান। যদিও এই দেহধারী অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা তোমাদের সামনে আছেন কিন্তু তোমরা এনাকে দেখবে না। বুদ্ধিতে শিববাবার স্মৃতি থাকা উচিত। তারা তো শুধুমাত্র বলতে হয় তাই ভাই-ভাই বলে, এখন তোমরা জানো আমরা হলাম আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। অবিনাশী উত্তরাধিকার পরমাত্মা পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। তিনি আমাদের পিতা, তিনি বলেন তোমাদের ভালোবাসা একমাত্র আমার সঙ্গে থাকা উচিত। আমি নিজে এসে নিজের সঙ্গে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করি। কোনও দেহধারীর সঙ্গে আশীর্বাদ নয়। অন্য সব সম্বন্ধ গুলি হল দেহের, এখানকার সম্বন্ধ। এইসময় তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা আত্মারা বাবার কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করি, বুদ্ধি বাবার দিকে থাকা উচিত। শিববাবা এনার (ব্রহ্মা বাবার) পাশে বসে আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। তিনি এই দেহটি লোনে নিয়েছেন। আত্মা এই শরীর রূপী ঘরে এসে পাট প্লে করে। যেমন করে তারা নিজেদের আন্ডার-হাউস অ্যারেস্ট করায় - পাট প্লে করার জন্য। সবই হল ফ্রী। কিন্তু এতে প্রবেশ করে নিজেকে এই ঘরে বন্ধ করে পাট প্লে করে। আত্মা-ই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে পাট প্লে করে। এই সময় যে যতখানি দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকবে উঁচু পদের অধিকারী হবে। বাবার শরীরেও তোমাদের ভালোবাসা থাকা উচিত নয়, একটুও নয়। এই শরীর তো কোনো কাজের নয়। আমি এই শরীরে প্রবেশ করি, শুধুমাত্র তোমাদের বোঝানোর জন্য। এটা হল রাবণের রাজ্য, অন্যের দেশ। রাবণকে দাহ করে কিন্তু বোঝে না কিছু। চিত্র ইত্যাদি যা কিছু তৈরি করে, সে বিষয়ে কিছু জানে না। একেবারেই বুদ্ধিহীন। রাবণ রাজ্যে সবাই বুদ্ধিহীন হয়ে যায়। দেহ-অভিমান থাকে তাইনা। তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গেছে। বাবা বলেন যারা বুদ্ধিহীন হবে তারা দেহকে স্মরণ করবে, দেহকে ভালোবাসবে। স্বচ্ছ বুদ্ধি যারা হবে তারা তো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করবে পরমাত্মার কথা শুনবে, এতেই সব পরিশ্রম লাগে। এই ব্রহ্মা হলেন শিববাবার রথ। অনেকের তো ব্রহ্মার সাথে ভালোবাসা থাকে। যেমন হসেনের ঘোড়া, তাকে কত সাজানো হয়। যদিও মহিমা তো হসেনের তাইনা। ঘোড়ার তো নয়। নিশ্চয়ই মানুষের দেহে হসেনের আত্মা প্রবেশ করে তাইনা। তারা এই কথা গুলি বোঝে না। এখন একেই বলা হয় রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। অশ্ব নাম শুনে তারা ঘোড়া ভেবে নিয়েছে, তারই বলিদান করে। এইসব কাহিনী হল ভক্তি মার্গের। যে যাত্রী এখন তোমাদের সুন্দর করেন, তিনি হলেন শিববাবা।

এখন তোমরা জানো আমরা প্রথমে গৌর বর্ণ ছিলাম পরে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছি। যে আত্মারা প্রথমে এসেছে তারা

প্রথমে থাকে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমো স্থিতিতে আসে। বাবা এসে সবাইকে সুন্দর করেন। যারা ধর্ম স্থাপনের জন্য আসে, তারা সবাই হল সুন্দর আত্মা, পরে কাম চিতায় বসে কালো হয়। প্রথমে সুন্দর পরে শ্যাম হয়। ব্রহ্মা সর্ব প্রথমে এক নম্বরে আসেন তাই সবচেয়ে বেশি সুন্দর হন। এই (লক্ষ্মী-নারায়ণ) এর মতন ন্যাচারাল সুন্দর তো কেউ হয় না। এই হল জ্ঞানের কথা। যদিও খ্রিস্টানরা ভারতীয়দের চেয়ে ফর্সা কারণ ওইদিকের নিবাসী কিন্তু সত্যযুগে তো ন্যাচারাল বিউটি থাকে। আত্মা ও শরীর দুই-ই সুন্দর থাকে। এইসময় সবাই পতিত শ্যামবর্ণ হয়েছে তাই বাবা এসে সবাইকে সুন্দর করেন। প্রথমে সতোপ্রধান পবিত্র থাকে তারপরে নামতে-নামতে কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যায়। এখন বাবা এসেছেন সকল আত্মাদের পবিত্র করতে। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। সুতরাং স্মরণ করতে হবে একজনকেই। দেহধারীর সঙ্গে প্রীতি রাখবে না। বুদ্ধিতে এই কথা যেন থাকে যে আমরা এক পিতার সন্তান, তিনি হলেন সব। এই চোখ দিয়ে যারা দৃশ্যমান, সেসব বিনাশ হয়ে যাবে। এই চোখ দুটিও শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো ত্রিনেত্রী বলা হয়। তাঁর আছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র। ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ এই টাইটেল তাঁকেই দেওয়া হয়। এখন তোমাদের ত্রি-লোকের জ্ঞান আছে পরে এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, যাঁর জ্ঞান থাকে তিনি এসে আবার প্রদান করেন। বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনান। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি এই শরীরে প্রবেশ করে এসেছি তোমাদের পবিত্র করতে। আমাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে অন্য কাউকে স্মরণ করলে সতোপ্রধান হতে পারবে না। পাপ বিনষ্ট না হলে বলা হবে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশক্তি। মানুষ তো অন্ধশ্রদ্ধায় আছে। দেহধারীদের প্রতি মোহে আচ্ছন্ন থাকে। এখন তোমাদের দেহী-অভিমानी হতে হবে। একের প্রতি মোহ রাখতে হবে। অন্য কারো প্রতি মোহ থাকলে বলা হবে বাবার প্রতি বিপরীত বুদ্ধি। বাবা কত বোঝান আমি পিতা আমাকেই স্মরণ করো, এতেই পরিশ্রম লাগে। তোমরাও বলো আমরা পতিত হয়েছি এসে আমাদের পবিত্র করো। একমাত্র বাবা পবিত্র করেন। বাচ্চারা, একমাত্র বাবা তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝান। সেসব তো সহজ তাইনা। যদিও স্মরণ করার বিষয়টি হল সবচেয়ে কঠিন বিষয়। বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে কেউ বুদ্ধিমান নয়।

যে আত্মা বাচ্চারা স্মরণে তীক্ষ্ণ নয় তারা হল পন্ডিত। জ্ঞানে যতই তীক্ষ্ণ থাকুক যদি স্মরণ করতে না পারে তাহলে তো হল পন্ডিত। বাবা পন্ডিতির একটি কাহিনী শোনান। যাকে শোনানো হয় সে তো পরমাত্মাকে স্মরণ করে পার হয়ে যায়। পন্ডিতির দৃষ্টান্তটি তোমাদের জন্য। বাবাকে তোমরা স্মরণ করলে ভবসাগর পার হয়ে যাবে। শুধু মুরলীতে তীক্ষ্ণ হলে পার হতে পারবে না। স্মরণ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে না। এই সব দৃষ্টান্ত বসে তৈরি করা হয়েছে। বাবা বসে যথার্থ রীতি বোঝান। এই কথায় দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে। একটি কথা ধরে রেখেছে যে পরমাত্মাকে স্মরণ করলে পার হয়ে যাবে। শুধু জ্ঞান থাকবে, যোগ নয় তো উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে না। এমন অনেকে আছে, স্মরণে থাকে না, মুখ্য কথা হল স্মরণের। খুব ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চারা আছে, কিন্তু বুদ্ধিযোগ ঠিক না থাকলে আটকে যাবে। যোগী কখনও দেহ-অভিমাণে আটকাবে না, অশুদ্ধ সঙ্কল্প মনে আনবে না। স্মরণে কাঁচা থাকলে সংকল্পের ঝড় আসবে। যোগের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয় গুলি বশে থাকে। বাবা ঠিক ও ভুল (রাইট ও রং) বোঝার বুদ্ধি তো দিয়েছেন। অন্যদের দেহের প্রতি বুদ্ধি গেলে বিপরীত বুদ্ধি বিনশক্তি হয়ে যাবে। জ্ঞান ও যোগ দুই - ই হল পৃথক। যোগের দ্বারা হেল্থ, জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলথ প্রাপ্ত হয়। যোগের দ্বারা শরীরের আয়ু বৃদ্ধি পায়, আত্মা তো ছোট-বড় হয় না। আত্মা বলে আমার শরীরের আয়ু বাড়ে। এখন আয়ু কম পরে অর্ধকল্পের জন্য শরীরের আয়ু বেড়ে যাবে। আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাব। আত্মা পবিত্র হয়, সম্পূর্ণ টা নির্ভর করছে আত্মাকে পবিত্র করার পুরুষার্থে। পবিত্র না হলে পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত হবে না।

মায়া বাচ্চাদের চার্ট রাখতে অলস করে দেয়। স্মরণের যাত্রার চার্ট বাচ্চাদের শেখর বশে রাখা উচিত। দেখা উচিত আমরা বাবাকে স্মরণ করি নাকি কোনও মিত্র আত্মীয় স্বজনের দিকে বুদ্ধি যায়। সারা দিন কাকে স্মরণ করি অথবা প্রীতি কার দিকে ছিল, সময় কতখানি নষ্ট হল ? সবার চার্ট রাখা উচিত। কিন্তু কারো এত শক্তি নেই যে নিজের চার্ট রেগুলার রাখবে। কেউ কেউ বিশেষ থাকে তারা রাখে। মায়া পুরো চার্ট রাখতে দেয় না। অলস করে দেয়। স্ফূর্তি উৎসাহ শেষ হয়ে যায়। বাবা বলেন, "মামেকম্ স্মরণ করো"। আমি তো সকল প্রেমিকাদের প্রেমিক। সুতরাং প্রেমিককে স্মরণ করা উচিত তাইনা। প্রেমিক শিবপিতা বলেন তোমরা অর্ধকল্প স্মরণ করেছে, এখন আমি বলছি আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এমন পিতা যিনি সুখ প্রদান করেন, তাঁকে কতখানি স্মরণ করা উচিত। অন্যরা সবাই তো দুঃখ দিয়ে থাকে। কেউ কাজে আসবে না। শেষ সময় একমাত্র পরমাত্মা পিতা-ই কাজে লাগেন। শেষ সময় এক হয় দৈহিক বা সীমিত, আরেক হয় আত্মিক বা অসীম।

বাবা বোঝান ভালো ভাবে স্মরণ করতে থাকলে অকালে মৃত্যু হবে না। তোমাকে অমর করি। সর্বপ্রথম বাবার সঙ্গে প্রীতি

বুদ্ধি চাই। কারো শরীরের প্রতি প্রীতি থাকলে পতন হবে। ফেল হয়ে যাবে। চন্দ্রবংশী হবে। স্বর্গ সত্যযুগী সূর্যবংশী রাজ্যকে বলা হয়। ত্রেতা-কে স্বর্গ বলা হবে না। যেমন দ্বাপর এবং কলিযুগ আছে তো কলিযুগকে ঘোর নরক, তমোপ্রধান বলা হয়। দ্বাপরকে এতটা বলা হবে না তবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য স্মরণ করতে হবে। নিজেরাও বুঝতে পারো আমাদের অমূকের প্রতি প্রীতি আছে, তার আধার না থাকলে আমার কল্যাণ হবে না। এবার এইরূপ স্থিতিতে যদি মৃত্যু হয় তাহলে কি হবে। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশন্তি। ধুলো ছাই পদ অর্থাৎ খুবই কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।

আজকাল দুনিয়ায় ফ্যাশান একটি বড় বিপদ। নিজেকে ভালোবাসার দরুন শরীরকে টিপটপ করে। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা কারো নাম-রূপে আটকে যেও না। লক্ষ্মী-নারায়ণের ড্রেস দেখো কতখানি রয়্যাল। ওই হল শিবালয়, এই হল বেশ্যালয়। মানুষ এই দেবতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে আমরা বেশ্যালয়ে আছি। আজকাল তো ফ্যাশানের বিপদ আছে, সবার দৃষ্টি যায়, তারপর হরণ করে। সত্যযুগে তো নিয়ম অনুযায়ী আচরণ থাকে। সেখানে তো ন্যাচারাল বিউটি থাকে, তাইনা। অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। এখানে মাত্র চোখের দেখায় আকৃষ্ট হয়ে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এখন তোমাদের হল ঈশ্বরীয় বুদ্ধি, পাথরবুদ্ধি থেকে পরশবুদ্ধি বাবা ব্যতীত কেউ করতে পারে না। ওই হল রাবণ সম্প্রদায়। তোমরা এখন রাম সম্প্রদায় হয়েছো। পাণ্ডব ও কৌরব একই সম্প্রদায়ের ছিল, যাদব হল ইউরোপবাসী। গীতা পাঠ করে কেউ বোঝে না যাদব হল ইউরোপবাসী। তারা তো যাদব সম্প্রদায়কেও এখানেই বলে দেয়। বাবা বসে বোঝান, যাদব হল ইউরোপবাসী, যারা নিজেদের বিনাশের জন্য এই মিসাইল ইত্যাদি তৈরি করেছে। পাণ্ডবদের বিজয় হয়, তারা গিয়ে স্বর্গের মালিক হবে। পরমাত্মা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে পাণ্ডব গলে মরেছে তারপর কি হয়েছে ? কিছুই জানে না। পাথর বুদ্ধি কিনা। ড্রামার রহস্য একটুও জানে না। বাবার কাছে বাচ্চারা আসে, যদিও তাদের বলা হয় অলঙ্কার ইত্যাদি পরো। তারা বলে বাবা এখানে অলঙ্কার শোভনীয় নয়! পতিত আত্মা, পতিত শরীরে অলঙ্কার কীভাবে শোভনীয় হবে! সেখানে তো আমরা এই অলঙ্কারে সজ্জিত থাকবো। অপরিমিত ধন থাকে। সবাই সুখী থাকে। যদিও সেখানে জ্ঞান থাকে ইনি রাজা, আমরা প্রজা। কিন্তু দুঃখ থাকে না। এখানে আনাজ ইত্যাদি পাওয়া যায় না তখন মানুষ কত দুঃখে থাকে। সেখানে তো সবকিছু পাওয়া যায়। দুঃখ বলে কিছু থাকে না। নাম টাই হল স্বর্গ। ইউরোপবাসী তাকে প্যারাডাইজ বলে। তারা ভাবে গড-গডেজ অর্থাৎ দেব-দেবীরা সেখানে থাকতো তাই তাদের চিত্র কিনে রাখে। কিন্তু সেই স্বর্গ কোথায় গেলো - সেই জ্ঞান কারো নেই। এখন তোমরা জানো এই চক্র টি কীভাবে ঘুরপাক খায়। নতুন হয় পুরানো, পুরানো আবার হয় নতুন। দেহী-অভিমানী হতেই পরিশ্রম লাগে। তোমরা দেহী/অভিমানী হলে এই অনেক রোগ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও দেহধারীকে নিজের আধার বানাতে না। শরীরের প্রতি প্রীতি রাখতে না। মনের ভালোবাসা একমাত্র বাবার প্রতি রাখতে হবে। কারো নাম-রূপ দেখে আটকে পড়বে না।

২) স্মরণের চার্ট শখ করে রাখতে হবে, এই চার্ট লেখায় আলস্য করবে না। চার্টে দেখতে হবে - আমার বুদ্ধি কোন্ দিকে যায়? কত সময় নষ্ট হয় ? সুখ প্রদানকারী বাবার স্মরণ কতক্ষণ থাকে ?

বরদানঃ:- বিশ্ব মহারাজনের পদবী প্রাপ্তকারী সর্ব শক্তির স্টক সম্পন্ন ভব*

ব্যাখ্যা: যে আত্মারা বিশ্বের মহারাজনের পদবী প্রাপ্ত করবে তাদের পুরুষার্থ শুধুমাত্র নিজের প্রতি থাকবে না। নিজের জীবনে আসা বিঘ্ন ও পরীক্ষা গুলি পাস করা - সেসব হল খুব সাধারণ কথা কিন্তু যে আত্মারা বিশ্ব মহারাজন হবে, তাদের কাছে সর্ব শক্তির স্টক ভরপুর থাকবে। তাদের প্রতি সেকেন্ড প্রতি সঙ্কল্প অন্যদের জন্য হবে। তন-মন-ধন সময় শ্বাস সবই সফল হবে বিশ্ব কল্যাণের সেবায়।

স্লোগানঃ:- একটি দুর্বলতা অনেক বিশেষত্বকে শেষ করে দেয়, তাই দুর্বলতা গুলি ত্যাগ করো ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই জন্ম খুবই অমূল্য, এই জন্মেই তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে"

প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় সন্তান নামপ্রাপ্ত বাচ্চাদের মূখ্য ধারণা কি হবে ?

উত্তরঃ - তারা নিজেদের মধ্যে খুবই ফ্রীরথও হয়ে থাকবে । কখনোই নুনজল হবে না । দেহ -অভিমানী মানুষ যারা, তারা উল্টোপাল্টা কথা বলে, লড়াই -ঝগড়া করতে থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই অভ্যাস থাকতে পারে না । তোমাদের এখানে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে, কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে ।

ওম শান্তি । সর্ব প্রথমে বাবা বাচ্চাদের বলেন, দেহী -অভিমানী ভব । নিজেকে আত্মা মনে করো । গীতা ইত্যাদিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, সে সবই হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র । বাবা বলেন, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর । বাচ্চারা, আমি তোমাদের জ্ঞান শোনাই । তিনি কোন জ্ঞান শোনান ? তিনি এই সৃষ্টির অথবা ড্রামার আদি -মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান । এ হলো ঈশ্বরীয় পাঠ । হিন্দু আর জিওগ্রাফি আছে তো, তাই না । ভক্তিমার্গে কেউ হিন্দু -জিওগ্রাফি পড়ে না । তারা এর নামই নেবে না । সাধু -সন্ত আদি বসে শাস্ত্র পাঠ করে । এই বাবা তো আর কোনো শাস্ত্র পাঠ করে শোনান না । তিনি এই পড়া পড়িয়ে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানান । তোমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতেই আসো । যদিও ওরাও মানুষ আর তোমরাও মানুষ, কিন্তু মানুষ বাবাকেই ডাকে যে, হে পতিত পাবন এসো । তোমরা তো একথা জানো যে, দেবতারা হলেন পবিত্র । বাকি তো সমস্ত মানুষ অপবিত্র, তারা তো দেবতাদের নমন করে । তারা দেবতাদের পবিত্র আর নিজেদের পতিত মনে করে, কিন্তু দেবতারা পবিত্র কিভাবে হলেন, তাঁদের পবিত্র কে বানালো -এ কোনো মানুষ মাত্রই জানে না । বাবা তাই বোঝান -নিজেকে আত্মা জ্ঞান করে বাবাকে স্মরণ করা -এতেই যত পরিশ্রম । তোমাদের দেহ -অভিমান থাকা উচিত নয় । আত্মা হলো অবিনাশী, সংস্কারও আত্মার মধ্যেই থাকে । আত্মাই ভালো এবং খারাপ সংস্কার নিয়ে যায়, তাই বাবা এখন বলেন, তোমরা দেহী -অভিমানী হও । নিজের আত্মাকেও কেউ জানে না । রাবণ রাজ্য যখন শুরু হয় তখনই অন্ধকারের মার্গ শুরু হয় । মানুষ দেহ -অভিমানী হয়ে যায় ।

বাবা বসে তোমাদের বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা এখানে কার কাছে এসেছো ? এনার কাছে নয় । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি । এনার অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্মে এ হলো পতিত জন্ম । অনেক জন্ম কি ? সেও আমি তোমাদের বলেছি, অর্ধেক কল্প হলো পবিত্র জন্ম, আর অর্ধেক কল্প হলো পতিত জন্ম । তাই ইনিও এখন পতিত হয়ে গেছেন । ব্রহ্মা নিজেকে দেবতা বা ঈশ্বর বলেন না । মানুষ মনে করে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দেবতা ছিলেন, তাই তারা বলে, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ । বাবা বোঝান যে, ব্রহ্মা, যিনি পতিত ছিলেন, তিনি অনেক জন্মের অন্তে আবার পবিত্র হয়ে দেবতা হন । তোমরা হলে বি.কে । তোমরাও ব্রাহ্মণ, আর এই ব্রহ্মাও ব্রাহ্মণ । এনাকে কে দেবতা বলেন ? ব্রহ্মাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, না কি দেবতা ? ইনি যখন পবিত্র হন, তাও তখনও ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হবে না । যতক্ষণ না বিষ্ণু (লক্ষ্মী -নারায়ণ) হন, ততক্ষণ দেবতা বলা হবে না । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী । তোমাদের প্রথমে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানাই । তোমাদের এই জন্মকে অমূল্য হীরে তুল্য জন্ম বলা হয় । যদিও কর্ম ভোগ তো হতেই থাকে । তাই বাবা এখন বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । এই অভ্যাস হলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । নিজেকে দেহধারী মনে করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । আত্মা ব্রাহ্মণ নয়, শরীর সাথে থাকলেই তখন ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা --- শূদ্র ইত্যাদি হয় । তাই এখন বাবাকে স্মরণ করারই পরিশ্রম । এ সহজযোগও । বাবা বলেন, এ সহজের থেকেও সহজ । কারোর কারোর তো শক্তও লাগে । তারা প্রতি মুহূর্তে দেহ বোধে এসে বাবাকেও ভুলে যায় । দেহী-অভিমানী হওয়াতে সময়ও তো লাগে । এমন হতেই পারে না যে, এখনই তুমি একরস হয়ে গেলে আর বাবার স্মরণ স্থায়ীভাবে টিকে গেলো । তা নয় । তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হলে তখন তোমাদের শরীরও থাকবে না । পবিত্র আত্মা হালকা হয়ে একদম শরীরকে ছেড়ে দেয় । পবিত্র আত্মার সঙ্গে অপবিত্র শরীর থাকে না । এমন নয় যে, এই দাদা কোনো পারে পৌঁছে গেছে । ইনিও বলেন -স্মরণের খুব পরিশ্রম । দেহ অভিমানে থাকলে উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি চলতে থাকে । আমরা আত্মারা সব ভাই -ভাই, তাই আত্মাদের মধ্যে কিছু হতে পারে না । দেহ অভিমানের জন্যই এই দ্বিধা এসে যায় । বাচ্চারা, এখন তোমাদের দেহী -অভিমানী হতে হবে । দেবতারা যেমন ফ্রীরথও, তেমনই তোমাদেরও নিজেদের মধ্যে খুবই ফ্রীরথও হয়ে থাকা উচিত । তোমাদের কখনো নুনজল হওয়া উচিত নয় । যারা দেহ -অভিমানী মানুষ, তারা

উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই অভ্যাস হতে পারে না। তোমাদের তো এখানে দেবতা হওয়ার জন্য দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা জানো যে, এই শরীর, এই দুনিয়া পুরানো এবং তমোপ্রধান। পুরানো জিনিস, পুরানো সম্বন্ধে ঘৃণা করতে হয়। দেহ অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই পাপ বিনাশ হবে। অনেক বাচ্চাই এই স্মরণের যাত্রায় ফেল করে যায়। জ্ঞান অনুভব করতে খুবই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু এই স্মরণের পরিশ্রম খুব বেশী। এ হলো বড় পরীক্ষা। অর্ধেক কল্পের পুরানো ভক্তই এ বুঝতে পারে। ভক্তিতে যারা পিছনে থাকে তারা এ তো বুঝতে পারে না।

বাবা এই শরীরে এসে বলেন, আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি। আমার এই ড্রামাতে পাট আছে এবং আমি একবারই আসি। এ হলো সেই সঙ্গম যুগ। লড়াইও সামনে উপস্থিত। এই নাটক হলো পাঁচ হাজার বছরের। কলিযুগের আয়ু যদি আরো চল্লিশ হাজার বছর হয়, তাহলে না জানি কি হবে! ওরা তো বলে, ভগবানও যদি আসে, তাহলেও আমরা শাস্ত্রের বলা পথ ছাড়বো না। তারা এও জানে না যে, চল্লিশ হাজার বছর পরে কোন ভগবান আসবেন? কেউ মনে করে, কৃষ্ণ ভগবান আসবেন। নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে কিন্তু সেই অবস্থাও হওয়া চাই। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে খুবই প্রেমের সম্পর্ক থাকা উচিত। তোমরা তো ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই না। তোমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী, এমন মহিমাও আছে। তোমরা বলে যে, আমরা পতিতকে পবিত্র করার জন্য বাবার সহযোগী। বাবা, আমরা কল্পে-কল্পে আত্ম - অভিমানী হয়ে আপনার শ্রীমতে চলে যোগবলের দ্বারা নিজেদের বিকর্ম বিনাশ করি। যোগবল হলো সাইলেন্সের শক্তি। সাইলেন্সের শক্তি আর সায়েন্সের শক্তির মধ্যে রাত দিনের তফাৎ। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। শুরুর দিকেও কতো বাচ্চা সাক্ষাৎকার করেছে, অভিনয় করেছে। আজ আর তারা নেই। মায়া তাদের গিলে ফেলেছে। যোগে না থাকতে পারলে মায়া খেয়ে ফেলে। যদিও বাচ্চারা জানে যে, ভগবান আমাদের পড়ান, তাহলে নিয়মমতো পড়া উচিত। না হলে, খুবই কম পদ পাবে। সাজাও অনেক ভোগ করবে। এমন গায়নও তো আছে --- আমি জন্ম-জন্মান্তরের পাপী। সত্যযুগে তো রাবণ রাজ্যই থাকে না, তাহলে বিকারের নামও সেখানে কিভাবে আসতে পারে? সে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী রাজ্য। সে হলো রাম রাজ্য আর এ রাবণ রাজ্য। এই সময় সকলেই তমোপ্রধান। প্রত্যেক বাচ্চাকেই নিজেদের স্থিতির পর্যবেক্ষণ করা দরকার যে, আমরা বাবার স্মরণে কতো সময় থাকতে পারি? দৈবী গুণ কতটা ধারণ করেছি? মূখ্য বিষয় হলো, নিজেদের ভিতরে দেখতে হবে, আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ তো নেই? আমাদের খাওয়া দাওয়া কেমন? সারাদিনে কোনো ফালতু কথা বা মিথ্যা কথা বলি না তো? অনেকসময় শরীর নির্বাহের কারণেও তো মিথ্যা বলে ফেলতে হয়, তাই না। তখন মানুষ মনে করে, দানপুণ্য করলে এই পাপ খণ্ডন হয়ে যাবে। ভালো কাজ করলে অবশ্যই পরিবর্তে ভালো ফল পাওয়া যায়। কেউ যদি হাসপাতাল তৈরী করে তাহলে পরের জন্মে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। কলেজ তৈরী করে দিলে ভালো পড়াশোনা হবে, কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? তার জন্য তারা আবার গঙ্গাস্নান করতে যায়। বাকি যে ধন দান করে, তা দ্বিতীয় জন্মে পেয়ে যায়। তাতে পাপ মুক্ত হওয়ার কোনো কথা থাকে না। সে হলো ধনের লেনদেন, ঈশ্বরের জন্য দিয়েছে, ঈশ্বর আবার অল্পকালের জন্য ফেরত দিয়ে দিয়েছে। এখানে তো তোমাদের পবিত্র হতে হবে, বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। পবিত্র মানুষ পতিত দুনিয়াতে থাকবেই না। ওরা ঈশ্বরের জন্য ইনডায়রেক্ট করে। ঈশ্বর তো এখন বলেন -- আমি তোমাদের সম্মুখে এসেছি পবিত্র বানানোর জন্য। আমি তো দাতা, তোমরা আমাকে দাও, তখন আমি তার পরিবর্তে তোমাদের দিয়ে থাকি। আমি নিজের কাছে কিছুই রাখি না। বাচ্চারা, তোমাদের জন্যই এই বাড়ী ইত্যাদি বানানো হয়েছে। সন্ত্যাসীরা তো নিজেদের জন্য বড় বড় মহল ইত্যাদি বানায়। এখানে তো শিববাবা নিজের জন্য কিছুই বানান না। তিনি বলেন, এর পরিবর্তে তোমরা নতুন দুনিয়াতে ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত করবে, কেননা তোমরা সম্মুখ লেনদেন করো। তোমরা যে অর্থ দান করো তা তোমাদেরই কাজে লাগে। ভক্তিমার্গেও আমি দাতা আর এখানেও আমি দাতা। ওখানে হলো অপ্রত্যক্ষ আর এখানে প্রত্যক্ষ। বাবা তো বলে দেন, যা কিছুই আছে তা দিয়ে তোমরা সেন্টার খোলো। অনেকের কল্যাণ করো। আমিও তো সেন্টার খুলি, তাই না। বাচ্চাদের দেওয়া, তা দিয়ে আমি বাচ্চাদেরই সাহায্য করি। আমি তো নিজের সঙ্গে অর্থ নিয়েই আসি না। আমি তো এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করি, ঐর দ্বারাই কর্তব্য করাই। আমি তো স্বর্গে আসি না। এ সবকিছুই তোমাদের জন্য, আমি তো অভোক্তা। আমি কিছুই গ্রহণ করি না। আমি এমনও বলি না যে, তোমরা আমার পায়ে পড়ো। বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের অতি অনুগত সেবক। তোমরা এও জানো যে - সেই হলো আমাদের মাতা পিতা..... আমাদের সবকিছুই। তাও তিনি নিরাকার। তোমরা কোনো গুরুকে কখনোই স্বমেব মাতা-পিতা বলবে না। গুরুকে গুরু আর টিচারকে টিচার বলবে। এনােকেই তোমরা মাতা-পিতা বোলো। বাবা বলেন, আমি কল্পে-কল্পে একইবার আসি। তোমরাই ১২ মাস পরে জয়ন্তী পালন করো, কিন্তু শিববাবা কখন এলেন, কি করলেন, এ কেউই জানে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শঙ্করের কর্তব্যের খবরও কেউ জানে না কেননা উপরে শিবের চিত্র উড়িয়ে দিয়েছে। না হলে, শিববাবা তো হলেন করন-করাবনহার।

তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সব করান। এও বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে, তিনি কিভাবে এসে প্রবেশ করে সব করে দেখান। তিনি তোমাদেরও বলেন, তোমরাও এমনভাবে করো। এক তো খুব ভালোভাবে পড়ো। বাবাকে স্মরণ করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। এনার আত্মাও যেভাবে করেন। ইনিও বলেন, আমি বাবাকে স্মরণ করি। বাবাও এনার সঙ্গেই থাকেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হবো। তাই আমাদের চাল-চলন, খাওয়াদাওয়া আদি সবই পরিবর্তন করতে হবে। বিকারকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আমাদের তো অবশ্যই শুধরাতে হবে। যত শুধরাতে থাকবে, তারপর ধীরে ধীরে শরীর ত্যাগ করবে এবং উচ্চ কুলে জন্ম নেবে। এই কুলেরও আবার নশ্বরের ক্রমানুসার হয়। এখানেও খুব ভালো ভালো বংশ হয়। ৪ - ৫ ভাই সবাই একসাথে থাকে, কোনরকম ঝগড়া আদি হয় না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো, আমরা অমরলোকে যাচ্ছি, যেখানে কোনো কাল গ্রাস করতে পারে না। ভয়ের কোনো কথাই থাকে না। এখানে তো দিনে-দিনে ভয় বাড়তে থাকবে। তোমরা বাইরে বের হতে পারবে না। তোমরা এও জানো যে, এখানে কোটিতে কয়েকজন এই পাঠ গ্রহণ করবে। কেউ তো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, লিখেও রাখে, এরা খুবই ভালো। এমন বাচ্চাও অবশ্যই আসবে। রাজধানী তো স্থাপন হতে হবে, তাই না। আর অল্প সময়ই বাকি আছে।

বাবা সেইসব পুরুষাখী বাচ্চাদের খুবই মহিমা করেন, যারা এই স্মরণের যাত্রায় তীক্ষ্ণ দৌড় লাগাবে। এই স্মরণের কথাই হলো মুখ্য। এতেই পুরানো হিসেব নিকেশ শোধ হয়। কোনো কোনো বাচ্চা বাবাকে লেখে যে -- বাবা, আমি রোজ এতো ঘন্টা স্মরণ করি, বাবাও তখন মনে করেন, এ খুব ভালো পুরুষাখী। পুরুষার্থ তো করতেই হবে, তাই না, তাই বাবা বলেন, নিজেদের মধ্যে কখনোই লড়াই ঝগড়া করা উচিত নয়। এ তো পশুদের কাজ। লড়াই ঝগড়া, এ হলো দেহ বোধের পরিচয়। এতে বাবার নাম বদনাম করে দেবে। বাবার জন্যই এমন কথা বলা হয় যে, সদগুরু নিন্দক টিকতে পারে না। সাধুরা এ কথা নিজেদের জন্য বলে দিয়েছে। তাই মায়েরা তাঁদের খুব ভয় পায় যে, তারা অভিশাপ না দিয়ে দেয়। তোমরা এখন জানো যে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। এখন আমরা প্রকৃত অমর কথা শুনছি। তোমরা বলো, আমরা এই পাঠশালাতে আসি শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের পদ প্রাপ্তির জন্য, আর কোথাও এমন কথা বলে না। এখন আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো। এখানে স্মরণের পুরুষার্থই হলো মুখ্য। অর্ধেক কল্প আমরা স্মরণ করি নি। এখন এই এক জন্মেই আমাদের স্মরণ করতে হবে। এই হলো পরিশ্রম। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, কোনো পাপ কর্ম করলে শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, নিজের উন্নতি করতে হবে। আত্মাই তো শরীরের দ্বারা পড়ে ব্যারিস্টার বা সার্জন আদি তৈরী হয়, তাই না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ তো খুবই উঁচু, তাই না। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। তোমরা তো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী। পূর্ব কল্পেও আমি তোমাদের এই জ্ঞান শুনিয়েছিলাম। আবারও আমি সেই জ্ঞান শোনাচ্ছি। তোমরা এই জ্ঞান শুনে পদ প্রাপ্তি করো। এরপর এই জ্ঞান আবার প্রায় লোপ হয়ে যায়। বাকি এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ভিতরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে - আমি বাবার স্মরণে কতো সময় থাকি? দৈবী গুণ কতো পর্যন্ত ধারণ করেছি? আমার মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো? আমার খাওয়া দাওয়া, আচার-আচরণ রাজকীয় তো? আমি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলি না তো? মিথ্যা কথা বলি না তো?

২) স্মরণের চার্ট বুদ্ধি করার জন্য অভ্যাস করতে হবে -- আমরা সব আত্মারা ভাই-ভাই। দেহ ভাব থেকে দূরে থাকতে হবে। নিজের একরস স্থিতি মজবুত করতে হবে এবং এরজন্য সময় দিতে হবে।

বরদান:- বাবার সমান স্থিতির দ্বারা সময়কে নিকটে আনা তুমিও আমার মতো(ততত্বম্) এর বরদানী ভব*
আমি স্ব ভাবকে দূর করা অর্থাৎ বাবার সমান স্থিতিতে স্থির হয়ে সময়কে নিকটে আনা। যেখানে নিজের দেহতে বা নিজের কোনো বস্তুতে আমি স্ব ভাব থাকে, সেখানে সমান ভাবে অনুপাত থাকে, অনুপাত অর্থাৎ ক্রটি, এমন ক্রটির যারা, তারা কখনোই ক্রটিহীন হতে পারে না। ক্রটিহীন হওয়ার জন্য বাবার প্রেমে সদা মগ্ন থাকো। সদা প্রেমে মগ্ন থাকলে সহজেই অন্যদেরও নিজের সমান এবং বাবার সমান করতে পারবে। বাপদাদা নিজের প্রিয় এবং প্রেমমগ্ন বাচ্চাদের সদা 'তুমিও আমার মতো' (তৎ স্বম্) এর বরদান প্রদান করেন।

স্লোগান:- একে অপরের চিন্তনকে সম্মান জানাও, তাহলে নিজের রেকর্ড ভালো হয়ে যাবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের পুরুষোত্তম করে তোলার জন্য অধ্যয়ণ করাচ্ছেন, তোমরা এখন কনিষ্ঠ থেকে উত্তম পুরুষ হয়ে উঠছো, সবচেয়ে উত্তম হলো দেবতারা"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা এখানে কি রকম পরিশ্রম করো যা সত্যযুগে থাকবে না?

উত্তর:- এখানে দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে আত্ম-অভিমानी হয়ে শরীর ছাড়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সত্যযুগে বিনা পরিশ্রমে বসে-বসে শরীর ছেড়ে দেবে। এখন কি এই অভ্যাস করছো যে - আমি হলাম আত্মা, আমাকে এই পুরানো দুনিয়া পুরানো শরীর ছাড়তে হবে, নূতন নিতে হবে ! সত্যযুগে এই অভ্যাসের আবশ্যিকতা নেই।

গীত:- দূর দেশে থাকেন যিনি, এসেছেন তিনি এই দেশে (দূর দেশ কা রহনে বালা---)

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা জানে যে, আবার এসেছে কল্প পরে। একে বলা হয় দূর দেশে যিনি থাকেন তিনি এসেছেন অপরের দেশে। এটা শুধুমাত্র সেই একের জন্যই গায়ন আছে, ওঁনাকেই সকলে স্মরণ করে, তিনি হলেন বিচিত্র। ওনার কোনো চিত্র নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। শিব ভগবানুবাচ বলা হয়, তিনি থাকেন পরমধামে। ওনাকে কখনো সুখধামে ডাকা হয় না, দুঃখধামেই ডাকা হয়। তিনি আসেনও সঙ্গম যুগে। বাচ্চারা, এটা তো জানো যে সত্যযুগে সমগ্র বিশ্বের উপর তোমরা পুরুষোত্তম থাকো। মধ্যম, কনিষ্ঠ সেখানে থাকে না। উত্তমের থেকেও সর্বোত্তম পুরুষ এই শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন যে না! এনাদের এই প্রকার যিনি করে তুলেছেন তাঁকে শ্রী-শ্রী শিববাবা বলে। শ্রী-শ্রী সেই শিববাবাকেই বলা যায়। আজকাল তো সন্ন্যাসী ইত্যাদিও নিজেকে শ্রী-শ্রী বলে দেয়। তো বাবা এসেই এই সৃষ্টিকে পুরুষোত্তম করেন। সত্যযুগে সমগ্র সৃষ্টিতে উত্তমের চেয়েও উত্তম পুরুষ থাকে। উত্তমের থেকেও উত্তম আর কনিষ্ঠ থেকেও কনিষ্ঠ এই সময় তোমরা বোঝো। কনিষ্ঠ বা ছোটো মানুষ নিজের নীচতা প্রদর্শন করে। এখন তোমরা মনে করো আমরা কি ছিলাম, এখন আমরা আবার স্বর্গবাসী পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি। এটা হলোই সঙ্গমযুগ। তোমাদের নিশ্চিততা আছে যে এই পুরানো দুনিয়া নূতন তৈরী হচ্ছে। পুরানো থেকেই নূতন, নূতন থেকেই পুরানো অবশ্যই হয়। নূতনকে সত্যযুগ, পুরানোকে কলিযুগ বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেনই সত্যিকারের সোনা, সত্য বলতে সক্ষম। ওঁনাকে টুথ(সত্য) বলা হয়। সব কিছু সত্য বলেন। এটা যারা বলে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, তা হলো মিথ্যা হলো। এখন বাবা বলেন মিথ্যা শুনো না। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল ...পার্শ্ব বিদ্যার (রাজ-বিদ্যার) ব্যাপার আলাদা। সেটা তো হলোই অল্প সময়ের সুখের জন্য। আত্মা যখন আরেক জন্ম গ্রহণ করে, তখন আবার তাকে নূতন করে পড়তে হয়। সেটা হলো অল্প সময়ের সুখ। এটা হলো ২১ জন্ম, ২১ প্রজন্মের জন্য। বার্ষিক্য কাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনকালকে কাঠামোতে বলা হয় একটা প্রজন্ম। সেখানে কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। এখানে তো দেখা কেমন অকাল মৃত্যু হতে থাকে। জ্ঞানে এসেও মরে যায় অর্থাৎ হাত ছেড়ে চলে যায়। তোমরা এখন মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো যে, ওইটা হলো অমরলোক, এটা হলো মৃত্যুলোক। সেখানে যখন বুড়ো হয় তখন সাক্ষাৎকার হয়- আমি এই শরীর ছেড়ে গিয়ে ছোট বাচ্চা হয়ে জন্মাবো। বার্ষিক্য সম্পূর্ণ হলে শরীর ছেড়ে দেবে। নূতন শরীর প্রাপ্ত হলে সেটা তো ভালোই। বসে- বসে খুশী হয়ে শরীর ছেড়ে দেয়। এখানে তো সেই অবস্থাতে থেকে শরীর ছাড়তে পরিশ্রম করতে হয়। এখানকার পরিশ্রম সেখানে আবার কমন হয়ে যায়। এখানে দেহ সহ যা কিছু আছে সব কিছু ভুলে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, এই পুরানো দুনিয়াকে ছাড়তে হবে। নূতন শরীর ধারণ করতে হবে। আত্মা সতোপ্রধান ছিলো বলে সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আবার কাম চিতার উপর বসার জন্য কালো তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই শরীরও কুংসীত প্রাপ্ত হয়েছে, সুন্দর থেকে কুংসিত হয়ে গেছে। কৃষ্ণের নাম তো কৃষ্ণই, তবে শ্যাম সুন্দর কেন বলা হয়(এক জনই সুন্দর আর কুতসিত)? চিত্রতেও কৃষ্ণের চিত্র ঘন নীল করে দেয় কিন্তু অর্থ বোঝে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যখন সতোপ্রধান ছিলে, সুন্দর ছিলে। এখন তমোপ্রধান শ্যাম হয়ে গেছে। সতোপ্রধান যকে পুরুষোত্তম বলা হবে, তমোপ্রধানকে কনিষ্ঠ বলা হবে। বাবা তো হলেন এভার পিওর। তিনি আসেনই সুন্দর করে তুলতে। ভবঘুরে (মুসাফির) যে তিনি। প্রতি কল্পে আসেন, তা না হলে পুরানো দুনিয়াকে নূতন কে তৈরী করবে! এটা তো হলো পতিত ঘৃণ্য দুনিয়া। এই কথা দুনিয়াতে কেউ জানে না। এখন তোমরা জানো বাবা আমাদের পুরুষোত্তম তৈরী করার জন্য পড়াচ্ছেন। আবার দেবতা হওয়ার জন্য আমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছি। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। দুনিয়া এটা জানে না যে এখন হলো সঙ্গম যুগ। শাস্ত্রে কল্পের সময়কালকে লক্ষ বছর বলে দেয় বলে মনে করে কলিযুগ তো এখনো বাচ্চা। এখন তোমরা মনে মনে বুঝতে পারো- আমরা এখানে এসেছি উত্তম থেকেও উত্তম, কলিযুগী

পতিত থেকে সত্যযুগী পবিত্র, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। গ্রন্থতেও মহিমা আছে- যখন ভগবান এসে ময়লা কাপড় কাচেন (মৃত পলিতি কাপড় কাচে)। কিন্তু গুরুগ্রন্থ সাহেব যারা পড়ে, তারা এর অর্থ বোঝে না। এই সময় তো বাবা এসে সমগ্র দুনিয়ার মানুষকেই পরিচ্ছন্ন করেন। তোমরা সেই বাবার সামনে বসে আছো। একমাত্র এই বাবা বাচ্চাদের বোঝেন। এই রচয়িতা আর রচনার নলেজ আর কেউ জানেই না। একমাত্র বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন সৎ, চৈতন্য, অমর। পূণর্জন্ম হতে মুক্ত। তিনি হলেন শান্তির সাগর, সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর। ওনাকেই ডাকে যে এসে এই উত্তরাধিকার দিন। বাবা এখন তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। এই অধ্যয়ণ হলো অবিনাশী। আমাদের পড়ান যিনি, সেই বাবাও হলেন অবিনাশী। অর্ধ-কল্প তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করো, আবার রাবণ রাজ্য হয়। অর্ধ-কল্প হলো রাম রাজ্য, আর অর্ধ-কল্প রাবণ রাজ্য। প্রাণাধিক প্রিয় হলেন এই একমাত্র বাবা, কারণ তিনিই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত করে অপার সুখে নিয়ে যান। তোমরা দূঢ় বিশ্বাসের সাথে বলো তিনি হলেন আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় বাবা। প্রাণ আত্মাকে বলা হয়। সমস্ত মানুষ মাত্রই তাঁকে স্মরণ করে, কারণ অর্ধ কল্পের জন্য দুঃখের থেকে মুক্ত করেন, শান্তি আর সুখ প্রদানকারী একমাত্র এই বাবা। সুতরাং প্রাণাধিক প্রিয় হলো যে না! তোমরা জানো যে সত্যযুগে আমরা সদা সুখী থাকি। এছাড়া সকলে শান্তিধামে চলে যাবে। আবার রাবণ রাজ্যে দুঃখ শুরু হয়। এ হলো দুঃখ আর সুখের খেলা। মানুষ মনে করে এখানেই এখন সুখ আছে, তো এখনই দুঃখ আছে। কিন্তু না, তোমরা জানো যে স্বর্গ আলাদা আর নরক আলাদা। স্বর্গের স্থাপনা বাবা রা করেন, নরকের স্থাপনা রাবণ করে, যাকে প্রতি বছর জ্বালানো হয়। কিন্তু কেন জ্বালানো হয়? কি জিনিস? কিছু জানে না। কতো খরচা করে। বসে কতো গল্প শোনায়, রামের সীতা ভগবতীকে রাবণ নিয়ে গেছে। মানুষ মনেও করে এমন হয়েছিলো হয়তো। এখন তোমরা সকলের অকুপেশন জানো। এটা তোমাদের বুদ্ধিতে নলেজ আছে। সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে কোন মানুষই জানে না। শুধুমাত্র বাবা জানেন। ওনাকে ওয়ার্ল্ডের রচয়িতাও বলা যায় না। ওয়ার্ল্ড তো আছেই, বাবা এসি শুধু নলেজ দেন এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তারপর কি হলো? দেবতারা কি কারোর সাথে লড়াই করেছিলো? কিছুই না। অর্ধ-কল্প পরে রাবণ রাজ্য শুরু হলে দেবতারা বাম মার্গে বা পাপের রাস্তা অবলম্বন করে। তাছাড়া এমন নয় যে যুদ্ধে কেউ পরাজিত করেছে। লক্ষুর ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। না লড়াই করে রাজ্য নেয়, না হারিয়ে ফেলে। এটা তো তোমরা যোগে থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র রাজ্য স্থাপন করছো। এছাড়া হাতে কিছু নেই। এটা হলো ডবল অহিংসা। এক হলো পবিত্রতার অহিংসা, দ্বিতীয়ত তোমরা কাউকে দুঃখ দাও না। সবচেয়ে কড়া হিংসা হলো কাম কাটারির। যা কি না আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। রাবণের রাজ্যেই দুঃখ শুরু হয়। অসুখ শুরু হয়ে যায়। রাবণের রাজ্যেই দুঃখ শুরু হয়। অসুখ শুরু হয়ে যায়। প্রচুর রকমের অসুখ। অনেক ধরনের ওষুধ বের হতে থাকে। রোগী হয়ে পড়ে আছে যে না! তোমরা এই যোগবলের দ্বারা ২১জন্মের জন্য নিরোগী হচ্ছে। সেখানে দুঃখ বা অসুখের নাম মাত্র চিহ্নও নেই। এর জন্য তোমরা পড়াশুনা করছো। বাচ্চারা জানে ভগবান আমাদের পড়িয়ে ভগবান ভগবতী করে তুলছেন। পড়াও কতো সহজ। আধা পৌনে ঘন্টায় সমগ্র চক্রের নলেজ বুঝিয়ে দেয়। ৮৪ জন্মও কারা নেয়- সেটা তোমরা জানো।

ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, তিনি হলেন নিরাকার। সত্যি-সত্যি ওনার নাম হলো শিব। কল্যাণকারী যে না! সকলের কল্যাণকারী, সকলের সদ্ধতি দাতা হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবা। উচ্চতমেরও উচ্চ মানুষ তৈরী করেন। বাবা পড়াশুনা করিয়ে যোগ্য করে নিয়ে এখন বলেন গিয়ে পড়াও। এই ব্রহ্মা কুমার-কুমারীদের পড়ানোর জন্য হলেন শিববাবা। ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো ? এই ব্যাপারেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এনাকে অ্যাডপ্ট করেছেন, বলে অনেক জন্মের শেষে...এখন অনেক জন্ম কে নিয়েছেন? এই লক্ষ্মী-নারায়ণই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, সেইজন্য কৃষ্ণের জন্য বলে দেয় শ্যাম-সুন্দর। আমরাই সুন্দর ছিলাম আবার ২ কলা কম হলো। কলা কমে কমে এখন নো কলা হয়ে গেছে। এখন তমোপ্রধান থেকে আবার কীভাবে সতোপ্রধান হবে ? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এটাও জানো যে এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এখন যজ্ঞের জন্য চাই ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, সত্যিকারের গীতা শোনাতে সক্ষম তোমরা, সেইজন্য লেখোও যে সত্যিকারের গীতাপাঠশালা। ওই গীতাতে তো নামই পরিবর্তন করে দিয়েছে। হ্যাঁ, যারা যেমন পূর্ব কল্পে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো তারাই এসে আবার প্রাপ্ত করবে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কি সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে পারবো? মানুষ শরীর ছেড়ে দেয় যখন খালি হাতে যায়, সেই সমস্ত বিনাশী কিছু সাথে চলে না। তোমরা শরীর ছাড়লে তো তোমাদের হাত ভর্তি, কারণ ২১ জন্মের জন্য তোমরা নিজেদের উপার্জন জমা করছো। মানুষের তো সমস্ত উপার্জন মাটিতে মিশে যাবে। এর থেকে তো আমরা কেন না ট্রান্সফার করে বাবাকে দিয়ে দিই। যারা অনেক দান পূণ্য করে তারা তো পরের জন্মে বিত্তশালী হয়, ট্রান্সফার করে যে! এখন তোমরা ২১জন্মের জন্য নূতন দুনিয়াতে ট্রান্সফার করো। তোমাদের রিটার্নে ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি হয়। তারা তো এক জন্মের জন্য অল্প সময়ের জন্য ট্রান্সফার করে। তোমরা তো ট্রান্সফার করো ২১ জন্মের জন্য।

বাবা তো হলেনই দাতা। এটা ড্রামাতে নির্ধারিত। যে যতো করে, তার প্রাপ্তি হয়। তারা ইনডাইরেক্ট দান-পূণ্য করে বলে অল্প সময়ের সুখ রিটার্ন পায়। এটা হলো ডায়রেক্ট। এখন সব কিছু নূতন দুনিয়াতে ট্রান্সফার করতে হবে। এনাকে (ব্রহ্মাকে) দেখছে কতো বাহাদুরী দেখিয়েছেন ! তোমরা বলো সব কিছু ঈশ্বর দিয়েছেন। এখন বাবা বলেন, এই সব আমাকে দাও। আমি তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছি। বাবা তো সবকিছু সাথে সাথে দিয়ে দিয়েছেন, ভাবেনওনি। ফুল পাওয়ার দিয়ে দিয়েছেন (শিব বাবাকে)। আমি বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছি, সেই নেশা চড়ে গেছে তখন। বাচ্চাদের বা পরিবারের কথা কিছুই খেয়াল করেননি। দেওয়ার জন্য ঈশ্বর আছেন যখন এরপর কি আর কারোর রেস্পন্সবেল কি আর আছে! ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার কীভাবে করতে হয়- এই বাবাকে অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাকে দেখো, ফলো ফাদার। প্রজাপিতা ব্রহ্মা করেছেন তো! ঈশ্বর তো হলেন দাতা। তিনিই ওনাকে করিয়েছেন। তোমরাও জানো আমরা এসেছি বাবার থেকে বাদশাহী নিতে। প্রত্যেকটা দিন টাইম কমতে হতে থাকে। জাতীয় বিপর্যয় আসবে না জানিয়েই। ব্যবসায়ীদের শ্বাস তো মুঠিতে থাকে। কোনো যমদূত যেন না আসে। সিপাইদের মুখ দেখলে লোক বেহঁশ হয়ে যায়। ক্রমশ খুব বিরক্ত করে। সোনা ইত্যাদি কিছুই রাখতে দেয় না। এছাড়া তোমাদের কাছে কি থাকবে? পয়সা থাকবে না যে কিছু কিনতে পারবে। নোট ইত্যাদিও চলবে না। রাজ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। শেষে অনেক দুঃখী হয়ে মরে। অনেক দুঃখের পর আবার সুখ হয়। এটা হলো বিনা দোষে মেরে দেওয়া। ন্যাচারাল ক্যালামিটিসও হবে। এর আগেই বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার উচিত। যদি ঘোরাফেরাও করো তো শুধুই বাবাকে স্মরণ করো, তবে পবিত্র হয়ে যাবে। জাতীয় বিপর্যয় আসবে। তখন মানুষ অনেক হায় হায় করতে থাকবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখনি এই প্র্যাক্টিস করতে হবে যে শেষে শুধুই শিববাবা স্মরণে আসবে। ওঁনার স্মরণে থেকেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, অন্য কোনো বন্ধু-পরিজন যেন স্মরণে না আসে। এই প্র্যাক্টিস করতে হবে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর নারায়ণ হয়ে উঠতে হবে। এই প্র্যাক্টিস অনেক করতে হবে। না হলে অনেক অনুশোচনা করতে হবে। আর কেউ স্মরণে এলে পাশ করতে পারবে না। যে পাশ করতে পারে সেই বিজয় মালাতে আবর্তিত হতে পারে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে বাবাকে কতোটা স্মরণ করি? কিছু হাতে থাকলে সেটা শেষ সময়ে স্মরণে আসবে। হাতে না থাকলে তো স্মরণেও আসবে না। বাবা বলেন আমার কাছে তো কিছুই নেই। এটা আমার জিনিস না। ওই নলেজের পরিবর্তে এটা নিলে তো ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তা না হলে স্বর্গের বাদশাহী হারিয়ে ফেলবে। তোমরা এখানে এসেই থাকো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তা না হলে সাজা পেয়ে হিসেব-কিতেব মিটিয়ে যেতে হবে। কিছুই পদ প্রাপ্ত হবে না। শ্রীমতে চললে তো কৃষ্ণকে কোলে নিতে পারবে। কথায় আছে না কৃষ্ণের মতো স্বামী বা সন্তান যদি প্রাপ্ত হয়! কেউ তো ভালো মতো বুঝতে পারে আবার কেউ উল্টো-পাল্টা বলে দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ব্রহ্মা বাবা যেমন নিজের সব কিছু ট্রান্সফার করে ফুল পাওয়ার (সম্পূর্ণ অধিকার) বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, ভাবেননি, সেই রকম ফলো ফাদার করে ২১ জন্মের প্রালব্ধ জমা করতে হবে।

২) প্র্যাক্টিস করতে হবে শেষ সময়ে এক বাবা ব্যতীত আর কোনো কিছুই যেন স্মরণে না আসে। আমার কিছুই নয়, সবই বাবার। অল্ফ আর বে - এই স্মৃতিতে পাশ করে বিজয় মালাতে আসতে হবে।

বরদানঃ:- লাভ আর লাভলীন স্থিতির অনুভব দ্বারা সব কিছু ভুলে যেতে সক্ষম সদা দেহী অভিমানী ভব* কর্মে, বানীতে, সম্পর্কে বা সম্বন্ধে লভ আর স্মৃতি বা স্থিতিতে লভলীন থাকলে সব কিছু ভুলে দেহী-অভিমানী হয়ে যাবে। ভালোবাসাই বাবার নিকটতম সম্বন্ধকে নিয়ে আসে, সর্বস্ব ত্যাগী হতে হবে। এই ভালোবাসার বিশেষত্ব দিয়ে বা লভলীন স্থিতিতে থাকলেই সকল আত্মাদের ভাগ্য বা লাক্ জাগিয়ে তুলতে পারবে। এই লভই হলো লাকের (সৌভাগ্যের) চাবি। এটা হলো মাষ্টার কি (সব তালো খোলার চাবি)। এর দ্বারা যে কোনো রকমেরই দুর্ভাগ্যশালী আত্মাকে সৌভাগ্যশালী করে দিতে পারো।

স্লোগানঃ:- নিজের পরিবর্তনের সময় সুনিশ্চিত করলে বিশ্ব পরিবর্তন নিজে থেকেই হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন নলেজফুল, তাঁকে জানি জাননহার বললে ভুল মহিমা করা হয়, বাবা তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্যই আসেন"

প্রশ্নঃ - বাবার সঙ্গে আর কাদের মহিমা সবথেকে বেশি এবং কেন ?

উত্তরঃ - ১) বাবার সঙ্গে ভারতেরও অনেক মহিমা রয়েছে। ভারত হলো অবিনাশী ভূমি। ভারত ভূমিই স্বর্গে পরিণত হয়। বাবা ভারতবাসীদেরকেই ধনী, সুখী এবং পবিত্র বানান। ২) গীতার মহিমাও অসীম। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের মস্তকমণি। ৩) তোমাদের মতো চৈতন্য জ্ঞান-গঙ্গাদেরও অনেক মহিমা রয়েছে। তোমার সরাসরি সাগর থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

ওম্ শান্তি । নুতন কিংবা পুরাতন বাচ্চারা এই ওম্ শান্তি কথার অর্থ বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে - আমরা সকল আত্মারাই পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের অতি প্রিয় প্রেমিক। জ্ঞান আর ভক্তির রহস্যও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। জ্ঞান মানে দিন অর্থাৎ সত্য এবং ত্রেতাযুগ আর ভক্তি মানে রাত্রি অর্থাৎ দ্বাপর এবং কলিযুগ। এটা কেবল ভারতের কাহিনী। সবার আগে তোমরা ভারতবাসীরা এখানে আসো। ৮৪ চক্রের কাহিনীও তোমাদের মতো ভারতবাসীদের জন্য। ভারত-ই হলো অবিনাশী ভূমি। ভারতভূমিই স্বর্গে পরিণত হয়। অন্য কোনো স্থান এইরকম স্বর্গ হয় না। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে নুতন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগে কেবল ভারত ভূমিই থাকবে। ভারতকেই স্বর্গ বলা হত। তারপর ভারতবাসীরাই ৮৪ বার জন্ম নেওয়ার পরে নরকবাসী হয়ে যায়। এরপর তারাই আবার স্বর্গবাসী হবে। এখন সকলেই নরকবাসী হয়ে গেছে। এরপর অন্যান্য সমস্ত ভূখণ্ডের বিনাশ হবে এবং কেবল এই ভারত-ই থাকবে। ভারতভূমির অসীম মহিমা। এই ভারতেই বাবা এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান। এটা হলো গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। ভারত-ই পুনরায় পুরুষোত্তম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আর নেই। সেই রাজত্ব নেই, তাই সেই যুগও আর নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কেবল বাবাকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা যায়। ভারতবাসীরা ওনাকে অন্তর্যামী বলে দিয়ে খুব ভুল করেছে। তিনি নাকি সকলের অন্তরের কথা জানেন। বাবা বলেন, আমি কারোর অন্তরের কথা জানি না। আমার কাজ কেবল পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। অনেকেই বলে- শিববাবা, তুমি তো অন্তর্যামী। বাবা বলেন, আমি মোটেও ঐরকম নয়, আমি কারোর অন্তরের কথা জানি না। আমি কেবল এখানে এসে তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাই। আমাকে এই পতিত দুনিয়াতেই স্মরণ করা হয়। যখন পুরাতন দুনিয়াকে নুতন বানানোর প্রয়োজন হয়, তখন কেবল একবারই আমি আসি। মানুষ তো জানেই না যে এই দুনিয়াটা কখন নুতন থেকে পুরাতন আর পুরাতন থেকে নুতন হয়। সবকিছুই নুতন থেকে পুরাতন অর্থাৎ সত্য, রজো, তমো অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত করে। মানুষের অবস্থাও এইরকম হয়। বালক হলো সত্যপ্রধান অবস্থা, তারপর ক্রমশঃ যুবক এবং বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত করে। শরীরটা যখন একেবারে বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সেটা ত্যাগ করে পুনরায় বাচ্চা হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে যে নুতন দুনিয়াতে ভারত কতো শ্রেষ্ঠ ছিল। ভারতের অসীম মহিমা। অন্য কোনো ভূখন্ড এতো সুখী, ধনবান আর পবিত্র ছিল না। এরপর সত্যপ্রধান বানানোর জন্য বাবা এসেছেন। সত্যপ্রধান দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচয়িতা কে ? শিববাবা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ওরা কোনো অর্থ না বুঝে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। বাস্তবে তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা না বলে ত্রিমূর্তি শিব বলা উচিত। গান করে - দেবতাদের দেবতা মহাদেব। শঙ্করকেই যদি শ্রেষ্ঠ দেখানো হয় তবে তো ত্রিমূর্তি শঙ্কর বলা উচিত। তাহলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা কেন বলা হয় ? শিববাবা হলেন রচয়িতা। গায়ন রয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ভক্তিমার্গে তো নলেজফুল বাবাকে জানি জাননহার বলে দিয়েছে। কিন্তু ঐরকম মহিমার কোনো অর্থই হয় না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাচ্ছি। তিনি নিজে আমাদের মতো ব্রাহ্মণদেরকে পড়াচ্ছেন। কারণ তিনি যেমন আমাদের পিতা, তেমনই সুপ্রীম টিচার। তিনিই হলেন নলেজফুল। কিভাবে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির পুনরাবৃত্তি হয় সেটাও তিনি বোঝাচ্ছেন। তবে তিনি জানি জাননহার নন। এখানেই ভুল করে ফেলে। আমি তো কেবল পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্যই আসি। ২১ জন্মের জন্য রাজত্বের ভাগ্য প্রাপ্ত করাই। ভক্তিমার্গে ক্ষণিকের সুখ রয়েছে। সন্ন্যাসী কিংবা হঠযোগীরা সেটা জানে না। ওরা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। কিন্তু ব্রহ্ম তো ভগবান নয়। ভগবান তো কেবল নিরাকার শিব, যিনি সকল আত্মার পিতা। আমাদের মতো সকল আত্মাদের নিবাসস্থান হলো ব্রহ্মান্ড বা সুইট হোম। ওখান থেকে আমরা আত্মারা ভূমিকা পালন করতে এখানে আসি। আত্মা বলে - আমি একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। তারপরে সেটা ত্যাগ করে

আরেকটা নিই। ৮৪ জন্ম তো কেবল ভারতবাসীদের-ই হয়। যারা অনেক ভক্তি করেছে, তারা ভালো জ্ঞান ধারণ করবে। বাবা বলেন - ঘর গৃহস্থে থাকতে চাইলে থাকো, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তোমরা সবাই সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা প্রেমিকের প্রেমিকা। ভক্তিমার্গের শুরু থেকেই তোমরা স্মরণ করে আসছো। আত্মা তার পিতাকে স্মরণ করে। এটা হলো দুঃখের দুনিয়া। আমরা আত্মারা আসলে শান্তিধাম নিবাসী। পরবর্তী কালে আমরা সুখধামে এসেছি এবং তারপর ৮৪ বার জন্ম নিয়েছি। "আমিই ঐটা, ওটাই আমি" - কথাটার অর্থও তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। ওরা বলে দেয় - আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মা-ই আত্মা। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - আমরাই হলাম সেই দেবতা ঋত্বিয়, বৈশ্য আর শূদ্র। এখন আমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং এরপর আমরাই আবার দেবতা হব। এটাই সঠিক অর্থ। ওটা একেবারে ভুল ছিল। সত্যযুগে কেবল দেবী-দেবতা ধর্ম বা অদ্বৈত (অদ্বিতীয়) ধর্ম ছিল। পরবর্তী কালে যখন অনেক ধর্ম স্থাপন হয়েছে তখন দ্বৈত হয়ে গেছে। দ্বাপর যুগ থেকে আসুরিক রাবন রাজ্য শুরু হয়ে যায়। সত্যযুগে রাবন রাজ্য থাকে না বলে ৫ বিকার থাকাও সম্ভব নয়। ওটা সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। রাম সীতাকেও ১৪ কলা সম্পূর্ণ বলা হয়। রামের হাতে তির-ধনুক কেন দেখানো হয়েছে সেটাও কোনো মানুষ জানে না। ওখানে তো হিংসার কোনো ব্যাপার থাকে না। তোমরা হলে গডলী স্টুডেন্ট। সুতরাং ইনি একদিকে পিতা এবং অন্যদিকে তোমাদের মতো স্টুডেন্টদের কাছে ইনি একজন টিচার। আবার তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে সদগতি প্রদান করে স্বর্গে নিয়ে যান বলে বাবা, টিচার এবং গুরু তিনটেই ইনি। তোমরা এনার সন্তান হয়েছ বলে কতোই না খুশিতে থাকা উচিত। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। এটা তো রাবণের রাজত্ব। প্রত্যেক বছর রাবন পোড়ায়, কিন্তু রাবন আসলে কে সেটাই জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে রাবন হলো ভারতের সবথেকে বড় শত্রু। বাচ্চারা, কেবল তোমরাই নলেজফুল বাবার কাছ থেকে এই জ্ঞান পাচ্ছ। এই বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে তোমরা মেঘ ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে বর্ষণ করো। তোমরাই হলে জ্ঞান গঙ্গা। তোমাদেরই মহিমা করা হয়। বাবা বলছেন - আমি এখন তোমাদেরকে পবিত্র করতে এসেছি। এই একটা জন্ম পবিত্র হয়ে আমাদের স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আমিই হলাম পতিত-পাবন। যত বেশি সম্ভব স্মরণকে বৃদ্ধি করো। মুখে শিববাবা-শিববাবা বলতে হবে না। যেভাবে প্রেমিকা তার প্রেমিককে স্মরণ করে, একবার দেখেই বুদ্ধিতে তার স্মৃতি রয়ে যায়। ভক্তিমার্গে যে যেই দেবতাকে স্মরণ করে, পূজা করে তাঁর দর্শন পেয়ে যায়। কিন্তু ওইসব ঋণিকের। ভক্তি করতে করতে ক্রমাগত অধঃপতন হয়। এখন তো মৃত্যু অতি নিকটে। হায়-হায় হওয়ার পর জয়জয়কার হবে। ভারতেই রক্তের নদী বইবে। গৃহযুদ্ধের পরিণাম তো দেখতেই পাচ্ছ। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন তোমরা সতোপ্রধান হচ্ছ। আগের কল্পে যারা দেবতা হয়েছিল, তারাই এসে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেবে। যদি কম ভক্তি করে থাকে, তাহলে কম জ্ঞান ধারণ করবে। তখন ক্রমানুসারে প্রজা পদ পাবে। যে ভালো পুরুষার্থী হবে, সে শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো পদ পাবে। চাল-চলন খুব ভালো হতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে যা পরবর্তী ২১ জন্ম কায়ম থাকবে। এখন তো সকলের মধ্যেই আসুরিক গুণ রয়েছে। দুনিয়াটাই তো আসুরিক বা পতিত দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও বোঝানো হয়েছে। বাবা এখন বলছেন, স্মরণ করার পরিশ্রম করলে তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে যাবে। সত্যযুগকেই খাঁটি সোনা বা গোল্ডেন এজ বলা হয়। তারপর ত্রেতাযুগে রূপার খাদ মিশে যায়। কলা (ডিগ্রী) কম হয়ে যায়। এখন তো কোনো কলা নেই। যখন এইরকম অবস্থা হয়ে যায়, তখনই বাবাকে আসতে হয়। এটাই ড্রামাতে রয়েছে। এই রাবণের রাজত্বে সকলেই এমন অবুঝ হয়ে গেছে যে ড্রামার অভিনেতা হয়েও ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। তোমরা তো অভিনেতা। তোমরা জানো যে আমরা এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। কিন্তু অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এইসব জানতে না। তাই অসীম জগতের পিতা এখন বলছেন, তোমরা কতোই না অবুঝ হয়ে গেছ। এখন আমি তোমাদেরকে বিচক্ষণ এবং হিরে তুল্য বানাচ্ছি। তারপর রাবন আবার কড়িতুল্য বানিয়ে দেবে। আমি এসেই সবাইকে সঙ্গ করে নিয়ে যাই। তারপর এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। মশার মতো সবাইকে নিয়ে যাই। এম অবজেক্ট তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। এইরকম হলেই তোমরা স্বর্গবাসী হতে পারবে। তোমরা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরাই এইরকম পুরুষার্থ করছ। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান বলে ওরা বুঝতে পারে না। যখন এতজন বি.কে. আছে, তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই আছেন। ব্রাহ্মণ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের পরে রয়েছে দেবতা...। কিন্তু ছবিতে ব্রাহ্মণ আর শিববাবাকে দেখানোই হয়না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছ। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভালো পদ পাওয়ার জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে।

২) সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে কেবল প্রেমিককেই স্মরণ করতে হবে। যতটা সম্ভব স্মরণের অভ্যাসকে বাড়াতে হবে।

বরদান:- স্থূল দেশ এবং বস্ত্রের স্মৃতির থেকে ওপরে সূক্ষ্ম বস্ত্রধারী ভব*
যেমন বর্তমান দুনিয়ায় যেসকল কৰ্তব্য সেইসকল বস্ত্র ধারণ করে, সেইসকল তোমরা বাচ্চারাও যে সময়ে
যেমন কর্ম করতে চাও, সেইসকল বস্ত্র পরে নাও। এখনই সাকারী তো এখনই আকারী। এইসকল বহরুপী
হয়ে গেলে সকল স্বরূপের সুখের অনুভব করতে পারবে। এটা তোমার নিজেরই স্বরূপ। অন্যের পোশাক
ফিট হোক বা না হোক, নিজের পোশাক সহজেই ধারণ করা সম্ভব। তাই এই বরদানকে প্র্যাকটিক্যাল
অভ্যাসে করলে অব্যক্ত মিলনের বিচিত্র অনুভব করতে পারবে।

স্লোগান:- যিনি সকলের সমাদর করেন, তিনিই আদর্শ ব্যক্তি হতে পারেন। সম্মান দিলেই সম্মান প্রাপ্ত হয়।*

মাতেশ্বরীজীর মহাবাক্য:-

১) “মনুষ্য আত্মা নিজের সম্পূর্ণ উপার্জন অনুসারে ভবিষ্যতে ফল ভোগ করে”

দেখো, অনেক মানুষই মনে করে যে, আমাদের আগের জন্মের ভালো উপার্জনের জন্য এখন এই জ্ঞান লাভ করেছে। কিন্তু
এইসকল কোনো ব্যাপার নয়। পূর্বজন্মের ফল থাকে, সেটা তো আমরা জানি। কল্পের চক্র আবর্তিত হয়ে সতো, রজো,
তমো-তে পরিবর্তিত হয় *কিন্তু ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থের দ্বারা প্রাপ্তির সুযোগ আছে বলেই তো ওখানে সত্যযুগে কেউ
রাজা-রানী, কেউ দাসী, কেউ প্রজা পদ পায়।* পুরুষার্থের সিদ্ধি এটাই যে ওখানে কোনো দ্বিমত, কোনো ঈর্ষা থাকবে না,
ওখানে প্রজারাও সুখী থাকবে। যেভাবে বাবা-মা বাচ্চাদের দেখাশুনা করে, সেইভাবে রাজা-রানী প্রজাপালন করবে।
ওখানে গরিব থেকে ধনী সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই একটা জন্মের পুরুষার্থের দ্বারা ২১ জন্ম ধরে সুখ ভোগ করব। এটা
হলো অবিনাশী উপার্জন। এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা যে অবিনাশী উপার্জন হয় তার দ্বারা অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। এখন
আমরা সত্যযুগের দুনিয়ায় যাচ্ছি। এখন বাস্তবে এই খেলাটা হচ্ছে, এখানে কোনো ছু-মন্তরের ব্যাপার নেই।

২) “গুরুদেব দেওয়া মত কিংবা শাস্ত্রের মতামতগুলো পরমাত্মার মত নয়”

পরমাত্মা বলেন- বাচ্চারা, গুরুদেবের মত কিংবা শাস্ত্রের মতামতগুলো আমার মত নয়। এরা তো কেবল আমার নাম করে
নিজেরা মতামত দেয়, কিন্তু আমার মত তো শুধু আমিই জানি। আমি এসেই আমার সাথে মিলিত হওয়ার ঠিকানা বলি।
তার আগে কেউই আমার অ্যাড্রেস জানতে পারে না। গীতাতে হয়তো ভগবানুবাচ লেখা আছে, কিন্তু গীতাও তো মানুষই
লিখেছে। ভগবান তো স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। ভগবান যেসব মহাবাক্য শুনিয়েছিলেন, তারই স্মৃতিতে গীতা লেখা হয়েছে।
বিদ্বান, পণ্ডিত, আচার্যেরা বলে থাকেন - পরমাত্মা সংস্কৃত ভাষায় যেসব মহাবাক্য বলছেন সেগুলো না শিখলে
পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এরফলে আরও বেশি করে উল্টোপাল্টা কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। বেদ, শাস্ত্র পড়ে যদি
সিঁড়িতে দিয়ে ওঠা যায় তাহলে তো আবার ততটাই নীচে নামতে হবে অর্থাৎ সেইসব ভুলে কেবল পরমাত্মার সাথে বুদ্ধি
যুক্ত করতে হবে কারন পরমাত্মা পরিষ্কার ভাবে বলেন যে এইসব ক্রিয়াদির দ্বারা এবং বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা আমাকে
পাওয়া যায় না। দেখো তো, ধ্রুব, প্রহ্লাদ কিংবা মীরা কি কোনো শাস্ত্র পড়েছিল ? এখানে তো যা কিছু পড়েছি সেগুলোও
ভুলতে হয়। যেমন দেখানো হয়েছে যে অর্জুন যা কিছু পড়েছিল সেগুলো ভুলতে হয়েছে। ভগবানের পরিষ্কার মহাবাক্য হলো
- কেবল প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেই আমাকে স্মরণ করো, এছাড়া আর কিছু করতে হবে না। যতক্ষণ এই জ্ঞান থাকে না,
ততক্ষণ হয়তো ভক্তিমার্গ প্রচলিত থাকে কিন্তু জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হলে এইসব ক্রিয়াদি থেকে মুক্ত হয়ে যায় কারন
ক্রিয়াদি করতে করতেই যদি আয়ু শেষ হয়ে যায় তবে কি কোনো লাভ হবে ? কিছুই তো প্রাপ্তি হলো না, কর্ম বন্ধনের
হিসাবপত্র থেকে তো মুক্তি হলো না। *দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা, কাউকে দুঃখ না
দেওয়া... এগুলোই ভালো কাজ। কিন্তু এখানে তো সদাকালের এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং বিকর্মগুলোকে
সমূলে বিনাশ করতে হবে।* আমরা তো এমন বীজ বপন করতে চাই যার থেকে ভালো কর্মের বৃক্ষ হবে। তাই মানব
জীবনের কৰ্তব্যকে জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। আত্মা - ওম্ শান্তি। মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন নলেজফুল, তাঁকে জানি জাননহার বললে ভুল মহিমা করা হয়, বাবা তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্যই আসেন"

প্রশ্ন:- বাবার সঙ্গে আর কাদের মহিমা সবথেকে বেশি এবং কেন?

উত্তর:- ১) বাবার সঙ্গে ভারতেরও অনেক মহিমা রয়েছে। ভারত হলো অবিনাশী ভূমি। ভারত ভূমিই স্বর্গে পরিণত হয়। বাবা ভারতবাসীদেরকেই ধনী, সুখী এবং পবিত্র বানান। ২) গীতার মহিমাও অসীম। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের মস্তকমণি। ৩) তোমাদের মতো চৈতন্য জ্ঞান-গঙ্গাদেরও অনেক মহিমা রয়েছে। তোমার সরাসরি সাগর থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

ওম্ শান্তি। নূতন কিংবা পুরাতন বাচ্চারা এই ওম্ শান্তি কথার অর্থ বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে - আমরা সকল আত্মারাই পরমাত্মার সন্তান। পরমাত্মা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের অতি প্রিয় প্রেমিক। জ্ঞান আর ভক্তির রহস্যও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। জ্ঞান মানে দিন অর্থাৎ সত্য এবং ত্রেতাযুগ আর ভক্তি মানে রাত্রি অর্থাৎ দ্বাপর এবং কলিযুগ। এটা কেবল ভারতের কাহিনী। সবার আগে তোমরা ভারতবাসীরা এখানে আসো। ৮৪ চক্রের কাহিনীও তোমাদের মতো ভারতবাসীদের জন্য। ভারত-ই হলো অবিনাশী ভূমি। ভারতভূমিই স্বর্গে পরিণত হয়। অন্য কোনো স্থান এইরকম স্বর্গ হয় না। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে নূতন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগে কেবল ভারত ভূমিই থাকবে। ভারতকেই স্বর্গ বলা হত। তারপর ভারতবাসীরাই ৮৪ বার জন্ম নেওয়ার পরে নরকবাসী হয়ে যায়। এরপর তারাই আবার স্বর্গবাসী হবে। এখন সকলেই নরকবাসী হয়ে গেছে। এরপর অন্যান্য সমস্ত ভূখণ্ডের বিনাশ হবে এবং কেবল এই ভারত-ই থাকবে। ভারতভূমির অসীম মহিমা। এই ভারতেই বাবা এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখান। এটা হলো গীতার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। ভারত-ই পুনরায় পুরুষোত্তম হবে। এখন সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আর নেই। সেই রাজস্ব নেই, তাই সেই যুগও আর নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কেবল বাবাকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা যায়। ভারতবাসীরা ওনাকে অন্তর্যামী বলে দিয়ে খুব ভুল করেছে। তিনি নাকি সকলের অন্তরের কথা জানেন। বাবা বলেন, আমি কারোর অন্তরের কথা জানি না। আমার কাজ কেবল পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। অনেকেই বলে- শিববাবা, তুমি তো অন্তর্যামী। বাবা বলেন, আমি মোটেও ঐরকম নয়, আমি কারোর অন্তরের কথা জানি না। আমি কেবল এখানে এসে তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাই। আমাকে এই পতিত দুনিয়াতেই স্মরণ করা হয়। যখন পুরাতন দুনিয়াকে নূতন বানানোর প্রয়োজন হয়, তখন কেবল একবারই আমি আসি। মানুষ তো জানেই না যে এই দুনিয়াটা কখন নূতন থেকে পুরাতন আর পুরাতন থেকে নূতন হয়। সবকিছুই নূতন থেকে পুরাতন অর্থাৎ সত্য, রজো, তমো অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত করে। মানুষের অবস্থাও এইরকম হয়। বালক হলো সত্যপ্রধান অবস্থা, তারপর ক্রমশঃ যুবক এবং বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত করে। শরীরটা যখন একেবারে বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সেটা ত্যাগ করে পুনরায় বাচ্চা হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে যে নূতন দুনিয়াতে ভারত কতো শ্রেষ্ঠ ছিল। ভারতের অসীম মহিমা। অন্য কোনো ভূখন্ড এতো সুখী, ধনবান আর পবিত্র ছিল না। এরপর সত্যপ্রধান বানানোর জন্য বাবা এসেছেন। সত্যপ্রধান দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচয়িতা কে? শিববাবা-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ওরা কোনো অর্থ না বুঝে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। বাস্তবে তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা না বলে ত্রিমূর্তি শিব বলা উচিত। গান করে - দেবতাদের দেবতা মহাদেব। শঙ্করকেই যদি শ্রেষ্ঠ দেখানো হয় তবে তো ত্রিমূর্তি শঙ্কর বলা উচিত। তাহলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা কেন বলা হয়? শিববাবা হলেন রচয়িতা। গায়ন রয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ভক্তিমার্গে তো নলেজফুল বাবাকে জানি জাননহার বলে দিয়েছে। কিন্তু ঐরকম মহিমার কোনো অর্থই হয় না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাচ্ছি। তিনি নিজে আমাদের মতো ব্রাহ্মণদেরকে পড়াচ্ছেন। কারণ তিনি যেমন আমাদের পিতা, তেমনই সুপ্রীম টিচার। তিনিই হলেন নলেজফুল। কিভাবে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির পুনরাবৃত্তি হয় সেটাও তিনি বোঝাচ্ছেন। তবে তিনি জানি জাননহার নন। এখানেই ভুল করে ফেলে। আমি তো কেবল পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্যই আসি। ২১ জন্মের জন্য রাজস্বের ভাগ্য প্রাপ্ত করাই। ভক্তিমার্গে ক্ষণিকের সুখ রয়েছে। সন্ন্যাসী কিংবা হঠযোগীরা সেটা জানে না। ওরা ব্রহ্মকে স্মরণ করে। কিন্তু ব্রহ্ম তো ভগবান নয়। ভগবান তো কেবল নিরাকার শিব, যিনি সকল আত্মার পিতা। আমাদের মতো সকল আত্মাদের নিবাসস্থান হলো ব্রহ্মান্ড বা সুইট হোম। ওখান থেকে আমরা আত্মারা ভূমিকা পালন করতে এখানে আসি। আত্মা বলে - আমি একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। তারপরে সেটা ত্যাগ করে আরেকটা নিই। ৮৪ জন্ম তো কেবল ভারতবাসীদের-ই হয়। যারা অনেক ভক্তি করেছে, তারা ভালো জ্ঞান ধারণ করবে। বাবা বলেন - ঘর গৃহস্থে থাকতে চাইলে থাকো, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তোমরা সবাই সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা প্রেমিকের প্রেমিকা। ভক্তিমার্গের শুরু থেকেই তোমরা স্মরণ করে আসছো। আত্মা তার পিতাকে স্মরণ করে। এটা হলো

দুঃখের দুনিয়া। আমরা আত্মারা আসলে শান্তিধাম নিবাসী। পরবর্তী কালে আমরা সুখধামে এসেছি এবং তারপর ৮৪ বার জন্ম নিয়েছি। "আমিই ঐটা, ওটাই আমি" - কথাটার অর্থও তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। ওরা বলে দেয় - আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মা-ই আত্মা। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - আমরাই হলাম সেই দেবতা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র। এখন আমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং এরপর আমরাই আবার দেবতা হব। এটাই সঠিক অর্থ। ওটা একেবারে ভুল ছিল। সত্যযুগে কেবল দেবী-দেবতা ধর্ম বা অদ্বৈত (অদ্বিতীয়) ধর্ম ছিল। পরবর্তী কালে যখন অনেক ধর্ম স্থাপন হয়েছে তখন দ্বৈত হয়ে গেছে। দ্বাপর যুগ থেকে আসুরিক রাবন রাজ্য শুরু হয়ে যায়। সত্যযুগে রাবন রাজ্য থাকে না বলে ৫ বিকার থাকাও সম্ভব নয়। ওটা সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। রাম সীতাকেও ১৪ কলা সম্পূর্ণ বলা হয়। রামের হাতে তির-ধনুক কেন দেখানো হয়েছে সেটাও কোনো মানুষ জানে না। ওখানে তো হিংসার কোনো ব্যাপার থাকে না। তোমরা হলে গডলী স্টুডেন্ট। সুতরাং ইনি একদিকে পিতা এবং অন্যদিকে তোমাদের মতো স্টুডেন্টদের কাছে ইনি একজন টিচার। আবার তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে সদগতি প্রদান করে স্বর্গে নিয়ে যান বলে বাবা, টিচার এবং গুরু তিনটেই ইনি। তোমরা এনার সন্তান হয়েছ বলে কতোই না খুশিতে থাকা উচিত। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। এটা তো রাবণের রাজত্ব। প্রত্যেক বছর রাবন পোড়ায়, কিন্তু রাবন আসলে কে সেটাই জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে রাবন হলো ভারতের সবথেকে বড় শত্রু। বাচ্চারা, কেবল তোমরাই নলেজফুল বাবার কাছ থেকে এই জ্ঞান পাচ্ছ। এই বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে তোমরা মেঘ ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে বর্ষণ করো। তোমরাই হলে জ্ঞান গঙ্গা। তোমাদেরই মহিমা করা হয়। বাবা বলছেন - আমি এখন তোমাদেরকে পবিত্র করতে এসেছি। এই একটা জন্ম পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আমিই হলাম পতিত-পাবন। যত বেশি সম্ভব স্মরণকে বৃদ্ধি করো। মুখে শিববাবা-শিববাবা বলতে হবে না। যেভাবে প্রেমিকা তার প্রেমিককে স্মরণ করে, একবার দেখেই বুদ্ধিতে তার স্মৃতি রয়ে যায়। ভক্তিমার্গে যে যেই দেবতাকে স্মরণ করে, পূজা করে তাঁর দর্শন পেয়ে যায়। কিন্তু ওইসব ঋণিকের। ভক্তি করতে করতে ক্রমাগত অধঃপতন হয়। এখন তো মৃত্যু অতি নিকটে। হায়-হায় হওয়ার পর জয়জয়কার হবে। ভারতেই রক্তের নদী বইবে। গৃহযুদ্ধের পরিণাম তো দেখতেই পাচ্ছ। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন তোমরা সতোপ্রধান হচ্ছ। আগের কল্পে যারা দেবতা হয়েছিল, তারাই এসে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেবে। যদি কম ভক্তি করে থাকে, তাহলে কম জ্ঞান ধারণ করবে। তখন ক্রমানুসারে প্রজা পদ পাবে। যে ভালো পুরুষার্থী হবে, সে শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো পদ পাবে। চাল-চলন খুব ভালো হতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে যা পরবর্তী ২১ জন্ম কায়ম থাকবে। এখন তো সকলের মধ্যেই আসুরিক গুণ রয়েছে। দুনিয়াটাই তো আসুরিক বা পতিত দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও বোঝানো হয়েছে। বাবা এখন বলছেন, স্মরণ করার পরিশ্রম করলে তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে যাবে। সত্যযুগকেই খাঁটি সোনা বা গোল্ডেন এজ বলা হয়। তারপর ত্রেতাযুগে রূপার খাদ মিশে যায়। কলা (ডিগ্রী) কম হয়ে যায়। এখন তো কোনো কলা নেই। যখন এইরকম অবস্থা হয়ে যায়, তখনই বাবাকে আসতে হয়। এটাই ড্রামাতে রয়েছে। এই রাবণের রাজত্বে সকলেই এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে ড্রামার অভিনেতা হয়েও ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। তোমরা তো অভিনেতা। তোমরা জানো যে আমরা এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। কিন্তু অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এইসব জানতে না। তাই অসীম জগতের পিতা এখন বলছেন, তোমরা কতোই না অবস্থা হয়ে গেছ। এখন আমি তোমাদেরকে বিচক্ষণ এবং হিরে তুল্য বানাচ্ছি। তারপর রাবন আবার কড়িতুল্য বানিয়ে দেবে। আমি এসেই সবাইকে সপ্তে করে নিয়ে যাই। তারপর এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। মশার মতো সবাইকে নিয়ে যাই। এম অবজেক্ট তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। এইরকম হলেই তোমরা স্বর্গবাসী হতে পারবে। তোমরা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরাই এইরকম পুরুষার্থ করছ। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান বলে ওরা বুঝতে পারে না। যখন এতজন বি.কে. আছে, তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই আছেন। ব্রাহ্মণ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের পরে রয়েছে দেবতা...। কিন্তু ছবিতে ব্রাহ্মণ আর শিববাবাকে দেখানোই হয়না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছ। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১) ভালো পদ পাওয়ার জন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে।

২) সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে কেবল প্রেমিককেই স্মরণ করতে হবে। যতটা সম্ভব স্মরণের অভ্যাসকে বাড়াতে হবে।

বরদান:- স্থূল দেশ এবং বস্ত্রের স্মৃতির থেকে ওপরে সূক্ষ্ম বস্ত্রধারী ভব

যেমন বর্তমান দুনিয়ায় যেসকল কৰ্তব্য সেইসকল বস্ত্র ধারণ করে, সেইসকল তোমরা বাচ্চারাও যে সময়ে যেমন কর্ম করতে চাও, সেইসকল বস্ত্র পরে নাও। এখনই সাকারী তো এখনই আকারী। এইসকল বহরূপী হয়ে গেলে সকল স্বরূপের সুখের অনুভব করতে পারবে। এটা তোমার নিজেরই স্বরূপ। অন্যের পোশাক ফিট হোক বা না হোক, নিজের পোশাক সহজেই ধারণ করা সম্ভব। তাই এই বরদানকে প্র্যাকটিক্যালি অভ্যাসে করলে অব্যক্ত মিলনের বিচিত্র অনুভব করতে পারবে।

স্নোগান:- যিনি সকলের সমাদর করেন, তিনিই আদর্শ ব্যক্তি হতে পারেন। সম্মান দিলেই সম্মান প্রাপ্ত হয়।

মাতেশ্বরীজীর মহাবাক্য:-

১) “মনুষ্য আত্মা নিজের সম্পূর্ণ উপার্জন অনুসারে ভবিষ্যতে ফল ভোগ করে”

দেখো, অনেক মানুষই মনে করে যে, আমাদের আগের জন্মের ভালো উপার্জনের জন্য এখন এই জ্ঞান লাভ করেছে। কিন্তু এইসকল কোনো ব্যাপার নয়। পূর্বজন্মের ফল থাকে, সেটা তো আমরা জানি। কল্পের চক্র আবর্তিত হয়ে সত্যো, রজো, তমো-তে পরিবর্তিত হয় *কিন্তু ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থের দ্বারা প্রাপ্তির সুযোগ আছে বলেই তো ওখানে সত্যযুগে কেউ রাজা-রানী, কেউ দাসী, কেউ প্রজা পদ পায়।* পুরুষার্থের সিদ্ধি এটাই যে ওখানে কোনো দ্বিমত, কোনো ঈর্ষা থাকবে না, ওখানে প্রজারাও সুখী থাকবে। যেভাবে বাবা-মা বাচ্চাদের দেখাশুনা করে, সেইভাবে রাজা-রানী প্রজাপালন করবে। ওখানে গরিব থেকে ধনী সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই একটা জন্মের পুরুষার্থের দ্বারা ২১ জন্ম ধরে সুখ ভোগ করবে। এটা হলো অবিনাশী উপার্জন। এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা যে অবিনাশী উপার্জন হয় তার দ্বারা অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা সত্যযুগের দুনিয়ায় যাচ্ছি। এখন বাস্তবে এই খেলাটা হচ্ছে, এখানে কোনো ছু-মন্তরের ব্যাপার নেই।

২) “গুরুদেব দেওয়া মত কিংবা শাস্ত্রের মতামতগুলো পরমাত্মার মত নয়”

পরমাত্মা বলেন- বাচ্চারা, গুরুদেবের মত কিংবা শাস্ত্রের মতামতগুলো আমার মত নয়। এরা তো কেবল আমার নাম করে নিজেরা মতামত দেয়, কিন্তু আমার মত তো শুধু আমিই জানি। আমি এসেই আমার সাথে মিলিত হওয়ার ঠিকানা বলি। তার আগে কেউই আমার অ্যাড্রেস জানতে পারে না। গীতাতে হয়তো ভগবানুবাচ লেখা আছে, কিন্তু গীতাও তো মানুষই লিখেছে। ভগবান তো স্বয়ং জ্ঞানের সাগর। ভগবান যেসব মহাবাক্য শুনিয়েছিলেন, তারই স্মৃতিতে গীতা লেখা হয়েছে। বিদ্বান, পণ্ডিত, আচার্যেরা বলে থাকেন - পরমাত্মা সংস্কৃত ভাষায় যেসব মহাবাক্য বলছেন সেগুলো না শিখলে পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এরফলে আরও বেশি করে উল্টোপাল্টা কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। বেদ, শাস্ত্র পড়ে যদি সিঁড়িতে দিয়ে ওঠা যায় তাহলে তো আবার ততটাই নীচে নামতে হবে অর্থাৎ সেইসব ভুলে কেবল পরমাত্মার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে কারণ পরমাত্মা পরিষ্কার ভাবে বলেন যে এইসব ক্রিয়াদির দ্বারা এবং বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। দেখো তো, ধ্রুব, প্রহ্লাদ কিংবা মীরা কি কোনো শাস্ত্র পড়েছিল ? এখানে তো যা কিছু পড়েছি সেগুলোও ভুলতে হয়। যেমন দেখানো হয়েছে যে অর্জুন যা কিছু পড়েছিল সেগুলো ভুলতে হয়েছে। ভগবানের পরিষ্কার মহাবাক্য হলো - কেবল প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেই আমাকে স্মরণ করো, এছাড়া আর কিছু করতে হবে না। যতক্ষণ এই জ্ঞান থাকে না, ততক্ষণ হয়তো ভক্তিমার্গ প্রচলিত থাকে কিন্তু জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হলে এইসব ক্রিয়াদি থেকে মুক্ত হয়ে যায় কারণ ক্রিয়াদি করতে করতেই যদি আয়ু শেষ হয়ে যায় তবে কি কোনো লাভ হবে ? কিছুই তো প্রাপ্তি হলো না, কর্ম বন্ধনের হিসাবপত্র থেকে তো মুক্তি হলো না। *দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা, কাউকে দুঃখ না দেওয়া... এগুলোই ভালো কাজ। কিন্তু এখানে তো সদাকালের এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং বিকর্মগুলোকে সমূলে বিনাশ করতে হবে।* আমরা তো এমন বীজ বপন করতে চাই যার থেকে ভালো কর্মের বৃক্ষ হবে। তাই মানব জীবনের কৰ্তব্যকে জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। আত্মা - ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো পতিত দুনিয়া থেকে তোমাদেরকে অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তি ধারণ করতে হবে, কেননা তোমাদেরকে পবিত্র হতে হবে, তোমাদের উল্লিখিত কলাতেই সকলের ভালো হবে"

প্রশ্নঃ - বলা হয় যে, আত্মা নিজেরই শত্রু, নিজেরই মিত্র হয়, সত্যিকারের মিত্রতা কি?

উত্তরঃ - এক বাবার শ্রীমতে সর্বদা চলতে থাকা - এটাই হলো সত্যিকারের মিত্রতা। সত্যিকারের মিত্রতা হল এক বাবাকে স্মরণ করে পাবন হওয়া আর বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদ প্রাপ্ত করা। এই মিত্রতা করার যুক্তি বাবা-ই বলে দেন। সঙ্গমযুগেই আত্মা নিজের মিত্র হয়।

গীতঃ- তোমরা রাত নষ্ট করেছে ঘুমিয়ে আর দিন নষ্ট করেছে খেয়ে...

ওম্ শান্তি । যদিও এই গানটি হল ভক্তিমার্গের, সমগ্র দুনিয়ায় যে সমস্ত গান গায় বা শাস্ত্র পড়ে, তীর্থে যায়, সেসব হলো ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ কাকে বলা যায়, ভক্তিমার্গ কাকে বলা যায়, এটা বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পেরেছো। বেদ শাস্ত্র, উপনিষদ আদি এইসব হল ভক্তি। অর্ধকল্প ভক্তি চলে আবার অর্ধকল্প পুনরায় জ্ঞানের প্রালম্ব চলতে থাকে। ভক্তি করতে করতে নিচে নামতেই হয়। ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিতে নিতে নিচে নামতেই হয়। পুনরায় এক জন্মে তোমাদের উল্লিখিত কলা হতে থাকে। একেই বলা হয় জ্ঞান মার্গ। জ্ঞানের জন্য গাওয়া হয় যে, এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। রাবণ রাজ্য, যেটা দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে, সেটা সমাপ্ত হয়ে পুনরায় রামরাজ্য স্থাপন হয়। ড্রামাতে যখন তোমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয় তখন উল্লিখিত কলার দ্বারা সকলের ভাল হয়। এই শব্দ কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লিখিত কলায় সকলের ভালো হয়। সকলের সদগতিকারী হলেন এক বাবা-ই তাই না। সন্ন্যাসী উদাসী তো অনেক প্রকারের হয়। অনেক মত-মতান্তরও আছে। যেরকম শাস্ত্রে লেখা আছে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর, আবার শঙ্করাচার্যের মতে ১০ হাজার বছর..... কতটা পার্থক্য হয়ে যায়। কেউ আবার বলবে এত হাজার। কলিযুগে আছে অনেক মানুষ, অনেক মত, অনেক ধর্ম। সত্যযুগে হয় একমত। এই বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এটা শোনাতেও অনেক সময় লেগে যায়। শোনাতেই থাকেন। এরকম বলতে পারো না যে, প্রথমেই কেন এইসব শোনানো হয়নি। স্কুলে যখন পড়াশোনা করা হয় তখন ক্রম অনুসারে পড়ানো হয়। ছোট বাচ্চাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট ছোট হয়, তাই তাদেরকে অল্প অল্প শেখানো হয়। পুনরায় যখন অর্গ্যান্স বৃদ্ধি হতে থাকে, বুদ্ধির তালা খুলতে থাকে। পড়াশোনা ধারণ করতে পারে। ছোট বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কিছুই ধারণা হয় না। বড় হলে তখন ব্যারিস্টার, জজ ইত্যাদি তৈরি হয়। এখানেও এরকম আছে। কারোর কারোর বুদ্ধিতে খুব ভালো ভাবে ধারণ হয়। বাবা বলছেন যে আমি আসি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে। তো এখন পতিত দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য হওয়া চাই। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তখন আর এই পতিত দুনিয়ায় থাকতে পারে না। পতিত দুনিয়াতে আত্মাও পতিত হয়, মনুষ্যও পতিত হয়। পাবন দুনিয়াতে মানুষই পবিত্র হয়, পতিত দুনিয়াতে মানুষই পতিত হয়। এটা হলই রাবণ রাজ্য। যেরকম রাজা-রানী সেরকম প্রজা। এই সমগ্র জ্ঞান হল বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। এইসময় সকলেই বাবার থেকে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো। অন্তরে বাবার জন্য ভালোবাসা আছে। আত্মার মধ্যে বাবার জন্য ভালোবাসা আছে, সম্মান আছে কেননা তোমরা বাবাকে জানতে পেরেছো। এখানে তোমরা সম্মুখে বসে আছো। শিব বাবার থেকে শুনছো। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টিকর্তা বৃষ্ণের বীজ রূপ, জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, আনন্দের সাগর। গীতা জ্ঞানদাতা পরমপিতা ত্রিমূর্তি শিব পরমাত্মা উবাচ। ত্রিমূর্তি এই শব্দটি অবশ্যই দিতে হবে, কেননা ত্রিমূর্তিরই তো গায়ন আছে তাইনা। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা তো অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই জ্ঞান শোনাবেন। কৃষ্ণ তো এরকম বলতে পারেনা যে শিব ভগবানুবাচ। প্রেরণা থেকে কিছু হয় না, আর না তার মধ্যে শিব বাবার প্রবেশ হতে পারে। শিব বাবা তো পরের দেশে আসেন। সত্য যুগ তো কৃষ্ণের দেশ আছে তাই না। তাই দুজনের মহিমাও আলাদা আলাদা আছে। মুখ্য কথাই হল এটি।

সত্যযুগে গীতা তো কেউ পড়ে না। ভক্তি মার্গে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে গীতা পড়ে। জ্ঞান মার্গে তো সেটা হয় না। ভক্তি মার্গে জ্ঞানের কথা হয়না। এখন রচয়িতা বাবা-ই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিচ্ছেন। কোনো মানুষ তো রচয়িতা হতে পারে না। কোনো মানুষই বলতে পারেনা যে, আমি রচয়িতা আছি। বাবা নিজে বলেন যে - আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ আছি। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, সকলের সঙ্গতি দাতা। কৃষ্ণের মহিমাই আলাদা আছে। তাই এই পুরো পার্থক্য তোমাদের লিখতে হবে। যেটা মানুষ পড়ার সাথে সাথে শীঘ্র বুঝতে পেরে যায় যে, গীতার জ্ঞানদাতা কৃষ্ণ

নয়, এই কথাকে স্বীকার করলে তো, এটা তোমাদেরই জয় হবে। মানুষ কৃষ্ণের পিছনে কত দৌড়াতে থাকে, যেৱকম শিবের ভক্ত শিবের জন্য গলা কেটে দিতে তৈরি হয়ে যায়, ব্যস আমাকে শিবের কাছে যেতে হবে, সেইৱকম তারা মনে করে যে, আমাকে কৃষ্ণের কাছে যেতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তো যেতে পারে না। কৃষ্ণের কাছে কোনো বলিদান দেওয়ার কথা নেই। দেবীদের সামনে বলিদান দেওয়া হয়। দেবতাদের সামনে কখনো কোনো বলিদান দেওয়া হয় না। তোমরা হলে দেবী তাই না। তোমরা শিব বাবার হয়েছো, তো শিব বাবার ওপর বলিদান দিতে হবে। শাস্ত্রে তো হিংসক কথা লিখে দিয়েছে। তোমরা তো হলে শিব বাবার বাচ্চা। তন-মন-ধনের বলিদান দাও, আর অন্য কোনো কথাই নেই, এইজন্য শিব আর দেবীদের সামনে বলি দেওয়া হয়। এখন সরকার শিব কাশিতে বলিদান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সেই তলোয়ারও আর নেই। ভক্তি মাৰ্গে যে আত্মঘাত করে এটাও যেন নিজের সাথে নিজের শত্রুতা করার একটি উপায় হয়ে যায়। মিত্রতা করার একটাই উপায় আছে, যেটা বাবা বলে দেন - পবিত্র হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদ প্রাপ্ত করো। এক বাবার শ্রীমতে চলতে থাকো, এটাই হলো মিত্রতা। ভক্তি মাৰ্গে জীবাঙ্ঘা নিজেরই শত্রু হয়। পুনরায় বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, তখন জীবাঙ্ঘা নিজের মিত্র হয়ে যায়। আত্মা পবিত্র হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, সঙ্গমযুগে প্রত্যেক আত্মাকে বাবা এসে মিত্র বানান। আত্মা নিজের মিত্র হয়, শ্রীমত প্রাপ্ত করে, তখন মনোস্থির করে যে আমি বাবার মতেই চলবো। অর্ধকল্প নিজের মতে চলেছি। এখন শ্রীমতে চলে সঙ্গতি প্রাপ্ত করতে হবে, এখানে নিজের মনোমত মিশিয়ে দিলে হবে না। বাবা তো কেবল শ্রীমত দেন। তোমরা দেবতা হতে এসেছো, তাই না। এখন ভালো কর্ম করলে তো দ্বিতীয় জন্মে ভালো ফলও প্রাপ্ত হবে, অমরলোকে। এটা তো হলোই মৃত্যুলোক। এই রহস্যও বাচ্চারা তোমরা জেনে গেছো। সেটাও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে। কারোর কারোর বুদ্ধিতে খুব ভালো রীতিতে ধারণা হয়ে যায়, আবার কেউ ধারণা করতে পারে না, তো এতে টিচার কি করতে পারে। শিক্ষকের কাছে কৃপা বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করে কি ? শিক্ষক তো পড়িয়ে নিজের বাড়ি চলে যান। স্কুলে প্রথমে প্রথমে কেউ কেউ এসে ভগবানের কাছে ব্যবসা শুরু করে দেয় - হে ভগবান আমাকে পাশ করিয়ে দাও, তাহলে আমি তোমাকে ভোগ প্রদান করবো। শিক্ষককে কখনো এই কথা বলে না যে, আমাকে আশীর্বাদ করুন। এই সময় পরমাত্মা আমাদের বাবাও আছেন, আবার শিক্ষকও আছেন। বাবার আশীর্বাদ তো আছেই। বাবা বাচ্চাদেরকে কামনা করেন যে, বাচ্চারা এলে তো আমি তাদেরকে ধন সম্পত্তি প্রদান করবো। তো এটা আশীর্বাদ হল তাই না। এটা হল একটি কলা। বাচ্চারা বাবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। এখন তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যেৱকম বাবা সেৱকম বাচ্চারা। দিন প্রতিদিন প্রত্যেকটি জিনিস তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। এটা হলোই দুঃখধাম। ৪০ হাজার বছর এখনও যদি আয়ু হয়, তাহলে কি অবস্থা হবে! মানুষের বুদ্ধি একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছে।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে বাবার সাথে যোগ রাখার কারণে বাবার থেকে কিরণ আসতে থাকে। বাবা বলেন যে যত যত আমার স্মরণে থাকবে ততই লাইট বৃদ্ধি হতে থাকবে। স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়। লাইট বৃদ্ধি হতে থাকে, স্মরণ না করলে তো লাইট প্রাপ্ত হবে না। স্মরণের দ্বারাই লাইট বৃদ্ধি হবে। স্মরণ করলে না অথচ কোনো বিকর্ম করলে তখন লাইট কম হয়ে যাবে। তোমরা পুরুষার্থ করছো সতোপ্রধান হওয়ার জন্য। এটাই অনেক বোঝার বিষয়। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা এটাও লিখতে পারো যে, এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ দিতে পারেনা। তিনি তো হলেন প্রাপ্তকারি। এটাও লিখে দেওয়া চাই যে, ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্মে কৃষ্ণের আত্মা পুনরায় জ্ঞান গ্রহণ করে প্রথম নশ্বরে যায়। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে, সত্যযুগে ৯ লক্ষ দেবী দেবতা হবে, তারপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হয় তাইনা। দাস-দাসীও অনেক হবে যারা পুরো ৮৪ জন্ম নেবে। ৮৪জন্মেরই হিসাব করা হয়। যে ভালো রীতিতে পরীক্ষায় পাস করবে, সেই প্রথম প্রথম সত্যযুগে আসবে। যত দেরিতে যাবে তো মহল পুরানোই তো বলবে তাই না। নতুন মহল তৈরি হবে তারপর দিন প্রতিদিন আয়ু কম হতে থাকবে। সেখানে তো সোনার মহল তৈরি হবে। সেটা তো আর পুরানো হতে পারেনা। সোনা তো সর্বদাই চমকিত হতে থাকে, তবুও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবশ্যই করতে হয়। গহনা আদি যদিও পাকা সোনা দিয়ে তৈরি হয় তবুও চমক তো কম হয়ে যায় তাই না, পুনরায় তাতে পালিশ করতে হয়। বাচ্চারা তোমাদের সর্বদা এই খুশিতে থাকতে হবে যে, আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। এই নরকে এটাই হল অন্তিম জন্ম। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছো, জেনে গেছো যে এসবই হল পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর। এখন আমাকে সত্যযুগের নতুন দুনিয়াতে নতুন শরীর নিতে হবে। এই পাঁচতত্ত্বও নতুন হবে। এইৱকম বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। এটাই হলো পড়াশোনা তাই না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের এই পড়াশোনায় চলতে থাকবে। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলেই বিনাশ হয়ে যাবে। তো নিজেকে ছাত্র মনে করে এই খুশিতে থাকতে হবে তাই না - ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই খুশি কোনো কম কথা নয়। কিন্তু সাথে সাথে মায়াও খারাপ কাজ করিয়ে দেয়। ৫-৬ বছর পবিত্র থাকার পর মায়া নিচে ফেলে দেয়। একবার পড়ে গেলে তো সেই অবস্থা আর থাকেনা। আমি পড়ে গেলে তো সেই ঘৃণা আসবে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে সমস্ত কিছু স্মৃতিতে রাখতে

হবে। এই জন্মে যা কিছু পাপ করেছে, প্রত্যেক আত্মার নিজের জীবনের সম্বন্ধে সবকিছুই জ্ঞান আছে তাই না। কেউ খারাপ বুদ্ধি সম্পন্ন তো কেউ বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ছোটবেলার ইতিহাস সকলেরই স্মরণে আছে তাই না। এই বাবাও ছোটবেলার ইতিহাসের কথা তোমাদেরকে শোনান তাই না। বাবার সেই মহল আদিও স্মরণে আছে। কিন্তু এখন সেখানেও হয়তো সব নতুন মহল তৈরি হয়ে গেছে। ছয় বছর থেকে নিজের জীবন কাহিনী স্মরণে থাকে। আর যদি ভুলে যায় তবে তাকে মন্দ বুদ্ধি বলা হয়। বাবা বলেন যে, নিজের জীবন কাহিনী লেখো। এখানে জীবনের কথা আছে তাই না। মনে পড়ে যায় যে জীবন কত চমৎকার ছিল। গান্ধী নেহেরু আদি সকলেরই অনেক বড় বড় খন্ড (গ্রন্থ) তৈরি হয়। কিন্তু তোমাদের জীবনই তো সব থেকে মূল্যবান আছে। আশ্চর্য পূর্ণ জীবন তো তোমাদেরই আছে। এটা হল অত্যন্ত মূল্যবান, অমূল্য জীবন। এর মূল্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এইসময় তোমরাই সেবা করতে থাকো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিছুই সার্ভিস করে না। তোমাদের জীবন অনেক মূল্যবান আছে, যখন তোমরা অন্যদেরও এইরকম জীবন বানানোর সেবা করতে থাকো। যে খুব ভালোভাবে সেবা করবে সেই গায়ন যোগ্য হবে। বৈষ্ণব দেবীরও মন্দির আছে তাই না। এখন তোমরাই সত্য সত্য বৈষ্ণব তৈরি হচ্ছে। বৈষ্ণব তাকেই বলা যায়, যে পবিত্র থাকে। এখন তোমাদের খাদ্য-পানীয় সবই বৈষ্ণব আছে। প্রথম নম্বরের বিকারে তো তোমরা বৈষ্ণবরাই (পবিত্র) আসো। জগদম্বার এই সব বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী আছে তাই না। ব্রহ্মা আর সরস্বতী। বাচ্চারা হলো তাঁর সন্তান। নম্বরের ক্রম অনুসারে দেবীরাও আছে, যাদের পূজা হয়। বাকি এত হাত দেখানো হয়েছে, সেসব হলো ফালতু কথা। তোমরা অনেককে নিজের সমান বানাও তাই এই সমস্ত হাত দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মাকেও ১০০ হাত যুক্ত, হাজার হাত যুক্ত দেখানো হয়। এইসব হল ভক্তিমার্গের কথা। তথাপি বাবা তোমাদেরকে বলেন যে, দৈবগুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দিও না। কাউকে উল্টো-পাল্টা রাস্তা দেখিয়ে তার সত্যানাশ করো না। একটাই মুখ্য কথা বাবা বোঝাতে চাইছেন যে, বাবা আর বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) গায়ন বা পূজার যোগ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ বৈষ্ণব (পবিত্র) হতে হবে। খাদ্য ও পানীয়ের শুদ্ধিকরণের সাথে সাথে পবিত্র থাকতে হবে। এই মূল্যবান জীবনে সেবা করে অনেকের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

২) বাবার সাথে এমন যোগ রাখতে হবে যাতে আত্মার লাইট বৃদ্ধি পায়। কোনো বিকর্ম করে লাইটের তীব্রতাকে হ্রাস করো না। নিজের সাথে মিত্রতা করতে হবে।

বরদান:- দেহ-অভিমানের রয়্যাল রূপকেও সমাপ্তকারী সাক্ষী আর দ্রষ্টা ভব*

ব্যাখ্যা :- অপরের কথাকে সম্মান না দেওয়া, খন্ডন করে দেওয়া - এটাও হল দেহ অভিমানের রয়্যাল রূপ, যেটা নিজেকে বা অন্যদেরকে অপমান করায়। কেননা যে খন্ডন করে, তার মধ্যে অভিমান এসে যায়, আর যার কথাকে খন্ডন করে তার অন্তরে অপমান বোধ জন্মায়, এই জন্য সাক্ষীদ্রষ্টার বরদানকে স্মৃতিতে রেখে ড্রামার ঢাল বা ড্রামার ট্র্যাকের উপর প্রত্যেক কর্ম আর সংকল্প করে, আমিত্ব ভাবের এই রয়্যাল রূপকেও সমাপ্ত করে, প্রত্যেকের কথাকে সম্মান দাও, স্নেহ দাও, তো সে সদাকালের জন্য সে তোমাদের সহযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- পরমাত্মার শ্রীমৎ রূপী জলের আধারে কর্ম রূপী বীজকে শক্তিশালী বানাও।*

বিশাল বুদ্ধির লক্ষণ

আজ স্নেহের সাগর, সমুদায় ভাণ্ডারের বিধাতা, বরদাতা বাবা তাঁর স্নেহী, সহযোগী, সহজযোগী সব বাচ্চার সঙ্গে আধ্যাত্মিক মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। এই মিলন আধ্যাত্মিক স্নেহের অর্থাৎ আত্মাদের মিলন বিচিত্র মিলন। সারা কল্পে এমন অধ্যাত্ম মেলা হতেই পারে না। এই সঙ্গমযুগেরই এমন আধ্যাত্মিক মিলনের বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। এই বরদানী সময়ে বরদাতা বাবা দ্বারা বরদানী বাচ্চারা এই বরদান প্রাপ্ত করে। বাবারও বিধাতা আর বরদাতার অবিনাশী পাট এই সময়েই। এইরকম সময়ে বরদানের অধিকারী আত্মারা নিজেদের সদাকালের অধিকার প্রাপ্ত করছে। এইরকম অধ্যাত্ম মেলা দেখে বাপদাদাও উৎফুল্ল হন। বাপদাদা দেখছেন যে কতো সরল-সাদাসিধে বাচ্চারা বিশ্বের সামনে এমন শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়েছে, কারণ আজকের দুনিয়ায় যাদের রাজনীতির বিদ্যা, সায়েন্সের বিদ্যা, অল্পকালের রাজ্য অধিকার বা ধর্ম নেতার অধিকার আছে, তাদেরই সব লোক বিশেষ আত্মা হিসেবে মান্যতা দেয়। কিন্তু বাপদাদা কোন বিশেষত্ব দেখেন? সবচেয়ে প্রথমে নিজেকে নিজের এবং বাবাকে জানার যে বিশেষত্ব তোমরা সব আত্মার মধ্যে আছে তা' কোনও খ্যাতিসম্পন্ন আত্মার মধ্যে নেই, সেইজন্য সহজ, সরল বাচ্চা হয়েও বরদাতার থেকে বরদান নিয়ে জন্ম-জন্ম ধরে পূজ্য আত্মা হয়ে যাও। যারা আজকের সুবিখ্যাত আত্মা তারাও পূজ্য আত্মাদের সামনে নমন-বন্দন করে। তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা হয়ে গেছ। এইরকম স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব কর? নিরাশ আত্মাদের আশাবাদী করে তোলা - এটাই বাবার বিশেষত্ব। বাচ্চাদের দেখে বতনে বাপদাদাও মৃদু মৃদু হাসছিলেন। যদি কোনও অজানা আত্মাকে বলো যে এই সমগ্র সভা বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের, তারা কি মানবে? তারা আশ্চর্যান্বিত হবে। কিন্তু বাপদাদা জানেন, সেই আত্মারা বাবার প্রিয় যাদের হৃদয়ে স্নেহ এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনা আছে। হৃদয়ের স্নেহই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি করানোর মূল আধার। হৃদয়ের স্নেহ দূর-দূরান্ত থেকে এখানে তোমাদের মধুবন নিবাসী বানায়। স্নেহসিক্ত হৃদয়ই হৃদয়নিধি বাবার পছন্দ, সেইজন্য তোমরা যে যেমনই হও পরমাত্মার পছন্দ, তাইতো তিনি তোমাদের আপন করে নিয়েছেন। দুনিয়ার লোকে এখন প্রতীক্ষা করছে। বাবা আসবেন, সেই সময় এই হবে, ওই হবে। কিন্তু তোমাদের সবার মুখ থেকে, হৃদয় থেকে কি নিঃসৃত হয়? 'পেয়ে গেছি।' তোমরা সম্পন্ন হয়ে গেছ আর তারা সব বুদ্ধিমান এখনও চেনার চেষ্টায় সময় নষ্ট করছে, সেইজন্য বলা হয়েছে, *ভোলানাথ বাবা।* চিনে নেওয়ার এই বিশেষত্ব তোমাদের বিশেষ আত্মা বানিয়ে নিয়েছে। চিরপরিচিতকে তোমরা চিনেছ, প্রাপ্ত করে নিয়েছ। ভবিষ্যতে কি করবে? সব আত্মাদের জন্য তোমরা দয়া অনুভব হয়? আত্মা তো সবাই, অসীম জগতের একই পরিবার। নিজের পরিবারের কোনও আত্মা বরদান থেকে যেন বঞ্চিত না থাকে। হৃদয়ে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে? নাকি নিজেদের প্রবৃত্তিতেই বিজি হয়ে গেছ? অসীম স্টেজে স্থিত হও, অসীম জগতের আত্মাদের সেবার শ্রেষ্ঠ সঞ্চল্লই সফলতার সহজ সাধন।

এখন তোমরা সেবার গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করছ, তাই না! তার জন্য বিশাল প্রোগ্রাম বানিয়েছ, নয় কি? যত বিশাল প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করেছ, ঠিক ততটাই কি বিশাল হৃদয়, বিশাল উদ্যম-উদ্দীপনা আর বিশাল রূপে তোমরা প্রস্তুত হয়েছে? নাকি শুধু ভাবো, যদি আমাকে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তো আমি সেটা করব। যদি প্রচারপত্র (নিমন্ত্রণ) বিলি করার সুযোগ থাকে আমার, আমি করব। এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ তোমরা? এটাই কি বিশাল প্রস্তুতি বলে! যে ডিউটি তোমাদের দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেটা সম্পূর্ণ করে নেওয়াই বিশাল উৎসাহ-উদ্দীপনা বলে না। বিশালতার লক্ষণ - সবসময় সেবাতে নবীনত্ব আনাই নিজের উপরে ন্যস্ত ডিউটি পালন করা। তা' ভোজন খাওয়ানোর হোক বা ভাষণ দেওয়ার ডিউটিই হোক, কিন্তু সেবাতে সদাসর্বদা নতুনত্ব রাখাই বিশালতা। এক বছর আগে যা করেছ, তাতে অবশ্যই কোন না কোন আধ্যাত্মিক অ্যাডিশন হতে দাও। সেইরকম উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের হৃদয়ে থাকে? নাকি ভাবো, যেমন চলে আসছে তেমনই হবে। বিধি আর বুদ্ধি সবসময় পরিবর্তন হতে থাকে। সময় সমাসন্ন প্রায়, সুতরাং সব আত্মাকে অবশ্যই বাবার এবং পরিবারের নৈকট্যের বিশেষ অনুভব করাও। কি নতুনত্ব আনতে হবে, সেই ব্যাপারে মনন কর। এখন কনফারেন্সের বিশাল কার্যভার পালন করছ, তাই না! সবাই করছ নাকি শুধু যারা বড় তারাই করছে? সবার করণীয়, নয় কি! তোমাদের প্রত্যেককে ভাবতে হবে, সেবায় নতুনত্ব আনতে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, এমনকি যদি অগ্রবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় মাত্রকে নিমিত্ত বানানো হয়, তবুও। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র কয়েকই ভাষণ দেবে, এত সব সভা কি করবে! একটা কাজ তখনই সম্পন্ন হয় যখন ডিউটি প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। যতই যা হোক, সবাইকে নিমিত্ত হতে হবে। কোন ব্যাপারে? যেখানেই তুমি থাক, যে ডিউটির জন্যই তুমি নিমিত্ত হও, যখন

কোনও বিশাল কর্তব্য-কর্ম চারিদিকের যে কোন কোথাও হয়, তখন দূরে বসেও সেই সময় পর্যন্ত প্রত্যেকের মনে বিশ্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনা অবশ্যই হওয়া উচিত। যেমন, আজকালকার ভি. আই. পি. যদি নিজে পৌঁছাতে না পারেন, তবে শুভ কামনা তো পাঠিয়ে দেন, তাই না ! তাহলে, তাঁদের থেকে তোমরা কম কিছু ! তোমরা সব বিশেষ আত্মার শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সেই কর্তব্য-কর্মকে সফল বানাবে।

এই বিশেষ দিনে অঙ্গীকারের বিশেষ তাগা বাঁধা উচিত এবং সীমিত পরিসরের কোন কিছুতে তোমাদের সঙ্কল্প শক্তি, সময়ের শক্তি ব্যর্থ নষ্ট করা, বরং প্রতিটা সঙ্কল্পের সাথে সবসময় বিশাল সেবার নিমিত্ত হয়ে মন্থা শক্তি দ্বারাও সহযোগী হও। এমন ভেবোনা যে আবুতে কনফারেন্স হচ্ছে আর আমি তো অমুক দেশে বসে আছি, না ! সবাই তোমরা বিশাল কর্মকাণ্ডে সহযোগী, সুতরাং বাতাবরণ এবং বায়ুমণ্ডল তৈরি কর। যখন সায়েন্সের শক্তি দ্বারা এক দেশ থেকে আরেক দেশে তারা রকেট পাঠাতে পারে, তবে সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা কি তোমরা শুভ ভাবনা, কল্যাণের ভাবনা দ্বারা এখানে আবুতে মন্থা দ্বারা সহযোগী হতে পার না ? কেউ সাকারে বাণী দ্বারা, কর্ম দ্বারা নিমিত্ত হবে। কেউ মন্থা সেবাতে নিমিত্ত হবে। কিন্তু যতদিন প্রোগ্রাম চলে, হয় পাঁচ দিন বা ছ'দিন, সেই সময় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার যেন সেবার অঙ্গীকারের তাগা বাঁধা থাকে - *সফলতা আনার ক্ষেত্রে আমি- আত্মাকে নিমিত্ত হতে হবে।* প্রত্যেকে তোমরা নিজেকে দায়বদ্ধ মনে কর। এটা সেই অর্থে নিও না যে সবারই তো দায়িত্ব আছে, সুতরাং ভাষণে চান্স সবার পাওয়া উচিত, নাকি বিশেষ কোনও ডিউটি পেলে তবেই তোমরা দায়িত্বশীল, এটাকে দায়িত্বশীল হওয়া বলে না। যেখানেই থাক, যে ডিউটিই পাও, হয় দূরে বসে থাকার অথবা স্টেজে যাওয়ার - 'আমাকে সহযোগী হতেই হবে।' একেই বলা হয়ে থাকে সারা বিশ্বে সেবায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া। খুশির, উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে দাও। এইরকম সহযোগী হয়েছ তোমরা ? এই কনফারেন্সে তোমরা কিছু নতুন দেখাবে, তাই না ? এটা গোল্ডেন জুবিলি, সুতরাং গোল্ডেন এজ এসেই যাচ্ছে, চতুর্দিকে এই খুশির তরঙ্গ বইতে দাও। যারা আতঙ্কিত এবং নিরাশ আত্মা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতের আশা সঞ্চার কর। আতঙ্কিত আত্মাদের মধ্যে খুশির তরঙ্গ উৎপন্ন হতে দাও। এই গোল্ডেন সেবা গোল্ডেন জুবিলির জন্য, এই লক্ষ্য বজায় রাখ। সমস্ত কর্তব্য-কর্মে মোল্ড হয়ে অর্থাৎ নিজেকে আদর্শরূপে গড়ে রিয়্যাল গোল্ড হয়ে গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করতে হবে। বুঝেছ ! যা এখনও পর্যন্ত করনি, সেটাই করে দেখাতে হবে। এমন আত্মাদের নিমিত্ত বানাও যাতে এক আত্মা অনেক আত্মার সেবার নিমিত্ত হয়ে যায়। ভাবতেই থাকবে, কিন্তু করব করব বলে সময় চলে যাবে, অবশেষে তোমরা যাকে পাও তাকেই ধরে নিয়ে আস। আত্মাদের সংখ্যা তো বেড়েই চলে, কিন্তু সেবার জন্য বিশাল প্রোগ্রামের আয়োজন তো করাই হয় এইজন্য যে এমন আত্মা আসবে, যে একাই অন্য অনেকের নিমিত্ত হয়ে যায়। চারিদিকে সেবা চলতে থাকে, তাই না ? নিজের নিজের স্থানেও এইরকম আত্মাদের কার্য- উপলক্ষে প্রোগ্রাম তো চালাতে থাক, সেইজন্য এখন থেকে গোল্ডেন জুবিলির জন্য, নিজের সেবার এবং নিজের সাথে অন্য বিশেষ আত্মাদের সেবার তরঙ্গ বইয়ে দাও। বুঝেছ তোমরা - কি করতে হবে তোমাদের !

স্নেহে পরিশ্রম কর। স্নেহ এমন বস্তু যে যদি একজন 'না' বলতেও যায়, স্নেহবশে সেও 'হ্যাঁ' বলবে। এমনকি তাদের সময় না থাকলেও তারা সময় বের করে নেয়, এই রহনী স্নেহের জন্য। সুতরাং উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। এইরকম ভেবোনা যে এই ক্ষেত্রও সেইরকম, লোকেও তদনুরূপ ! তোমরা কেমন ছিলে, তোমাদের পরিবর্তন হয়েছে, নয় কি ! শুভ ভাবনার ফল সदैব শ্রেষ্ঠ হয়। আচ্ছা -

বাবার ঘরে এসেছ, এতে বাবারও খুশি, কিন্তু সময় তো সীমিত, তাই না ! যাই হোক, সংখ্যায় যত লোকই আসে তাদের মধ্যে একই সময় বন্টিত হয়, তাই তো ! যদি চারটে জিনিস থাকে আর নেওয়ার জন্য আটজন থাকে তাহলে কি করবে ! সেই অনুযায়ীই তো বন্টন করবে, তাই নয় কি ? এমনকি, বাপদাদাকেও সঠিক বিধি অনুযায়ী চলতেই হয়। বাপদাদা তো বলতে পারেন না যে কেন এত এসেছ ? সুস্বাগতম !

স্বাগত, কিন্তু সময় অনুসারে বিধি তৈরি করতে হয়। হ্যাঁ, অব্যক্ত বতনে সময়ের সীমা নেই।

মহারাষ্ট্রও চমৎকার করে দেখাবে। একমাত্র যখন তোমরা কোন এমন মহান আত্মাকে নিমিত্ত বানিয়ে দেখাবে, তখনই তোমাদের বলা হবে মহারাষ্ট্র (মহা দেশ)। যতই হোক, দিল্লি তো নিমিত্তই। এমন ভেবোনা যে তোমরা অনেক কনফারেন্স করে নিয়েছ, আর তাই তোমরা যা করতে পার এখন করবে ! না ! প্রতি বছর তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখন তো অনেক আত্মা আছে, যাদের তোমরা নিমিত্ত বানাতে পার। এমনকি যারা দিল্লি থেকে আগত, তাদেরও নিমিত্ত হতে হবে। রাজস্থান কি করবে ? রাজস্থান, সদাই সর্বকার্যে নম্বর ওয়ান হতে হবে, কারণ নম্বর ওয়ান হেডকোয়ার্টার রাজস্থানে।

কোয়ালিটিতে এবং কোয়ালিটিতে উভয়তেই নম্বর ওয়ান হতে হবে। তোমরা সব ডবল বিদেশিও তো নতুনত্ব দেখাবে, তাই না ! প্রত্যেক দেশে এই সুসংবাদের তরঙ্গ যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সবাই তোমাদের হৃদয় থেকে আশীর্বাদ দেবে। লোকে অত্যন্ত আতঙ্কিত, না ! এমন আত্মাদের অধ্যাত্ম খুশির তরঙ্গে নিয়ে এসো, সাময়িক খুশি নয়। অধ্যাত্ম খুশির তরঙ্গ এমন হতে দাও যাতে তারা উপলব্ধি করে, এঁরা ফরিস্তা হয়ে শুভ সন্দেশ দেওয়ার নিমিত্ত আত্মা। বুঝেছ ! এখন দেখব কোন জোন নতুনত্ব আনে ! সংখ্যা নিয়ে আসে নাকি কোয়ালিটি নিয়ে আসে। তারপরই বাবা রেজাল্ট শোনাবেন। নবীনতাও আনতে হবে। নবীনত্বেরও নম্বর পাবে তোমরা। আচ্ছা।

সর্ব স্বরাজ্য বিশ্ব রাজত্বের অধিকারী আত্মাদের, যারা সদা অসীম সেবায় অসীম বৃত্তিতে থাকে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, দরাজদিল, সদা বিশাল বুদ্ধি, বিশাল উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা বিশেষ আত্মাদের, সদা সবরকম সেবার নিমিত্ত জেনে নিজেকে নির্মাণ করে, যারা সেবাতে সদা শ্রেষ্ঠ এবং বাবা সমান সফলতা প্রাপ্ত করে, সেইরকম অধ্যাত্ম আত্মাদের আধ্যাত্মিক বাবার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

কুমারীদের সাথে :- 'কুমারী জীবন সদা নির্দোষ জীবন' এই গায়ন হয়েছে। কুমারী জীবন সদা গায়ন হয়েছে শ্রেষ্ঠ জীবন হিসেবে এবং পূজনও হয়। এইরকম শ্রেষ্ঠ আর পূজ্য আত্মা নিজেদের মনে কর তোমরা ? কুমারীরা সবাই বিশেষ কোন চমৎকার করে দেখাবে, তাই না ! নাকি শুধু পাঠের পড়া পড় ? বিশ্বের সেবাধারী হবে নাকি সীমিত পরিসরের, শুধুই গুজরাটের সেবা করতে যাচ্ছে, নাকি শুধু মধ্যপ্রদেশের, নাকি শুধু অমুক স্থানের ? তোমরা এইরকম নও তো ! এভাররেডি আত্মারা অন্যদেরও এভাররেডি বানায়। সুতরাং তোমরা কুমারীরা যা করতে চাও করতে পার। আজকের গভর্নমেন্ট যা বলে তা' করতে অপারগ। এমন রাজ্যে থেকে সেবা করতে হলে সফলতা তখনই হবে যখন তেমন শক্তিশালী সেবা হবে। এই জ্ঞানের পথে নম্বর নিয়েছ ? এই লক্ষ্যই রাখতে হবে যে নম্বর ওয়ান নিতেই হবে। সদা কম বলার বিশেষত্ব দেখাও, কিন্তু যার সামনেই যাও সে যেন তোমার জীবন থেকে পাঠ নিতে পারে। বাক-শক্তি দ্বারা পাঠ শোনানোর জন্য অনেকে আছে, শ্রোতাও আছে, কিন্তু তোমার জীবন থেকে পাঠ নেবে - এটাই বিশেষত্ব। তোমার জীবনই যেন টিচার হয়ে যায়, বাচনিক টিচার নয়। মৌখিকভাবে বলারও দরকার হয়, কিন্তু মৌখিকভাবে বলার পরেও যদি তোমাদের জীবনে না হয়, তাহলে তারা বিশ্বাস করে না। বলে, অনেকেই আছে এটা বলে, সেইজন্য তোমার জীবন দ্বারা অন্যদের বাবার বানানোর লক্ষ্য বজায় রাখ। আজকাল লোকের অন্যদেরটা শোনারও উৎসাহ নেই, তারা দেখতে চায়। দেখ, রেডিও শোনার জিনিস, টি. ভি. দেখার জিনিস, সুতরাং তারা কোনটা পছন্দ করবে ? (টি. ভি.) তারা শোনার চাইতে দেখা পছন্দ করবে। সেইজন্য তারা তোমাদের জীবনেও দেখতে চায় - তোমাদের চলাফেরা, তোমাদের আচার-আচরণ, অধ্যাত্ম দৃষ্টি কীভাবে বজায় রাখছে ! এইরকম লক্ষ্য রাখ। বুঝেছ ! সঙ্গমযুগে কুমারীদের মহত্ব কি তা'তো তোমরা জানো, তাই না ? সঙ্গমযুগে সবচাইতে মহান হলো কুমারী। সুতরাং নিজেকে মহান মনে করে সেবায় সহযোগী হয়েছ নাকি সেটা তোমাদের হতে হবে ? তোমাদের লক্ষ্য কি ? ডবল পার্ট পালন করার লক্ষ্য আছে তোমাদের ? কোন ঝুড়ি উঠাবে তোমরা ? আচ্ছা।

বরদান:- বালক আর মালিকভাবের সমতা দ্বারা সর্ব খাজানায় সম্পন্ন ভব*

যেমন বালকভাবের নেশা সবার মধ্যে আছে, সেইরকম বালক তথা মালিক অর্থাৎ বাবা সমান সম্পন্ন স্থিতির অনুভব কর। মালিকভাবের বিশেষত্ব - যতটা তোমরা মালিক, তদনুরূপে বিশ্ব সেবাধারী সংস্কার সদা ইমার্জ হতে দাও। মালিকভাবের নেশা এবং বিশ্ব সেবাধারী হওয়ার নেশা সমানরূপে হলে তবেই বলা যাবে, বাবা সমান। বালক আর মালিক উভয় স্বরূপ সদাই প্রত্যক্ষ কর্মে প্রতিভাত হলে তখনই বাবা সমান সর্ব খাজানায় সম্পন্ন স্থিতির অনুভব করতে পারবে।

স্লোগান:- জ্ঞানের অফুরন্ত খাজানার অধিকারী হও, তাহলেই অধীনতার অবসান হবে।*

সূচনা:-

আজ তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত সব ভাই-বোনেরা একত্রিত হয়ে সংগঠিতভাবে যোগ অভ্যাসে অনুভব করুন, 'আমি বীজরূপ বাবার সঙ্গে কন্বাইন্ড। আমি সর্বশক্তিতে সম্পন্ন মাস্টার জ্ঞান সূর্য। আমার থেকে নিঃসৃত সর্বশক্তির কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরও এই নতুন বৃক্ষ (ঝাড়) খুবই মিষ্টি, এই মিষ্টি ঝাড়ুই পোকা লাগে, এই পোকাকে সমাপ্ত করার ওষুধ হলো 'মন্মনাভব'"

প্রশ্ন:- পাস উইথ অনার হওয়া ছাত্রদের নিদর্শন কি হবে?

উত্তর:- তারা কেবল একটি বিষয়ে নয়, সমস্ত বিষয়েই সম্পূর্ণ নজর দেবে। স্থূল সেবার বিষয়ও খুবই ভালো, অনেকেই এতে সুখ পায়, নস্বরও এতে জমা হয়, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও প্রয়োজন আর চালচলনও। দৈবীগুণের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ যেন থাকে। জ্ঞান - যোগ সম্পূর্ণ হলেই পাস উইথ অনার হতে পারবে।

গীত:- না সে আমার থেকে আলাদা হবে, না আমি হবো...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কি শুনেছে? বাচ্চাদের মন কার সাথে জুড়ে আছে? গাইডের সঙ্গে। গাইড তোমাদের কি কি দেখায়? তিনি স্বর্গে যাওয়ার দরজা দেখান। বাচ্চাদের এই নামও দেওয়া হয়েছে - গেট ওয়ে টু হেভেন। স্বর্গের দ্বার কখন খোলে? এখন তো নরক, তাই না। স্বর্গের দ্বার কে খোলে এবং কখন? বাচ্চারা, এ কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমাদের সর্বদা খুশী থাকে। স্বর্গে যাওয়ার পথ তোমরাই জানো। মেলা এবং প্রদর্শনীর দ্বারা তোমরা এই দেখাও যে, মানুষ স্বর্গের দ্বারে কিভাবে যেতে পারে। চিত্র তো তোমরা অনেকই বানিয়েছো। বাবা জিগ্জেন্স করেন, এইসব চিত্রের মধ্যে এমন কোন চিত্র আছে, যাতে আমরা কাউকে বোঝাতে পারি, এ হলো স্বর্গে যাওয়ার গেট? গোলা (সৃষ্টিচক্র) চিত্রে স্বর্গে যাওয়ার গেট সিদ্ধ হয়। এই হলো সঠিক। উপরে ওইদিকে হলো নরকের গেট আর এইদিকে হলো স্বর্গের গেট। সম্পূর্ণ ক্লিয়ার। এখান থেকে সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে যায় তারপর স্বর্গে আসে। সেই হলো গেট। সম্পূর্ণ চক্রকে গেট বলা হবে না। উপরে যেখানে সঙ্গম দেখানো হয়েছে, সেই হলো সম্পূর্ণ গেট। যেখান থেকে আত্মারা যায়, তারপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসে। বাকি সবাই শান্তিধামে থাকে। কাঁটা দেখানো হয় -- এ হলো নরক, আর ও হলো স্বর্গ। সবথেকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য এই চিত্র। এ সম্পূর্ণ পরিষ্কার, গেট ওয়ে টু হেভেন। এ তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝার মতো কথা, তাই না। এখানে অনেক ধর্মের বিনাশ আর এক ধর্মের স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা সুখধামে যাবো আর বাকি সকলেই শান্তিধামে চলে যাবে। এই গেট তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার। এই গোলাই হলো মূখ্য চিত্র। এখানে নরকের দ্বার এবং স্বর্গের দ্বার সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কল্প পূর্বে যারা স্বর্গের দ্বারে গিয়েছিলো, তারাই আবার যাবে, বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। নরকের দ্বার বন্ধ হয়ে শান্তি আর সুখের দ্বার খোলে। সবথেকে এক নস্বর চিত্র হলো এটাই। বাবা সর্বদা বলেন ত্রিমূর্তি, গোলা আর এই চক্র হলো এক নস্বর চিত্র। যেই আসুক, তাকে প্রথমে এই চিত্র দেখিয়ে বলা, স্বর্গে যাওয়ার এই হলো দ্বার। এই হলো নরক, আর এই স্বর্গ। নরকের এখন বিনাশ হয়ে যাবে। মুক্তির দ্বার খোলে। এইসময় আমরা স্বর্গে যাবো আর বাকি সবাই শান্তিধামে যাবে। এ কতো সহজ। স্বর্গের দ্বারে সবাই তো আর যাবে না। ওখানে তো এই দেবী - দেবতাদেরই রাজ্য ছিলো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, স্বর্গের দ্বারে যাওয়ার জন্য এখন আমরা উপযুক্ত হচ্ছি। আমরা যতই লিখবো - পড়বো, তবেই নবাব হবো, আর যত কাল্পনিক বা ছেলেমানুষী করবো, ততই খারাপ হবো। সবথেকে ভালো চিত্র হলো এই গোলা, বুদ্ধির দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো, একবার চিত্র দেখলে, তারপর বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করে কাজ করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের সারাদিন এই খেয়াল থাকা উচিত যে, কোন চিত্র মূখ্য, যে চিত্রের সাহায্যে আমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারি। গেট ওয়ে টু হেভেন -- এই ইংরাজী শব্দ খুব ভালো। এখন তো অনেক ভাষা হয়ে গেছে। হিন্দী শব্দটি হিন্দুস্থান থেকে এসেছে। হিন্দুস্থান - এই অক্ষর সঠিক নয়, এর প্রকৃত নাম ভারতই। ভারতখণ্ড বলা হয়। এ তো গলি ইত্যাদির নাম পরিবর্তন হয়। খণ্ডের নাম তো পরিবর্তন হয়ই না। মহাভারত শব্দ তো আছেই, তাই না। সবকিছুর মধ্যে ভারতই তো স্মরণে আসে। এমন গাওয়াও হয় যে, ভারত আমাদের দেশ। হিন্দু ধর্ম বলাতে ভাষাও হিন্দী করে দিয়েছে। এ সঠিক নয়। সত্যযুগে ছিলো সত্যই সত্য -- সত্য পড়া, সত্য খাওয়া, সত্য বলা। এখানে সবই মিথ্যা হয়ে গেছে। তাই এই গেট ওয়ে টু হেভেন অক্ষর খুবই ভালো। চলো আমরা তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছি। এখানে কতো ভাষা হয়ে গেছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সংগতির শ্রেষ্ঠ মত দেন। বাবার মতের জন্য এমন গায়ন আছে যে, তাঁর গতি - মতি একেবারেই আলাদা। বাচ্চারা, তিনি তোমাদের কতো সহজ মত বলে দেন। তোমাদের ভগবানের শ্রীমতেই চলতে হবে। ডাক্তারের মতে তোমরা ডাক্তার হবে। ভগবানের মতে চললে তোমাদের ভগবান - ভগবতী হতে হবে। এ হলো ভগবান উবাচঃ তাই বাবা বলেছিলেন, প্রথমে তো এই কথা প্রমাণিত (সিদ্ধ) করো যে, ভগবান কাকে বলা

হয়। স্বর্গের মালিককে অবশ্যই ভগবান -ভগবতী বলা হবে। ব্রহ্মা তো স্বর্গের নন। স্বর্গও এখানে আর নরকও এখানেই হয়। স্বর্গ-নরক দুইই সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের বুদ্ধি সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তারা কিছুই বোঝে না। সত্যযুগকে লাথ বছর বলে দিয়েছে। কলিযুগের জন্য বলে চল্লিশ হাজার বছর পরে আছে। মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গীয় নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন গুণবান বানাচ্ছেন। মূখ্য ইচ্ছা এই রাখতে হবে যে, আমরা কিভাবে সতোপ্রধান হবো? বাবা বলেছেন, আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো। চলতে ফিরতে কাজ করতে করতে বুদ্ধিতে যেন এই কথা স্মরণে থাকে। প্রেমিক ও প্রেমিকাও (আশিক আর মাশুক) তো কর্ম করে, তাই না। ভক্তিতেও তো কর্ম করে, তাই না। বুদ্ধিতে তাঁর স্মরণ থাকে। এই স্মরণ করার জন্য মালা জপ করতে থাকে। বাবাও প্রতি মুহূর্তে বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। সর্বব্যাপী বলে দিলে তোমরা কাকে স্মরণ করবে? বাবা তোমাদের বোঝান, তোমরা কতো নাস্তিক হয়ে গেছো। তোমরা বাবাকেই জানো না। তোমরা তো বলেও থাকো, ও গড ফাদার, কিন্তু তিনি কে, একথা সামান্যতমও জানো না। আত্মা বলে, ও গড ফাদার, কিন্তু আত্মা কি, আত্মা আলাদা, তাঁকে বলা হয় পরম আত্মা অর্থাৎ সুপ্রীম, উঁচুর থেকেও উঁচু সুপ্রীম সোল পরম আত্মা। একজনও মানুষ নেই, যার আত্মার জ্ঞান আছে। আমি হলাম আত্মা, আর এ হলো শরীর, দুটি জিনিস, তাই না। এই শরীরে পাঁচ তন্ত্রের দ্বারা বানানো। আত্মা তো অবিনাশী এক বিন্দু। তা কোন জিনিস দিয়ে তৈরী হবে? এতো ছোটো বিন্দু যে, সাধু-সন্ত আদি কেউই জানে না। ইনি তো অনেক গুরু করেছিলেন, কিন্তু কেউই জানান নি যে, আত্মা কি? পরমপিতা পরমাত্মা কে? এমন নয় যে, তারা কেবল পরমাত্মাকে জানে না। তারা আত্মাকেও জানে না। আত্মাকে জেনে গেলে পরমাত্মাকেও চট করে জানতে পারবে। বাচ্চা নিজেকে জানতে না পারলে, বাবাকে জানতে না পারলে কিভাবে চলবে? তোমরা তো এখন জানো যে, আত্মা কি এবং কোথায় থাকে? ডাক্তাররাও মনে করে -- আত্মা হলো সূক্ষ্ম, এই চোখের দ্বারা দেখা যায় না, কাঁচের মধ্যে বন্ধ করলেও তা কিভাবে দেখতে পারবে? এই দুনিয়াতে তোমাদের মতো জ্ঞান আর কারোরই নেই। তোমরা জানো যে, আত্মা বিন্দু এবং পরমাত্মাও বিন্দু। বাকি আমরা সব আত্মারা পতিত থেকে পবিত্র এবং পবিত্র থেকে পতিত হই। ওখানে তো পতিত আত্মা থাকতে পারে না। ওখান থেকে সব পবিত্র আত্মাই আসে, তারপর পতিত হয়। তারপর বাবা এসে পবিত্র করেন, এ খুবই সহজ কথা। তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করি। একের কথা নয়। বাবা বলেন, আমি এনাকে বোঝাই আর তোমরাও শোনো। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, এনাকে শোনাই। তোমরাও শুনে নাও। ইনি হলেন রথ। তাই বাবা বুঝিয়েছেন --- গেট ওয়ে টু হেভেন, কিন্তু এতেও বোঝাতে হয়, সত্যযুগে যে দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, তা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে। কেউই তা জানে না। খৃস্টানদের মধ্যেও প্রথমে সতোপ্রধান ছিলো তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে যায়। এই ঝাড়ও অবশ্যই পুরানো হয়। এ হলো বিভিন্ন ধর্মের ঝাড়। ঝাড়ের হিসাবে অন্য সব ধর্ম পিছনের দিকে আসে। এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো। সত্যযুগে যাওয়ার জন্য কারোর সুযোগ এসে যাবে, এ হয়ই না। এ হয়ই না। এ তো অনাদি খেলা বানানো আছে। সত্যযুগে একই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা স্বর্গে যাচ্ছি। আত্মা বলে, আমি তমোপ্রধান তাহলে ঘরে কিভাবে যাবো, স্বর্গে কিভাবে যাবো? আত্মার জন্য সতোপ্রধান হওয়ার উপায় বাবাই বলে দিয়েছেন। বাবা বলেন, আমাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভগবান উবাচঃ, এই কথা লেখা আছে। এও সবাই বলতে থাকে -- ক্রাইস্টের এতো বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো কিন্তু তা কিভাবে তৈরী হয়েছিলো, তারপর কোথায় গেলো, এ কথা কেউই জানে না। তোমরা তো তা ভালোভাবেই জানো। আগে এইসব কথা জানতেই না। দুনিয়াতে এ কথাও কেউ জানে না যে, আত্মাই ভালো এবং মন্দ হয়। সমস্ত আত্মাই হলো সন্তান। তারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। বাবা সকলেরই প্রেমিক (মাশুক), আর সকলেই প্রেমিকা (আশিক)। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, সেই মাশুক এখন এসেছেন। তিনি খুবই মিষ্টি প্রেমিক। না হলে সবাই তাঁকে কেন স্মরণ করে? এমন কোনো মানুষ নেই যে, যার মুখ থেকে পরমাত্মার নাম নির্গত হয় না। কেবল তারা জানে না। তোমরা জানো যে, আত্মা হলো অশরীরী। আত্মাদেরও তো পূজা হয়, তাই না। আমরা যারা পূজা ছিলাম, তারা নিজেদেরই আত্মার পূজা করতে থাকি। হতে পারে পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়েছিলো। শ্রীনাথের (গুজরাতে অবস্থিত শ্রীনাথের মন্দিরে) ভোগ নিবেদন হয় এবং তা তো পূজারীরাই গ্রহণ করে। এ সবই হলো ভক্তি মার্গ।

বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে যে --- স্বর্গের দ্বার বাবাই খোলেন, কিন্তু তা খুলবেন কিভাবে বা বোঝাবেন কিভাবে? ভগবান উবাচঃ হলে তা অবশ্যই তো তিনি শরীরের দ্বারাই কথা বলবেন, তাই না। আত্মাই এই শরীরের দ্বারা কথা বলে এবং শোনে। এই বাবা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিয়ে বলেন। বীজ আর বৃক্ষ (ঝাড়), এই দুই-ই আছে। *বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো নতুন বৃক্ষ। ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমাদের এই নতুন বৃক্ষে অনেক পোকাও লাগে, কেননা এই

নতুন গাছ খুবই মিষ্টি । মিষ্টি গাছেই পোকা ইত্যাদি কিছু না কিছু লাগতেই থাকে তারপর ওষুধ দেওয়া হয় । বাবাও 'মন্মনাভবের' ওষুধ খুব ভালোভাবে দিয়েছেন । মন্মনাভব না থাকতে পারলে পোকায় খেয়ে যায় । পোকায় কাটা জিনিস কোন্ কাজে আসবে ! সে তো ফেলে দেওয়া হয় । কোথায় উঁচু পদ আর কোথায় নিচু পদ । তফাৎ তো আছেই । বাবা মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, তোমরা খুব মিষ্টি হও । কারোর সঙ্গে নুনজল হয়ো না, ক্ষীরখণ্ড হও* । ওখানে বাঘ আর ছাগল সব ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকে । বাচ্চাদেরও তাই ক্ষীরখণ্ড হওয়া উচিত, কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে সে কি আর প্রয়াস করবে । সে ফেল করে যায় । টিচার তো পড়ান উচ্চ সৌভাগ্যের জন্য । টিচার তো সবাইকেই পড়ান । তফাৎ তো তোমরাই দেখো । ছাত্ররা তো ক্লাসে বুম্মতেই পারে, কে কোন বিষয়ে ভালো । এখানেও এমনই । স্কুল সেবারও তো বিষয় আছে, তাই না । যেমন ভাণ্ডারী আছে, অনেকেই সুখ পায়, সবাই কতো স্মরণ করে । এ তো ঠিক আছে, এই বিষয়েও নম্বর পাওয়া যায়, কিন্তু পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য কেবল একটি বিষয়েই নয়, সব বিষয়েই সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে জ্ঞানও চাই, সুন্দর চালচলনও চাই, দৈবী গুণও চাই নিজের প্রতি মনোযোগ রাখা খুবই ভালো । ভান্ডারীর কাছেও কেউ এলে বলবে মন্মনাভব, তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে এবং অন্যদেরও পরিচয় দিতে থাকবে । তোমাদের জ্ঞান আর যোগের প্রয়োজন । এ খুবই সহজ । মুখ্য বিষয় হলো এটাই । তোমাদের অঙ্কের লাঠি হতে হবে । প্রদর্শনীতেও যদি কাউকে নিয়ে যাও তো বলবে, চলো আমি তোমাকে স্বর্গের দ্বার দেখাবো । এ হলো নরক আর ও হলো স্বর্গ । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও, তাহলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । মনমনাভব । তোমাদের হুবহু তিনি গীতা শোনান, তাই বাবা চিত্র বানিয়েছেন -- গীতার ভগবান কে ? স্বর্গের দ্বার কে খোলেন ? শিববাবা খোলেন । কৃষ্ণ তাঁর দ্বারাই পার হন, কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে । মুখ্য চিত্র হলো এই দুটোই । বাকি তো বর্ণনার । বাচ্চাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । ভালোবেসে কথা বলতে হবে । মন - বচন এবং কর্মে সকলকে সুখ দিতে হবে । দেখো ভান্ডারী সবাইকে খুশী করে, তো তাঁর জন্য উপহারও নিয়ে আসে । এও তো একটা বিষয়, তাই না । উপহার শিব বাবা এসেই দেন, তিনি বলেন, আমি তোমাদের থেকে কেন নেবো, তাহলে তো তোমাদের আমাকে স্মরণ থাকবে । শিববাবার ভাণ্ডার থেকে যদি পাও তাহলে তোমাদের শিববাবার কথা স্মরণে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য নিজেদের মধ্যে খুবই ক্ষীরখণ্ড, মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে, কখনোই নুনজল হবে না । সব বিষয়েই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

২) সদগতির জন্য বাবার যে শ্রেষ্ঠ মত পেয়েছো, তাতেই চলতে হবে, আর সবাইকে শ্রেষ্ঠ মতই শোনাতে হবে । স্বর্গে যাওয়ার পথ দেখাতে হবে ।

বরদান:- শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির স্টক দ্বারা মনের সেবার সহজ অনুভাবী ভব*
অন্তর্মুখী হয়ে শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির স্টক জমা করো । এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি সহজেই নিজের ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করে দেবে, আর অন্যকেও শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার স্বরূপের দ্বারা পরিবর্তন করতে পারবে । এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের স্টক জমা করার জন্য মুরলীর প্রতিটি পয়েন্ট শোনার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি রূপে প্রতি মুহূর্তে তা কাজে লাগাও । শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির স্টক যতো জমা হবে ততই মনের সেবার সহজ অনুভাবী হতে থাকবে ।

স্লোগান:- মন থেকে চিরকালের জন্য যদি ঈর্ষা - দ্বেষ বিদায় দাও, তবেই বিজয়ী হবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো, পুরুষোত্তম হলেন দেবতারা, কারণ তারা হলেন পবিত্র, তোমরা পবিত্র হচ্ছে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতা তোমাদের শরণ (আশ্রয়) দিয়েছেন কেন?

উত্তর:- কারণ আমরা সবাই ময়লার বাস্কে পড়ে ছিলাম। বাবা আমাদের সেই বাস্কে থেকে বের করে ফুলে (গুল-গুল) পরিণত করেন। অসুরী গুণের পরিবর্তে দৈব গুণের অধিকারী করেন। ড্রামা অনুযায়ী বাবা এসে আমাদের ময়লা থেকে বের করে দতক নিয়ে আপন করেছেন।

*গীত:- কে এলো আজ সাত সকালে.....

ওম্ শান্তি। রাতকে দিন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা এসেছেন। প্রথমে আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, শূদ্র বুদ্ধি ছিল। বর্ণের চিত্রটি বোঝানোর জন্য খুবই ভালো। বাচ্চারা জানে আমরা এই বর্ণে কীভাবে পরিক্রমণ করি। এখন আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করেন। কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে আমরা ব্রাহ্মণ হই। ব্রাহ্মণদের পুরুষোত্তম বলা হবে না। পুরুষোত্তম তো দেবতাদের বলা হবে। ব্রাহ্মণরা এইখানে পুরুষার্থ করে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে আহ্বান করা হয়। অতএব নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমরা কতটা পবিত্র হয়েছি? স্টুডেন্টরাও পড়ার জন্য বিচার সাগর মন্থন তো করে তাইনা। তারা ভাবে এই পড়া করে আমরা এমন হব। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি দেবতা হওয়ার জন্য। এই জীবনটি হল অমূল্য কারণ তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। ঈশ্বর তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, পতিত থেকে পবিত্র করছেন। পবিত্র দেবতায় পরিণত হই। বর্ণের আধারে বোঝানো সহজ। সন্ন্যাসীরা এইসব কথা শুনবে না। যদিও ৮৪ জন্মের হিসেব বুঝবে। এই কথাও বুঝবে যে সন্ন্যাস ধর্মের আমরা, আমাদের ৮৪ জন্ম হয় না। ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি সবাই বুঝবে আমাদের ৮৪ জন্ম হয় না। হ্যাঁ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু কম। তোমরা বোঝালে চট করে বুঝবে। বোঝানোর যুক্তি চাই। তোমরা বাচ্চারা এইখানে সামনে বসে আছে তাই বাবা বুদ্ধিকে রিফ্রেশ করে দেন যেমন অন্য বাচ্চারাও আসে এইখানে রিফ্রেশ হতে। তোমাদের তো বাবা রোজ রিফ্রেশ করেন যে এই রকম ধারণা করো। বুদ্ধিতে যেন এই চিন্তন চলতে থাকে, আমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়ে থাকি? কীভাবে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হই? ব্রাহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। এবারে ব্রহ্মা এলেন কোথা থেকে? বাবা বোঝান আমি এনার নাম ব্রহ্মা রাখি। এরা যে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা আছে এরা তো ফ্যামিলি হয়ে গেল। অর্থাৎ নিশ্চয়ই দতক নেওয়া হয়েছে। বাবা স্বয়ং দতক নেবেন। তাঁকেই পিতা বলা হয়, দাদাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাকে বলা হয় না। শিববাবাকেই বাবা বলা হয়। সম্পত্তি বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। কেউ কাকা, মামা বা বংশের কেউ দতক নিয়ে থাকে। যেমন একবার বাবা বলেছিলেন একটি কন্যা শিশু ময়লার বাস্কে পড়েছিল, কেউ তাকে তুলে অন্য একজনের কোলে দিল যার কোনও সন্তান ছিলনা। অতএব সেই কন্যাটি যার কোলে গেল তাকেই মাতা-পিতা বলবে তাইনা। এখানে যদিও বিষয়টি হল অসীম জগতের। তোমরা বাচ্চারাও রাবণের দুনিয়ার ময়লার বাস্কে পড়েছিলে। বিষয় বৈতরণী নদীতে পড়েছিলে। কতখানি ময়লা হয়ে পড়ে ছিলে। ড্রামা অনুযায়ী বাবা এসে সেই ময়লা থেকে বের করে তোমাদের দতক নিয়েছেন। তমোপ্রধানকে ময়লা বা আবর্জনা বলা হবে তাইনা। অসুরী গুণের অধিকারী মানুষ হল দেহ-অভিমানী। কাম, ক্রোধও হল বৃহৎ রূপের বিকার তাইনা। সুতরাং তোমরা রাবণের বিশাল ময়লা গাদায় পড়ে ছিলে। বাস্তবে তোমরা হলে রিফিউজি। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছো, ময়লা থেকে বেরিয়ে গুল-গুল দেবতা হওয়ার জন্য। এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়া ময়লার বৃহত্তম বাস্কে পড়ে আছে। বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ময়লা থেকে বের করে আপন করেন। কিন্তু ময়লা থাকতে অভ্যস্ত এমন যে ময়লা থেকে বের করার পরেও ময়লা থাকাই ভালো লাগে। বাবা এসে অসীমের ময়লা থেকে মুক্ত করেন। আহ্বানও করে বাবা এসে আমাদের সুন্দর ফুল বানাও। কাঁটার জঙ্গল থেকে মুক্ত করে ফুল বানাও। ঈশ্বরীয় বাগিচায় বসাও। এখন অসুরদের জঙ্গলে আছি। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের গার্ডেনে নিয়ে যান। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি তারপরে দেবতা হবো। এই হল দেবতাদের রাজধানী। ব্রাহ্মণদের রাজত্ব হয় না। যদিও নাম হল পাণ্ডব কিন্তু পাণ্ডবদের রাজত্ব নেই। রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য বাবার সঙ্গে বসে আছে। অসীমের রাত পূর্ণ হয়ে অসীমের দিন শুরু হয়। গীত শুনেছো না - কে এলো সাত সকালে সকাল বেলায় আসেন রাতকে পরিবর্তন করে দিন বানাতে অর্থাৎ স্বর্গের স্থাপনা, নরকের বিনাশ করতে। এই কথাও বুদ্ধিতে থাকলে খুশী অনুভব হবে। যারা নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে তারা কখনও নিজের অসুরী স্বভাব দেখাবে না। যে যজ্ঞের

দ্বারা এত উঁচু হও, সেই যজ্ঞের সেবা খুব ভালোবেসে করবে। এমন যজ্ঞে তো হাড় টুকুও দান করা উচিত। নিজেকে দেখা উচিত - এই আচরণ দ্বারা আমরা উঁচু পদ মর্যাদা কীভাবে প্রাপ্ত করবো! অবুঝ ছোট বাচ্চা তো নয় তাইনা। বুঝতে তো পারবে - রাজা কীভাবে, প্রজা কীভাবে হয়? বাবা রথ নিয়েছেন অনুভাবী তাইনা। যিনি রাজাদের বিষয়ে খুবই ভালো ভাবে জানতেন। রাজার দাস-দাসীরা অনেক সুখ ভোগ করে। তারা তো রাজার সাথেই থাকে। কিন্তু নাম হবে দাস-দাসী। সুখ তো আছেই তাইনা। যা খাবার রাজা-রানী খাবে সেসব তারাও পাবে। বাইরের কেউ তো সেসব পাবে না। দাসীদের মধ্যেও নম্বর থেকে। কেউ শৃঙ্গার করায়, কেউ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কেউ সাফাই ইত্যাদি করে। এখানকার রাজাদের এত দাস-দাসী থাকে, তো সেখানে কত বেশি থাকবে। সবার উপরে আলাদা নিজস্ব চার্জ থাকে। থাকার জায়গা আলাদা থাকবে। সেই স্থান রাজা-রানীদের মতন সুসজ্জিত থাকবে না। যেমন সার্ভেন্ট কোয়ার্টার থাকে না তেমন। মহলের ভিতরে আসবে কিন্তু থাকবে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে। অতএব বাবা ভালোভাবে বোঝান নিজের উপরে দয়া করো। আমরা যেন উঁচু থেকে উঁচুতে অবস্থান করি। আমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। কি সৌভাগ্য। তারপরে দেবতা হবো। এই সম্ভবযোগ্য হল খুবই কল্যাণকারী। তোমাদের প্রতিটি কথায় কল্যাণ সমায়িত আছে। ভাঙারে যোগ যুক্ত হয়ে ভোজন তৈরি করলে অনেকের কল্যাণ হবে। শ্রীনাথ দ্বারে ভোজন তৈরি করা হয় একেবারে সাইলেন্সে। কেবলমাত্র শ্রীনাথ স্মরণে থাকেন। ভক্ত নিজের ভক্তিতে মগ্ন হয়ে থাকে। তোমাদের আবার জ্ঞানে মগ্ন থাকা উচিত। কৃষ্ণের এমন ভক্তি হয়, যে বলার নয়। বৃন্দাবনে দুইজন কন্যা আছে, সম্পূর্ণ ভক্তিময়, তারা বলে আমরা এখানেই থাকবো। এখানেই দেহ ত্যাগ করবো কৃষ্ণের স্মরণে থেকে। তাদেরকে অনেকবার বলা হয়েছে ভালো বাড়িতে থাকো, জ্ঞান প্রাপ্ত করো, তারা বলে আমরা তো এখানেই থাকবো। অতএব তাদের বলা হবে ভক্ত শিরোমণি। কৃষ্ণের স্মরণে সমর্পিত হয়। এখন তোমাদের বাবার কাছে সমর্পিত হতে হবে। সর্বপ্রথমে শুরুতে শিববাবার কাছে অনেকে সমর্পিত হয়েছে। অনেকে এসেছে। ভারতে এসে অনেকের নিজের ঘর সংসার মনে পড়েছে। তখন অনেকেই ছেড়ে চলে গেছে। গ্রহণ তো অনেকেরই লাগে তাইনা। কখনো এমন দশা, কখনও অমন দশা হয়। বাবা বোঝান যখন কেউ আসে তখন জিজ্ঞাসা করো তোমরা কোথায় এসেছো? বাইরে বোর্ড দেখেছো - ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এরা তো হল পরিবার তাইনা। এক হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। দ্বিতীয় প্রজাপিতা ব্রহ্মারও গায়ন আছে। এরা সবাই হল তাঁরই সন্তান, শিববাবা হলেন দাদা (দাদু)। অবিনাশী উত্তরাধিকার তাঁর কাছেই প্রাপ্ত হয়। তিনি পরামর্শ দেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। কল্প পূর্বেও এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন। কত উচ্চ মানের এই পড়াশোনা। এই কথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি।

তোমরা বাচ্চারা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়াশোনা করছো। তোমাদের অবশ্যই দৈবগুণ ধারণ করতে হবে। তোমাদের খাওয়াদাওয়া, চলন-বলন সবই রয়্যাল হওয়া উচিত। দেবতাদের আহার হয় খুবই অল্প। তাদের লোভ থাকে না। ৩৬ রকমের ভোজন তৈরি হয়, কিন্তু গ্রহণ করেন কম। খাদ্যের প্রতি লোভ থাকাও হল অসুরী চলন। দৈব গুণ ধারণ করতে হলে খাওয়াদাওয়া খুব শুদ্ধ এবং সাধারণ হওয়া উচিত। কিন্তু মায়া এমন যে একদম পাথর বুদ্ধি করে দেয় তখন পদ মর্যাদাও তেমনই প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন, নিজের কল্যাণের জন্য দৈবগুণ ধারণ করো। ভালোরীতি পড়বে ও পড়াতে তো তোমরা পুরস্কার প্রাপ্ত করবে। বাবা দেন না, তোমরা নিজের পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রাপ্ত করো। নিজেকে দেখা উচিত আমরা কিরূপ সার্ভিস করি? আমরা কি পদ পাবো? এইসময় দেহ ত্যাগ করলে কি প্রাপ্ত হবে? বাবাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বাবা চট করে বলে দেবেন যে, এই কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে অমুক পদ প্রাপ্ত করবে। পুরুষার্থ করেই না তো কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজের ক্ষতি করে। ভালো সার্ভিস যারা করে তারা নিশ্চিত ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। মনের ভিতরে এই জ্ঞান তো থাকে এরা গিয়ে দাস-দাসী হবে। বাইরে বলা যায় না। স্কুলেও স্টুডেন্ট বুঝতে পারে আমরা সিনিয়ার হবো নাকি জুনিয়ার? এখানেও সেইরকম। যারা সিনিয়ার হবে তারা রাজা-রানী হবে, জুনিয়ার রা কম পদ পাবে। ধনীদেব মধ্যেও সিনিয়ার ও জুনিয়ার থাকবে। দাস-দাসীদের মধ্যেও সিনিয়ার ও জুনিয়ার থাকবে। সিনিয়ারদের উচ্চ মর্যাদা থাকে। যে দাসী ঝাঁট দেওয়ার সেবায় থাকবে তার কখনও মহলের ভিতরে আসার আশ্রয় থাকে না। এই সব কথা তোমরা বাচ্চারা ভালো রীতি বুঝতে পারো। পরে আরও বুঝতে পারবে। উঁচু স্থান অর্জন করায় যে, তার সম্মানও রাখতে হবে। দেখো কুমারকা (সিনিয়ার দাদি) আছেন, তিনি হলেন সিনিয়ার তাই সম্মান রাখা উচিত।

বাবা বাচ্চাদের ধ্যান আকৃষ্ট করেন - যে বাচ্চারা মহারথী, তাদের সম্মান রাখো। সম্মান না করলে নিজেই নিজের পাপের বোঝা বাড়তে থাকে। এই সব কথা বাবা মনে করিয়ে দেন। খুব সতর্ক হতে হবে। নম্বর অনুযায়ী কার সম্মান কীভাবে রাখা উচিত, বাবা তো প্রত্যেককে জানেন, তাইনা। ট্রেটর হতে দেরি লাগে না। তারপরে কুমারী, মাতা ইত্যাদিদের উপরে বন্ধন এসে যায়। কষ্ট সহ্য করতে হয়। অনেক মাতাগণ লেখেন - বাবা আমাদের এরা অনেক কষ্ট দেয়, আমরা কি করি?

আরে, তোমরা কি পশু নাকি যে তোমাদের উপরে জোর করবে। অন্তরে ইচ্ছা আছে তাই জিজ্ঞাসা করো যে কি করব ! এতে জিজ্ঞাসা করার কোনও কথা নেই। আত্মা হল নিজের মিত্র, নিজেরই শত্রু। যা চায় তাই করে। জিজ্ঞাসা করা মানে ইচ্ছা আছে। মুখ্য কথা হল স্মরণের। স্মরণ দ্বারা-ই তোমরা পবিত্র হও। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন নম্বরওয়ান পবিত্র তাইনা। মাশ্বা অনেক সার্ভিস করতেন। এমন কেউ বলতে পারে না যে আমি মাশ্বার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। মাশ্বা জ্ঞানে সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ ছিলেন। যোগে দুর্বল অনেকেই। স্মরণে থাকতে পারে না। স্মরণে না থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে কীভাবে! নিয়ম বলে শেষ সময়ে স্মরণে থেকেই দেহ ত্যাগ করতে হবে। শিববার স্মরণেই যেন দেহ থেকে প্রাণ বের হয়। একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। কোনো দিকে যেন আসক্তি না থাকে। এই প্র্যাক্টিস করতে হয়, আমরা অশরীরী এসেছিলাম তারপরে অশরীরী হয়ে ফিরতে হবে। বাচ্চাদের বার-বার বোঝানো হয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। দৈবগুণও থাকা চাই। দেহ-অভিমানের ভূত থাকে তাইনা। নিজের উপরে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ভালোবেসে ব্যবহার করতে হবে। বাবাকে এবং চক্রকে স্মরণ করো। চক্রের রহস্য কাউকে বোঝালে তার আশ্চর্য লাগবে। ৮৪ জন্মের কথাই মনে নেই তো ৮৪ লক্ষের কথা মনে থাকবে কীভাবে? বুদ্ধিতে আসবেই না, এই চক্রের কথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখো তাহলেও সৌভাগ্য। এখন এই নাটক শেষ হচ্ছে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য থাকা উচিত, বুদ্ধিযোগ যেন থাকে শান্তিধাম-সুখধামে। গীতায়ও আছে "মন্মনাভব"। কোনও গীতাপাঠী মন্মনাভবের অর্থ জানে না। তোমরা বাচ্চার জানো- ভগবানুবাচ, দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। কে বলেছে ? কৃষ্ণ তো ভগবান নন। কেউ বলে আমরা তো শাস্ত্রে বিশ্বাস করি। ভগবান এলেও বিশ্বাস করবে না। নিয়ম অনুযায়ী শাস্ত্র পাঠ করতে থাকে। ভগবান এসেছেন রাজযোগ শেখাচ্ছেন, স্থাপনা হচ্ছে, এই শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তিমার্গের। ভগবানে দৃঢ়নিশ্চয় থাকলে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে ব্যস্ত হবে, তখন ভক্তি উড়ে যাবে। কিন্তু যখন দৃঢ় নিশ্চয় হবে তখন সম্ভব হবে তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেবতা হওয়ার জন্য খুব রয়্যাল সংস্কার ধারণ করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া খুব শুদ্ধ এবং সাধারণ রাখতে হবে। লোভ করবে না। নিজের কল্যাণ করার জন্য দৈব গুণ ধারণ করতে হবে।

২) নিজের খেয়াল রাখার সাথে সবার সঙ্গে ভালোবেসে চলতে হবে। নিজের গুরুজনদের অবশ্যই সম্মান রাখতে হবে। খুব-খুব মিষ্টি হতে হবে। দেহ-অভিমানে আসবে না।

বরদানঃ:- দাতা স্বরূপ স্থিতি এবং সমায়িত করার শক্তি দ্বারা সর্বদা বিঘ্ন বিনাশক, সমাধান স্বরূপ ভব*
ব্যাখ্যা: বিঘ্ন-বিনাশক সমাধান স্বরূপ হওয়ার বরদান বিশেষ দুটি বিষয়ের আধারে প্রাপ্ত হয় :- ১. সদা যেন এই স্মৃতি থাকে যে আমরা হলাম দাতার সন্তান, তাই আমাদেরই দিতে হবে সবাইকে। রিগার্ড পাবো, স্নেহ পাবো তবে স্নেহময় হবে, নয়। আমরা দিতে হবে। ২. নিজের প্রতি এবং সম্বন্ধে সম্পর্কে সকলের প্রতি সমায়িত করার শক্তি স্বরূপ সাগর হতে হবে। এই দুইটি বিশেষত্ব দ্বারা শুভ ভাবনা, শুভ কামনায় সম্পন্ন সমাধান স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- সত্যকে নিজের সঙ্গী করো, তাহলে তোমার নৌকা কখনও ডুববে না।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এখন নাম-রূপের ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে, কোনো উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তৈরি না করে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে”

প্রশ্ন:- ভাগ্যবান বাচ্চারা বিশেষ কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা নিজের ভাগ্য তৈরি করে?

উত্তর:- ভাগ্যবান বাচ্চারা সবাইকে সুখী করার পুরুষার্থ করে। মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেয় না। শান্ত-শীতল ভাবে জীবনযাপন করলে ভাগ্য তৈরি হয়। এটা হলো তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ, তাই আর অবরুদ্ধ না থেকে অসীম খুশিতে থাকতে হবে।

গীত:- তুমিই তো মাতা-পিতা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা সবাই মুরলী শোনে। যেখানে যেখানে মুরলী যায়, তারা সবাই জানে যে ভক্তিতে যাঁর এতো গুনগান করা হয় তিনি কোনো সাকার রূপধারী নন, এগুলো সব নিরাকারের মহিমা। এখন সাকারের দ্বারা নিরাকার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মুরলী শোনাচ্ছেন। এটাও বলা যাবে যে, আমরা আত্মারা এখন তাঁকে দেখছি। আত্মা অতি সূক্ষ্ম যা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। ভক্তিমার্গেও মানুষ জানে যে আত্মা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু আত্মা আসলে কেমন, সেটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে না। হয়তো পরমাত্মা-কে স্মরণ করে, কিন্তু তিনি আসলে কেমন? দুনিয়ার মানুষ এগুলো জানে না। আগে তোমরাও জানতে না। এখন তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত ভাবে জেনেছো যে ইনি কোনো লৌকিক টিচার বা আত্মীয় নন। দুনিয়ায় যেমন অন্যান্য মানুষ আছে, সেইরকম এই ঠাকুরদাদাও একজন ছিলেন। তোমরা যখন ‘তুমিই আমার মাতা-পিতা’- বলে তাঁর মহিমা করতে, তখন তোমরা ভাবতে তিনি হয়তো ওপরে রয়েছেন। বাবা এখন বলছেন - আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, সেই আমিই এনার মধ্যে আছি। আগে তো কতো ভালোবেসে গুনগান করতে, আবার ভয়ও পেতে। এখন তিনিই এই শরীরের মধ্যে এসেছেন। যিনি নিরাকার ছিলেন, তিনি এখন সাকারে এসেছেন। তিনি এখন বসে থেকে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে তিনি কিসের শিক্ষা দেন। ওরা তো কৃষ্ণকেই গীতার ভগবান মনে করে। বলে যে সে-ই নাকি রাজযোগ শিখিয়েছিল। আচ্ছা, তাহলে বাবা কি করেছিলেন? হয়তো তোমরা গান করতে - ‘তুমিই আমার মাতা-পিতা’, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কি পাওয়া যায় আর কখন পাওয়া যায়, সেইসব কিছুই জানতে না। গীতা শোনার সময়ে তোমরা মনে করতে যে, কৃষ্ণের কাছ থেকে রাজযোগ শিখেছিলাম এবং এটাও ভাবতে যে, তিনি কবে আবার এসে শেখাবেন। যেহেতু এখন এটা পুনরায় সেই মহাভারতের যুদ্ধের সময়, তাই কৃষ্ণও নিশ্চয়ই থাকবে। নিশ্চয়ই সেই হিস্ট্রি জিওগ্রাফির পুনরাবৃত্তি হবে। দিনে দিনে তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। গীতার ভগবান তো অবশ্যই থাকবেন। সেই মহাভারতের যুদ্ধই এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। দেখানো হয়েছে পাণ্ডবরা পাহাড়ে গিয়ে গলে গেছিল। আজকাল দুনিয়ার মানুষও বুঝতে পারছে যে বিনাশ অতি নিকটে। কিন্তু কৃষ্ণ এখন কোথায়? যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের কাছ থেকে শুনবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব, ততক্ষণ ওরা তো খুঁজতেই থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই বিষয়টা পাকাপাকি ভাবে রয়েছে। তোমরা কখনো এটা ভুলবে না। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা বোঝাতে পারো যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব। এটা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউই বলবে না। যেহেতু গীতার ভগবান রাজযোগ শেখাতেন, তাই এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি নর থেকে নারায়ন বানাতেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সেইরকম নর থেকে নারায়ন বানিয়েছেন। স্বর্গে তো এই লক্ষ্মী-নারায়নের রাজত্ব ছিল, তাই না? এখন তো সেই স্বর্গও নেই, সেই নারায়নও নেই আর সেই দেবতারাও নেই। *ছবি দেখে বোঝা যায় যে নিশ্চয়ই আগে কখনো ছিলেন।* তোমরা এখন বুঝেছ যে কত বছর আগে এনারা ছিলেন। তোমরা সঠিকভাবে জেনেছো যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে এনাদের রাজত্ব ছিল। এখন তো অস্তিম সময় উপস্থিত। শীঘ্রই লড়াই লাগবে। তোমরা জানো যে স্বয়ং বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা সবাই সেন্টারে পড়াশুনা করো, আবার অন্যদেরকেও পড়াও। এটা পড়ানোর খুব ভালো পদ্ধতি। ছবির দ্বারা ভালোভাবে বোঝা যায়। আসল কথা হলো - গীতার ভগবান কৃষ্ণ না কি শিব? দুজনের মধ্যে তো অনেক পার্থক্য রয়েছে। সদগতি দাতা, স্বর্গের স্থাপক এবং পুনরায় আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের প্রবর্তক কে - শিব না কি কৃষ্ণ? এই তিনটে মুখ্য বিষয়ের ওপরেই মামলা। এই বিষয়গুলোর ওপরেই বাবা জোর দেন। হয়তো অনেকেই নিজের ওপিনিয়ন (মতামত) লিখে দেয় যে এগুলো খুব ভালো বিষয়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। তোমাদেরকে এই মুখ্য বিষয়গুলোর ওপরেই জোর দিতে হবে। এতেই তোমাদের জয় হবে। তোমরা প্রমাণ করে বোঝাও যে ভগবান তো অবশ্যই এক। এমন তো হওয়া সম্ভব নয় - যে

গীতাপাঠ করে শোনায় সেও ভগবান। এই রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা ভগবান দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চাদের সাথে মায়ার যুদ্ধ হতেই থাকে। এখনো কেউই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করেনি। পুরুষার্থ করতে করতে অন্তিমে তোমরা কেবল বাবার স্মরণে থেকে হাসিখুশি থাকবে। একটুও ঝিমুনি ভাব থাকবে না। এখন তো মাথার ওপর অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। সেগুলো তো স্মরণের দ্বারা-ই নামবে। বাবা পুরুষার্থ করার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ নাশ হয়। অনেক বুদ্ধ আছে যারা স্মরণে থাকে না বলে নাম-রূপে ফেঁসে যায়। *তখন হাসিমুখে কাউকে জ্ঞান বোঝানোটাও কঠিন হয়ে যায়।* হয়তো আজকে বোঝালো, কিন্তু কালকেই আবার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য খুশি চলে যায়। বুঝতে হবে যে মায়া যুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। এছাড়া কোনো কান্নাকাটি, মারধর কিংবা নাজেহাল হওয়ার ব্যাপার নেই। বুঝতে হবে যে মায়া জুতাপেটা করছে। তাই বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকলে অনেক খুশি থাকবে। ঝট করে মুখ দিয়ে উপযুক্ত কথা বেরিয়ে আসবে। স্বয়ং পতিত-পাবন পিতা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো। এমন একজন মানুষও নেই যার কাছে রচয়িতা বাবার পরিচয় আছে। মানুষ হয়ে যদি বাবাকেই না জানল, তবে তো জন্তুর থেকেও অধম হয়ে গেল। *গীতাতেই তো কৃষ্ণের নাম যুক্ত করে দিয়েছে, তাই বাবাকে কিভাবে স্মরণ করবে ! এটা খুব বড় ভুল। তোমাদেরকে এটা বোঝাতে হবে। শিববাবা-ই হলেন গীতার ভগবান, তিনিই উত্তরাধিকার দেন। তিনিই হলেন মুক্তি এবং জীবনমুক্তির দাতা।* এই কথাগুলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। ওরা তো হিসাব-পত্র মিটিয়ে ফেরৎ চলে যাবে। অন্তিমে যদি সামান্য পরিচয়ও পায়, তবুও তারা নিজের ধর্মেই যাবে। তোমাদেরকেই বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা দেবতা ছিলে এবং এখন বাবাকে স্মরণ করার ফলে পুনরায় দেবতা হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও উল্টোপাল্টা কাজকর্ম হয়ে যায়। পত্রতে বাবাকে লেখে যে আজ আমার অবস্থা একেবারে নিস্তেজ ছিল, বাবাকে স্মরণ করা হয়নি। স্মরণ না করলে তো অবশ্যই ঝিমিয়ে থাকবে। এটা তো মৃত মানুষদের দুনিয়া। এখানে সকলেই মৃত। এখন তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ। তাই বাবার নির্দেশ হলো- আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা তো পুরাতন তমোপ্রধান শরীর। অন্তিম পর্যন্ত কিছু না কিছু তো হতেই থাকবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার স্মরণে থেকে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করছো, ততক্ষণ মায়া হেলাতে থাকবে, কাউকে ছাড়বে না। বিচার করে দেখতে হবে যে মায়া কিভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। *কখনোই এটা ভুলে যাওয়া যাবে না যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন।* আত্মা বলে - বাবা হলেন আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়। তাহলে এইরকম বাবাকে তুমি ভুলে যাও কেন ? বাবা তো দান করার জন্য ধন-সম্পত্তি দিচ্ছেন। প্রদর্শনী কিংবা মেলাতে তোমরা অনেকজনকে দান করতে পারো। নিজে থেকেই আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে যেতে হবে। এখন তো গিয়ে বোঝানোর জন্য বাবাকে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে হয়। যারা ভালোভাবে বুঝেছে, ওখানে তাদেরকেই প্রয়োজন। দেহ-অভিমানীর তীর তো কার্যকরী হবে না। অনেক রকমের তলোয়ার থাকে। তোমাদের যোগরূপী তলোয়ার খুব ধারালো হতে হবে। প্রবল আগ্রহ নিয়ে সার্ভিস করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অনেকের কল্যাণ করব। এত বেশি বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে কেবল বাবা ছাড়া আর কারোর কথা মনে না আসে। তাহলেই তোমরা রাজত্বের অধিকারী হবে। অন্তিম সময়ে যে বাবাকে আর নারায়ণকে স্মরণ করবে... বাবা এবং নারায়ণ (উত্তরাধিকার)-কে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়াও কম নয়। অনেক বাচ্চাই কাঁচা থেকে যায়। *যখন কারোর নাম-রূপে ফেঁসে যায়, তখনই উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তৈরি হয়। একে অন্যকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি লেখে। দেহধারীর সঙ্গে ভালোবাসা হলেই উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তৈরি হয়।* বাবার কাছে থবর তো আসে। উল্টোপাল্টা কাজ করার পর বলে - বাবা, এইরকম হয়ে গেছে। কিন্তু উল্টোপাল্টা কর্মের হিসাব তো তৈরি হয়েই গেল, তাই না ? এটা তো পতিত শরীর, এটাকে স্মরণ করছো কেন ? বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে সর্বদা খুশিতে থাকবে। আজকে হয়তো খুশি আছো, কিন্তু কালকেই আবার দুঃখী হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই তো নাম-রূপে ফেঁসে এসেছ। স্বর্গে এইরকম নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার রোগ থাকবে না। ওখানে আত্মীয়দের মধ্যে কোনো মোহ থাকবে না, সকলেই জানবে যে আমি আত্মা, শরীর নয়। ওই দুনিয়াটাই আত্ম-অভিমানীদের দুনিয়া। এটা তো দেহ-অভিমানের দুনিয়া। তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে যাও। বাবা এখন বলছেন - দেহ-অভিমান ত্যাগ করো। দেহী-অভিমানী হলে অনেক মিষ্টি এবং শান্ত স্বভাবের হয়ে যাবে। কিন্তু এইরকম খুব কমজনই রয়েছে। পুরুষার্থ করানো হয় যাতে বাবাকে স্মরণ করতে না ভুলে যায়। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করো এবং চাট রাখো। কিন্তু মায়া তো চাটও রাখতে দেয় না। এইরকম মিষ্টি বাবাকে কতোই না স্মরণ করা উচিত। ইনি হলেন সকল পতির পতি এবং সকল পিতার পিতা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং তার সঙ্গে অন্যদেরকেও নিজের সমান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে। এক্ষেত্রে খুব রুচি থাকতে হবে। সেবাধারী বাচ্চাদেরকে তো বাবা চাকরি থেকে মুক্ত করে দেন। পরিস্থিতি অনুসারে বলবেন যে এবার এই কাজেই লেগে যাও। এম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। ভক্তিমার্গেও তো ছবির সামনে বসে স্মরণ করে। তোমাদেরকে কেবল নিজেকে আত্মা অনুভব করে পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। বিচিত্র হয়ে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটাই পরিশ্রমের কাজ। বিশ্বের মালিক হওয়া কি মুখের কথা ? বাবা বলছেন -

আমি কখনো বিশ্বের মালিক হই না, তোমাদেরকেই বানাই। কত পরিশ্রম করতে হয়। যারা সুপুত্র হবে, তাদের তো আন্তরিক ইচ্ছে থাকবে, ছুটি নিয়েও সার্ভিস করতে হবে। কিছু বাচ্চার তো বন্ধনও আছে, আবার মোহও রয়েছে। বাবা বলছেন - তোমাদের সমস্ত রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। মায়া তোমাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। স্মরণ হলো মুখ্য বিষয়। তোমরা তো রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান পেয়ে গেছ, আর কি চাই ? ভাগ্যবান বাচ্চারা সবাইকে সুখী করার চেষ্টা করে, মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেয় না। খুব শান্ত স্বভাবের হয়ে থাকলেই ভাগ্য তৈরি হয়। যদি কেউ বুঝতে না পারে, তাহলে বোঝা যায় যে তার ভাগ্যেই নেই। যার ভাগ্যে থাকবে, সে তো ভালোভাবে শুনবে। অনেকে অনুভব শোনায় যে আগে কি কি করত। এখন জেনেছো যে, যাকিছু করেছে, তার দ্বারা দুর্গতিই হয়েছে। বাবাকে স্মরণ করলেই সদগতি পাওয়া যাবে। *অনেক চেষ্টা করে হয়তো কেউ আধঘন্টা কিংবা একঘন্টা স্মরণ করে। নয়তো ঢুলতে থাকে।* অর্ধেক কল্প ধরে এইরকম করে এসেছ। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছ, এটা তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ। তাই কত খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যায়। বাবা বলছেন, তোমরা হলে কর্মযোগী। ওইসব কাজকর্ম তো করতেই হবে। ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিলে ভালো হয়। স্মরণের দ্বারা-ই উপার্জন হবে, খুশিতে থাকবে। তাই স্মরণ করতে বসা অতি আবশ্যিক। দিনের বেলা তো সময় পাওয়া যায় না, তাই রাত্রে সময় বার করতে হবে। স্মরণের দ্বারা অনেক খুশি আসবে। যদি কারোর কোনো বন্ধন থাকে, তাহলে সে বলে দিতে পারে যে আমাকে তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এতে তো কেউ বাধা দিতে পারে না। গভর্নমেন্টের কাছে গিয়ে বোঝাও যে বিনাশ অতি নিকটে। বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে এবং এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকতে হবে। তাই আমরা পবিত্র রয়েছি। কিন্তু সে-ই এইভাবে বলতে পারবে যে জ্ঞানের মস্তিতে থাকবে। এমন নয় যে এখানে আসার পর আবার দেহধারীকে স্মরণ করতে থাকলে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে লড়াই ঝগড়া করলে ক্রোধরূপী ভূতের মতো হয়ে যায়। *বাবা তো ক্রোধান্বিত ব্যক্তিদের দিকে ফিরেও তাকান না।* সেবাধারীদের সঙ্গেও ভালোবাসা হয়ে যায়। দেহ-অভিমानी চাল-চলন দেখা যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই ফুলের মতো হতে পারবে। এটাই মুখ্য বিষয়। একে অপরকে দেখার সময়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সেবার জন্য তো নিজের অস্থি পর্যন্ত অর্পণ করতে হবে। ব্রাহ্মণদেরকে নিজেদের মধ্যে ক্ষীরের মতো থাকতে হবে। কখনোই নুনজলের মতো হওয়া উচিত নয়। বোধশক্তি না থাকার কারণে একে অপরকে ঘৃণা করে, বাবাকেও ঘৃণা করতে শুরু করে। এরা আর কেমন পদ পাবে ! তোমাদের সব সাফাংকার হবে। তখন মনে পড়বে যে আমি এইসব ভুল করেছিলাম। বাবা বলেন - কারোর যদি ভাগ্যেই না থাকে, তবে সে আর কি করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানের আমোদে (মস্তিতে) থাকতে হবে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে কোনো আচরণ যেন না হয়। নিজেদের মধ্যে নুনজলের মতো (খিটমিট) হয়ে থাকার সংস্কার যেন না থাকে।

২) কর্মযোগী হয়ে থাকতে হবে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই বসেও স্মরণ করতে হবে। আত্ম-অভিমानी হয়ে খুব মিষ্টি এবং শান্ত স্বভাবের হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সেবাতে নিজের অস্থি পর্যন্ত অর্পণ করতে হবে।

বরদান:- একনামী এবং ইকনমি-র শিক্ষা দ্বারা ঝামেলার মধ্যেও অচল-অটল ভব*
সময় অনুসারে বায়ুমন্ডলে অশান্তি আর ঝামেলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইরকম সময়ে অচল-অটল থাকার জন্য বুদ্ধির লাইন খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে। এরজন্য সময় অনুসারে টাচিং এবং ক্যাচিং পাওয়ারের প্রয়োজন। এগুলো বাড়ানোর জন্য একনামী এবং ইকনমি করতে শেখো। যেসব বাচ্চারা একনামী এবং ইকনমি করে, তাদের বুদ্ধির লাইন সর্বদাই ক্লিয়ার থাকার জন্য বাপদাদার নির্দেশ সহজেই ক্যাচ করতে পারে এবং ঝামেলার মধ্যেও অচল-অটল থাকে।

স্লোগান:- সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কামনাগুলোকে পরিত্যাগ করলেই যেকোনো বিষয়ের মোকাবিলা করতে পারবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হলো অনাদি অবিনাশী পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, এতে যে দৃশ্য বিগত হয়ে গেছে তা পুনরায় কল্প পরবর্তীকালে পুনরাবৃত্ত হবে, সেইজন্য সদাই নিশ্চিত থাকো!"

প্রশ্নঃ - এই দুনিয়া যে, তার তমোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তার চিহ্ন বা প্রতীক কী?

উত্তরঃ - প্রত্যেকদিন উপদ্রব অর্থাৎ বিপর্যয় হতেই থাকে, কত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চোরেরা কীভাবে মারপিট করে সব লুটে নিয়ে যায়। বিনা মরশুমে অর্থাৎ অসময়ে বৃষ্টিপাত হতে থাকে। ফলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। এইসমস্ত হলো তমোপ্রধানতার চিহ্ন। তমোপ্রধান প্রকৃতি দুঃখ দিতেই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা ড্রামার রহস্যকে জানো, তাই তোমরা বলো যে, কোনকিছুই নতুন নয়(নাথিং-নিউ)।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপর জ্ঞান-বর্ষণ হচ্ছে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয় আর বাকি যেসকল মানুষ আছে তারা হলো কলিযুগীয়। এইসময় দুনিয়ায় অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের মত হলো এক। যে ঐদ্বৈত-মত ভগবানের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। ওরা (অজ্ঞানীরা) ভক্তিমার্গে জপ-তপ, তীর্থাদি যা কিছুই করে তাতে তারা মনে করে যে, এইসবই হলো ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মার্গ। তারা বলে, ভক্তি করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের জানা নেই যে, ভক্তি কবে থেকে শুরু হয় এবং কতটা সময় পর্যন্ত চলে। তাই তারা বলে যে, ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যাবে সেইজন্য অনেক প্রকারের ভক্তি করতে থাকে। স্বয়ং একথাও মনে করে যে, আমরা পরম্পরাগত ভাবে ভক্তি করে আসছি। একদিন ভগবানকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোন-না-কোন রূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবেই। তিনি কী করবেন? অবশ্যই সঙ্গতি করবেন কারণ তিনিই তো হলেন সঙ্গতিদাতা। ভগবান কে, কবে আসবেন, তাও জানে না। যদিও বিভিন্নরকমের মহিমা কীর্তন করে, বলে -- ভগবান পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। একথাও জানে যে, ভগবান নিরাকার। যেমন আমরা আত্মারাও নিরাকার, পরে শরীর ধারণ করি। আমরা অর্থাৎ আত্মারাও বাবার সাথে পরমধামে নিবাস করি। আমরা এখানকার অধিবাসী নই। কোথাকার অধিবাসী, সেকথাও যথার্থভাবে বলতে পারে না। কেউ তো মনে করে -- আমরা স্বর্গে চলে যাব। এখন সরাসরি তো কেউই স্বর্গে যাবে না। কেউ আবার বলে যে, জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে, এও ভুল। আত্মাকে বিনাশী করে দেয়। মোক্ষও কারোর হতে পারে না। যখন বলা হয়েছে, পূর্ব-নির্ধারিত.....এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। হিন্দী-জিওগ্রাফী রিপোর্ট হতেই থাকে। কিন্তু চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেকথা জানে না। না চক্রকে জানে, না ঈশ্বরকে জানে। ভক্তিমার্গে কত উদ্ধান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঈশ্বর কে? তা তোমরা জানো। ভগবানকে ফাদারও বলা হয়, তাহলে বুদ্ধিতে তো আসা উচিত, তাই না! লৌকিক পিতাও তো রয়েছে, তথাপি আমরা ওঁনাকে স্মরণ করি, তাহলে দুজন পিতা হলো -- লৌকিক ও পারলৌকিক। সেই পারলৌকিক পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এত ভক্তি করে। তিনি পরলোকে থাকেন। তা অবশ্যই নিরাকারী দুনিয়া।

তোমরা ভালমতোই জানো যে, মানুষ যাকিছুই করে সেসবই হলো ভক্তিমাগীয়া। রাবণ-রাজ্যে সদা ভক্তিই হয়ে এসেছে। জ্ঞান তো হতে পারে না। ভক্তির মাধ্যমে কখনো সঙ্গতি হতে পারে না। সঙ্গতিদাতা পিতাকে স্মরণ করে তাহলে অবশ্যই তিনি কখনো এসে সঙ্গতি করবেন। তোমরা জানো যে, এ হলো সম্পূর্ণ তমোপ্রধান দুনিয়া। সতোপ্রধান ছিল এখন তমোপ্রধান, কত বিপর্যয় হতেই থাকে। অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চোরেরাও লুণ্ঠন করতে থাকে। কিভাবে চোর মারপিট করে টাকা-পয়সা লুণ্ঠ করে নিয়ে যায়। এমন-এমন ওষুধ আছে, যা শাঁকিয়ে অজ্ঞান করে দেয়। এ হলো রাবণ-রাজ্য। এ হলো অতি বৃহৎ অসীম জগতের খেলা। এ পুনরাবৃত্ত হতে ৫ হাজার বছর লাগে। খেলাও ড্রামা অর্থাৎ সিনেমার মতনই হয়। একে নাটক বলা যাবে না। মনে করো, নাটকে কোন অভিনেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন অদল-বদল করে নেয়। এমন কিছু তো এখানে হতে পারে না। এ তো অনাদি ড্রামা, তাই না! মনে করো, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন বলা হবে যে, এমন অসুস্থ হওয়ার ভূমিকাও ড্রামাতে রয়েছে। এ (ড্রামা) হলো অনাদি পূর্বনির্ধারিত। আর কাউকে তোমরা এই ড্রামা বললে তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এ হলো অসীম জগতের ড্রামা। কল্প পরবর্তীকালেও পুনরায় এই অভিনেতারাই থাকবে। যেমন এখন বৃষ্টি ইত্যাদি পড়ে, কল্প পরবর্তীকালেও পুনরায় তেমনই পড়বে। এমনই বিপর্যয় (উপদ্রব) হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে জ্ঞানের বৃষ্টি তো সকলের উপর পড়তে পারে না কিন্তু তার শব্দ সকলের কান পর্যন্ত অবশ্যই যাবে যে, জ্ঞান সাগর ভগবান এসেছেন। তোমাদের মুখ্য হলো যোগ। জ্ঞানও তোমরাই শোনো তাছাড়া বৃষ্টি

তো সমগ্র দুনিয়াতেই পড়ে। তোমাদের যোগের ফলে (বিশ্বে) স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়ে যায়। তোমরা সকলকে শোনাও যে, স্বর্গের স্থাপনা করতে ভগবান এসেছেন, কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা নিজেদের ভগবান মনে করে, তোমাদের তাহলে কে আর মানবে তাই বাবা বোঝান যে, কোটির মধ্যে কেউ বেরোবে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই জানে যে, ঈশ্বর-পিতা এসেছেন। বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার চাই, তাই না। কীভাবে বাবাকে স্মরণ করবে সেটাও বুঝিয়েছেন। নিজেকে আত্মা মনে করো। মানুষ তো দেহ-অভিমানী হয়ে গেছে। বাবা বলেন -- আমি আসিই তখন, যখন সমস্ত মনুষ্যাত্মা অপবিত্র হয়ে যায়। তোমরা কত তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন আমি এসেছি তোমাদের সতোপ্রধান করতে। কল্প-পূর্বেও আমি তোমাদের এমনভাবে বুঝিয়েছিলাম। তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হবে ? শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। আমি এসেছি তোমাদেরকে নিজের এবং রচনার পরিচয় দিতে। রাবণ-রাজ্যে সেই পিতাকে সকলেই স্মরণ করে। আত্মা নিজের পিতাকে স্মরণ করে। বাবা হলেনই অশরীরী, বিন্দু, তাই না! পরে তাঁর নাম রাখা হয়েছে। তোমাদের বলা হয় শালিগ্রাম আর বাবাকে বলা হয় শিব। বাচ্চারা, তোমাদের শরীরের নামকরণ হয়। বাবা তো হলেনই পরম আত্মা। ওঁনাকে শরীর ধারণ করতে হয় না। উনি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এ হলো ব্রহ্মার শরীর, এঁনাকে শিব বলা যাবে না। আত্মা নাম তো তোমাদেরই, পরে তোমরা শরীরে আসো। তিনি পরম আত্মা সকল আত্মাদের পিতা। তাহলে সকলেরই দুজন পিতা হয়ে গেল। এক নিরাকারী, এক সাকারী। এঁনাকে আবার অলৌকিক ওয়ান্ডারফুল বাবা বলা হয়। কত অসংখ্য বাচ্চা। একথা মানুষেরা বুঝতে পারে না -- প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এত অসংখ্য, এ কী ব্যাপার! এ কেমনপ্রকারের ধর্ম। বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে, এই কুমার-কুমারী শব্দটি প্রবৃত্তি মার্গের, তাই না! মা, বাবা, কুমারী আর কুমার। ভক্তিমার্গে তোমরা স্মরণ করো যে, তুমি মাতা-পিতা.....এখন তোমরা মাতা-পিতা পেয়েছো, তোমাদের দওক নিয়েছেন। সত্যযুগে অ্যাডপ্ট করা হয় না। ওখানে দওকের কোনো নামই নেই। এখানে তবুও নাম রয়েছে। তিনি হলেন পার্থিব জগতের পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এ হলো অসীম জগতের অ্যাডপশন। এই রহস্য অতি গুপ্ত, বোঝার মতন বিষয়। তোমরা সম্পূর্ণ নিয়মানুসারে কাউকে বোঝাও না। যখন প্রথম-প্রথম কেউ ভিতরে আসে, আর বলে গুরুকে দর্শন করতে এসেছি তখন তোমরা বলা যে, এটা কোনো মন্দির নয়। বোর্ডে দেখা কি লেখা আছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা তো অগণিত। এরা সকলেই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রজা তো তোমরাও। ভগবান সৃষ্টি রচনা করেন, ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা আমাদের রচনা করেছেন। আমরা হলাম নতুন সৃষ্টির, তোমরা হলে পুরানো সৃষ্টির। নতুন সৃষ্টি স্থাপিত হয় সঙ্গমযুগে। এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। তোমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা কলিযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন পার্টিশন হয়ে গেছে। দেখো, আজকাল কত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা জানে যে, আমরা নিজেদের প্রজাদের রক্ষা করবো, নিজেদের ধর্মকে, স্ব-গোত্রীয়দের(হামজিন্স) সুখে রাখবো তাই প্রত্যেকেই বলে -- আমাদের রাজ্য থেকে এসব জিনিস যেন বাইরে না যায়। পূর্বে সকল প্রজারাই রাজার আদেশ পালন করতো। রাজাকে মা-বাবা, অল্পদাতা মনে করতো। এখন কোনো রাজা-রানী নেই। পৃথক-পৃথকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। কত বিপর্যয় হতে থাকে। হঠাৎ বন্যা এসে যায়, ভূমিকম্প হতে থাকে, এইসব হলো দুঃখজনক মৃত্যু।

এখন তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা জানো যে, আমরা হলাম পরস্পর ভাই-ভাই। তাই আমাদের পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবেসে মিলেমিশে একত্রিত অর্থাৎ ফীরখন্ড(দুধ-চিনির ন্যায় মিশ্রিত) হয়ে থাকতে হবে। আমরা এক পিতার সন্তান, তাই পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা থাকা উচিত। রাম-রাজ্যে 'বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের শত্রুও একত্রিত হয়ে থাকে। দেখো, এখানে তো ঘরে-ঘরে কত লড়াই-ঝগড়া। দেশে-দেশে ঝগড়া, পরস্পরকে আক্রমণ করে। অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। এখন তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে অনেকবার উত্তরাধিকার নিয়েছি এবং পুনরায় তা হারিয়েও ফেলেছি অর্থাৎ রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করেছি ও পুনরায় হেরেওছি। অদ্বিতীয় পিতার শ্রীমতের দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই, সেইজন্য ওঁনাকে সর্বোচ্চ ভগবান বলা হয়। সকলের দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী বলা হয়। এখন তোমাদের সুখের রাস্তা বলে দিচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমাদের এখন ফীরখন্ড হয়ে থাকা উচিত। দুনিয়ায় সকলেই হলো পরস্পরের বিরোধী অর্থাৎ শত্রু মনোভাবাপন্ন (লুন-পানী)। পরস্পরকে মারতে দেবী করে না। তোমাদের অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সন্তানদের ফীরখন্ড হয়ে থাকা উচিত। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, দেবতাদের থেকেও উচ্চ। তোমরা কত বাবার সহযোগী হয়ে যাও। (আত্মাদের) পুরুষোত্তম বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগী, তাই হৃদয়ে(মনে) একথা আসা উচিত যে -- আমরা পুরুষোত্তম, আমাদের মধ্যে কি সেই দৈব-গুণ রয়েছে ? যদি আসুরীয়-গুণ থাকে তাহলে তাকে বাবার বাচ্চা তো বলা যাবে না, তাই বলা হয় 'সতগুরুর নিন্দাকারী ঠাই পেতে পারে না'। কলিযুগীয় সেই গুরুরা আবার নিজেদের উদ্দেশ্যে একথা বলে মানুষকে ভীত করে দেয়। তাই বাবা বোঝান -- সুপুত্র তারাই, যারা বাবার নাম উচ্ছল করে, মিলেমিশে ফীরখন্ড হয়ে থাকে। বাবা সর্বদা বলেন -- ফীরখন্ড হও অর্থাৎ প্রেমে প্রগাঢ় হয়ে মিলেমিশে থাকো। পরস্পর বিরোধী হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করো না। তোমাদের এখানেই ফীরখন্ড হতে হবে।

পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত প্রেম থাকা উচিত কারণ তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই না! ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা সুন্দর তবেই তো সকলে ওঁনাকে স্মরণ করে। তাই তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও অত্যন্ত প্রেম থাকা উচিত। তা নাহলে বাবার সম্মান হানি করে দেবে। ঈশ্বরের সন্তান পরস্পর-বিরোধী (লুন-পানী) কী করে হতে পারে ? তাহলে পদ কীভাবে পাবে ? বাবা বোঝান পরস্পর ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকো। পরস্পর-বিরোধী হলে কোন ধারণাই হবে না। যদি বাবার ডায়রেকশন অনুযায়ী না চलो তাহলে পুনরায় উচ্চপদ কীভাবে প্রাপ্ত করবে! দেহ-অভিমাণে আসার কারণেই পুনরায় পরস্পর লড়াই করে। দেহী-অভিমানী হলে কোন খিট-খিট হবে না। ঈশ্বর-পিতাকে পেয়েছ তাই পুনরায় দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। আত্মাকে তার পিতার অনুরূপ হতে হবে। যেমন বাবার মধ্যে পবিত্রতা, সুখ, প্রেম ইত্যাদি সবকিছুই রয়েছে, তোমাদেরকেও তেমনই হতে হবে। তা নাহলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। পড়াশোনা করে বাবার থেকে উচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, যারা অনেকের কল্যাণ করে তারাই রাজা-রানী হতে পারে। বাকিরা গিয়ে দাস-দাসী হবে। বুঝতে তো পারে, তাই না যে -- কে কে কী হবে (পদপ্রাপ্ত করবে) ? যারা পড়ে তারা নিজেরাও বুঝতে পারে যে -- এই হিসেবে আমরা বাবার নাম-কে কীভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান, তাহলে তো সর্বাপেক্ষা সুন্দর হওয়া উচিত, যাতে যেকেউ দেখে যেন খুশি হয়ে যায়। তখন বাবাও তাদের মিষ্টি লাগবে। প্রথমে নিজের ঘরকে ঠিক করো। প্রথমে ঘরকে তারপর অপরকে ঠিক করো। গৃহস্থ-জীবনে কমলফুল-সম পবিত্র এবং মিলেমিশে ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকো। কেউ দেখলে যেন বলে -- আহা! এখানেই তো স্বর্গ। অস্ত্রানী অবস্থাতেও বাবা(রক্ষা) স্বয়ং এমন ঘর দেখেছেন। ৬-৭জন বাচ্চার বিয়ে হয়ে গেছে তথাপি সকলে একত্রে বসবাস করে। সকলেই সকালে উঠে ভক্তি (পূজা) করে। ঘরে সদা শান্তি বিরাজমান। আর এ তো তোমাদের ঈশ্বরীয়-কুটুম (আত্মীয়)। হংস আর বক তো একত্রে থাকতে পারে না। তোমাদের হংস হতে হবে। পরস্পর-বিরোধী হলে বাবা রাজী হবেন না। বাবা বলেন, তোমরা কত নাম বদনাম করে দিয়েছো। যদি মিলেমিশে ক্ষীরখন্ড হয়ে না থাকো তাহলে স্বর্গে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, অত্যন্ত সাজাভোগ করতে হবে। বাবার হয়ে গিয়ে যদি পরস্পর-বিরোধী হয়ে থাকো তাহলে শতগুণ শাস্তিভোগ করতে হবে। পুনরায় তোমাদের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে যে, আমরা কেমন পদ প্রাপ্ত করবো। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা যেন খেয়াল থাকে -- আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের সর্বাপেক্ষা লাভলী (ভালো) হয়ে থাকতে হবে। পরস্পরের মধ্যে কখনো তিক্ত সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। প্রথমে নিজেকে শুধরাতে (ঠিক) হবে, পরে অপরকে শুধরানোর শিক্ষা দিতে হবে।

২) যেমন বাবার মধ্যে পবিত্রতা, সুখ, প্রেম ইত্যাদি সর্বগুণ রয়েছে, তেমনই বাবার অনুরূপ হতে হবে। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে সতগুরুর নিন্দাকারী হয়ে যাও। নিজের আচার-আচরণের মাধ্যমে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে।

বরদান:- লাইন ক্লিয়ারের ভিত্তিতে প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হওয়া এভাররেডী ভব*

ব্যখ্যা :- সর্বদা এভাররেডী থাকো -- এ হলো ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব। নিজের বুদ্ধির লাইন যেন এমন ক্লিয়ার থাকে যে, বাবার কোনও ঈশারা পেলেই -- এভাররেডী। সেইসময় যেন কোনোকিছু চিন্তা করার প্রয়োজন না পড়ে। অকস্মাৎ একটাই প্রশ্ন আসবে -- আদেশ করা হবে -- এখানেই বসে পড়ো, এখানে চলে যাও, তখন যেন কোনও কথা বা সম্বন্ধ স্মরণে না আসে, তবেই প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হতে পারবে। কিন্তু এসব হলো হঠাৎ আসা পেপার (সারপ্রাইজ-পেপার) -- তাই এভাররেডী হও।

স্লোগান:- মনকে শক্তিশালী করার জন্য আত্মাকে স্মৃতি এবং শক্তির ভোজন দাও।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা — এই সঙ্গম যুগ হলো সর্বোত্তম যুগ, এই সময়েই তোমরা আত্মারা পরমাত্মা পিতার সাথে মিলিত হও, এই হলো প্রকৃত কুস্তু",

প্রশ্ন:- বাবা তোমাদের কোন্ পাঠ পড়ান, যা অন্য কোনো মানুষ পড়াতে পারে না?

*উত্তর:- দেহী-অভিমানী হওয়ার পাঠ এক বাবাই পড়ান, এই পাঠ কোনও দেহধারী পড়াতে পারে না। সর্বপ্রথম তোমরা আত্মার জ্ঞান পেয়ে থাকো। তোমরা জানো, আমরা আত্মারা পরমধাম থেকে অ্যাক্টর হয়ে ভূমিকা পালন করতে এসেছি, এখন নাটক শেষ হতে চলেছে, এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত, একে কেউ তৈরি করেনি সেইজন্যই এর আদি এবং অন্ত নেই।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গান অনেকবার শুনেছ, সাজন (সখা) সজনীকে (সখি) বলছে। তাঁকে (শিববাবাকে) সাজনও বলা হয় যখন ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করেন, নাহলে তিনি বাবাই। তোমরা বাচ্চারা সবাই ভক্ত, ভগবানকে স্মরণ করো। যেভাবে বঁধু বরকে স্মরণ করে, বর সবার প্রিয়। তিনি বসে বাচ্চাদের বোঝান — এখন জাগো, নতুন যুগ আসছে। নতুন অর্থাৎ নতুন দুনিয়া সত্যযুগ, পুরানো দুনিয়া হলো কলিযুগ। এখন বাবা এসেছেন, তোমাদের স্বর্গবাসী করে তুলতে। কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে, আমি তোমাদের স্বর্গবাসী করে তুলতে পারি। সন্ন্যাসীরা তো স্বর্গ আর নরক সম্পর্কে কিছুই জানে না। যেমন অন্যান্য ধর্ম আছে সন্ন্যাসীদেরও একটি ধর্ম আছে, আর সেটা কোনও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নয়। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ভগবান এসেই স্থাপন করেন, যারা নরকবাসী, তারাই আবার স্বর্গবাসী হয়ে ওঠে। তোমরা এখন নরকবাসী নও। তোমরা এখন আছ সঙ্গম যুগে। সঙ্গম হল মাঝখানে (কলির শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভ)। সঙ্গমে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ, সেইজন্যই সঙ্গমের মহিমা আছে। কুস্তুমেলা বাস্তুবে এটা ই যা সর্বোত্তম, এই সঙ্গম যুগকে পুরুষোত্তমও বলা হয়। তোমরা জানো, আমরা সবাই এক বাবারই সন্তান, ব্রাদারহুড বলা হয় না! সমস্ত আত্মারা নিজেদের মধ্যে হল ভাই-ভাই। যেমন বলাও হয়ে থাকে হিন্দু-চীন ভাই-ভাই। সমস্ত ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ভাই-ভাই এই জ্ঞান তোমরা এখন লাভ করেছ। বাবা বোঝান, তোমরা আমার সন্তান। তোমরা এখন সামনে বসে শুনছ। ওরা তো (ভক্তি মার্গে) শুধু বলার জন্যই বলে থাকে সব আত্মাদের পিতা একজন, ঐ একজনকে স্মরণ করে। মেল বা ফিমেল উভয়ের মধ্যেই আত্মা আছে, আত্মা হিসেবে তোমরা ভাই-ভাই, তারপর ভাই-বোন এবং তারপর স্ত্রী-পুরুষ হয়ে যাও। সুতরাং বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। গাওয়াও হয়ে থাকে আত্মা এবং পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল বহুকাল..... এমনটা বলা হয় না নদী আর সাগর আলাদা ছিল বহুকাল বড়ো বড়ো নদী তো সাগরে এসে মিলিত হয়। বাচ্চারা এটাও জানে, নদী সাগরের সন্তান। সাগর থেকে জল মেঘের মধ্যে উড়ে যায় এবং পাহাড়ে বৃষ্টি হয়, তারপর সেই জল নদীতে পরিণত হয়। সুতরাং সবাই হয়ে যায় সাগরের পুত্র এবং কন্যা। অনেকেরই জানা নেই যে, জল কোথা থেকে নির্গত হয়। এটাও তোমরা আত্মাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়। এখন বাচ্চারা জানে, জ্ঞানের সাগর একজনই বাবা, এটাও বোঝান হয় তোমরা সবাই আত্মা, এবং বাবা একজনই। আত্মারা নিরাকার যখন সাকার শরীরে আসে তখনই পুনর্জন্ম নিতে হয়। বাবাও যখন সাকার শরীরে প্রবেশ করেন তখনই বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন। বাবার সাথে মিলন একবারই হয়। এই সময় এসে বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। তিনিই যে ভগবান এটাও সবাই বুঝতে পারে। গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা হয়েছে কিন্তু কৃষ্ণ তো এখানে আসতে পারবে না, তবে সে কিভাবে অপমানজনক কথা শুনবে? তোমরা জান কৃষ্ণের আত্মা এইসময় এখানে আছে। সর্বপ্রথম তোমাদের জ্ঞান অর্জন হয় আত্মা সম্পর্কে। তোমরা আত্মা, নিজেদের শরীর মনে করে চলে এসেছ, এখন বাবা এসে দেহী-অভিমানী করে তোলেন। সাধু-সন্তরা ইত্যাদি কখনোই তোমাদের দেহী-অভিমানী করে তুলতে পারে না। বাচ্চারা তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করে থাকো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা পরমধাম নিবাসী এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। এখন এই নাটক শেষ হতে চলেছে। এই ড্রামা কেউ তৈরি করেনি, পূর্ব নির্ধারিত এই ড্রামা। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় এই ড্রামা কবে থেকে শুরু হয়েছে? তোমরা বলবে এই ড্রামা অনাদি, এর আদি-অন্ত হয়না। পুরানো থেকে নতুন, নতুন থেকে পুরানো হয়। এই পাঠ বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চিত হয়ে গেছে। তোমরা জান নতুন দুনিয়া কবে নির্মাণ হয় কবে পুরানো হয়। এটাও কারো-কারো বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রূপে আছে। তোমরা জান এখন নাটক শেষ হতে চলেছে আবারও রিপিট (পুনরাবৃত্তি) হবে। আমাদের ৮৪ জন্মের ভূমিকা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। বাবা তো গাইড তাইনা।

তোমরা হলে পান্ডা। পান্ডারা যাত্রীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ওরা হলো শরীরধারী পান্ডা (ভক্তি মার্গে)। তোমরা হলে রুহানী (আত্মিক)পান্ডা সেইজন্য তোমাদের নাম পান্ডব গভর্নমেন্ট, কিন্তু গুপ্ত রূপে। পান্ডব, কৌরব, যাদবরা কি করেছিল ? এই প্রশ্ন বর্তমান সময়ের যখন মহাভারতের লড়াইয়ের সময়। অনেক ধর্ম, দুনিয়াও তমোপ্রধান, নানারকম ধর্মের বৃষ্টি পুরানো হয়ে গেছে। তোমরা জানো, এই বৃষ্টির সর্বপ্রথম ফাউন্ডেশন হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগে লোকসংখ্যাও কম থাকে তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিষয়ে আর কেউ-ই জানে না। তোমরাও নম্বরানুসারে জান । স্টুডেন্টসদের মধ্যেও কেউ কেউ অতি বিচক্ষণ হয়, ভালোভাবে ধারণ করে এবং ধারণা করার জন্যও ব্যাকুল থাকে। কেউ যথার্থ রীতিতে ধারণ করে । কেউ মাঝারি, কেউ তৃতীয় কেউ-বা চতুর্থ নম্বরানুসারে ধারণ করে থাকে । প্রদর্শনীতে বোঝাবার জন্য যথার্থ রূপে জ্ঞান এবং বোঝানোর সামর্থ্য ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন। প্রথমে তাদের বল যে পিতা দুইজন। একজন অসীমের পারলৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন হদের (সীমিত) লৌকিক রূপী পিতা। ভারত অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল। ভারত স্বর্গ ছিল যা নরকে পরিণত হয়েছে, একে আসুরি রাজ্যও বলা হয়। ভক্তিও প্রথম-প্রথম অব্যভিচারী হয়। এক শিববাবাকেই সবাই স্মরণ করে।

বাবা বলেন — বাচ্চারা, পুরুষোত্তম হতে গেলে যা তোমাদের জন্য অবমাননাকর এমন বিষয়ে যারা মন্দ কথা বলে তাদের কথা শুনো না । এক বাবার কথাই শোনো । অব্যভিচারী জ্ঞান শোনো, অন্য কারও কাছে কিছু শুনলে তা হলো মিথ্যে। বাবা এখন তোমাদের প্রকৃত সত্য শুনিয়ে পুরুষোত্তম করে তুলছেন। মন্দ কথা শুনতে-শুনতে তোমরা অবজ্ঞাপূর্ণ হয়ে গেছ । আলো হলো ব্রহ্মার দিন, অন্ধকার হলো ব্রহ্মার রাত। এইসব পয়েন্টস ধারণ করতে হবে। নম্বরানুসারে প্রতিটি বিষয়েই দক্ষ হতে হবে। ডাক্তার অপারেশন করে কারো -কারো ক্ষেত্রে ১০-২০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে। কারো আবার থাওয়ার জন্যও কিছু থাকে না। ব্যারিস্টারও এমন হয়। তোমরাও যত পড়বে আর পড়াবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। পার্থক্য আছে তাইনা! দাস-দাসীদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। পঠন-পাঠনের উপরেই সব নির্ভর করছে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত আমি কতটুকু ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করি, ভবিষ্যতে জন্ম-জন্মান্তরে কি হবে ? জন্ম -জন্মান্তরে যা হবে কল্প-কল্পান্তরেও তাই হবে সেইজন্যই পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। বিষ পান ত্যাগ করা উচিত। সত্যযুগে তো এমন বলা হয় না যে ঈশ্বর এসে নোংরা পোশাক পরিষ্কার করেন । এই সময় সবার পোশাক জীর্ণ হয়ে গেছে। তমোপ্রধান না ! এটাও তো বোঝানোর বিষয় তাইনা। সবচেয়ে পুরানো শরীর কার ? আমাদের । আমার এই শরীর বদলাতেই থাকি । আত্মা পতিত হতে থাকে, শরীরও পতিত পুরোনো হতে থাকে। শরীর বদলাতে হয় । আত্মা তো বদলাবে না। শরীরে বার্ষিক্য আসে ,মৃত্যু হয় — এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে। সবার ভূমিকা আছে। আত্মা অবিনাশী। আত্মা স্বয়ং বলে — আমি শরীর ত্যাগ করছি। দেহী-অভিমানী হতে হবে। মানুষ সবাই দেহ-অভিমানী। অর্ধকল্প দেহ-অভিমানী, অর্ধকল্প দেহী-অভিমানী।

দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্যই সত্যযুগের দেবতাদের মোহজীত টাইটেল প্রাপ্ত হয়েছে কেননা ওখানে সবাই জানে আমরা আত্মা, এই শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। মোহজীত রাজার কথাও আছে না ! বাবা বোঝান দেবী-দেবতারা মোহজীত হয়। খুশির সাথে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে, বাচ্চাদের সম্পূর্ণ নলেজ বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরাই চক্র সম্পূর্ণ করে এখন আবার মিলিত হয়েছে। যারা অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে তারাও এসে মিলিত হবে। অল্প-স্বল্প উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। ধর্মই পরিবর্তন হয়ে গেল না ! জানা তো নেই কত সময় ঐ ধর্মে ছিল । ২-৩ জন্ম নিয়ে থাকতে পারে । কাউকে হিন্দু থেকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে সুতরাং ঐ ধর্মে আগে আসবে পরে এখানে আসবে। এইসবই হলো বিস্তারিত বিষয়। বাবা বলেন এতো বিষয় স্মরণ নাও করতে পার, আচ্ছা নিজেকে বাবার সন্তান তো মনে কর । ভালো-ভালো বাচ্চারাও ভুলে যায়, বাবাকে স্মরণ করেনা। মায়া ভুলিয়ে দেয়। তোমরাও প্রথমে মায়ার শিষ্য ছিলে, তাইনা। এখন ঈশ্বরের হয়েছ । এটাই ড্রামার ভূমিকা। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যখন তোমরা আত্মারা প্রথম-প্রথম শরীরে এসেছিলে তখন পবিত্র ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছো, এখন বাবা বলছেন নষ্টমোহ হও । এই শরীরের প্রতিও মোহ রেখো না।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই পুরানো দুনিয়া থেকে অসীমের বৈরাগ্য আসে। কেননা এই দুনিয়াতে সবাই একে অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও ।

আমরা অশরীরী হয়ে এসেছিলাম এখন আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। এখন এই দুনিয়া শেষ হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা বলেন — "মামেকম স্মরণ করো" । কৃষ্ণ তো বলতে পারবে না যে, "মামেকম স্মরণ করো" । কৃষ্ণ তো সত্যযুগে । বাবাই বলেন আমাকে তোমরা পতিত-পাবন বলে থাক যদি তবে আমাকে স্মরণ করো,

আমি তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিই। কল্প-কল্পের যুক্তি বলে দিয়ে থাকি যে যখন দুনিয়া পুরানো হয়ে যায় তখন ভগবানকে আসতে হয়। মানুষ তো ড্রামার আয়ু দীর্ঘ বছর করে দিয়েছে। সুতরাং মানুষ ভুলেও গেছে। এখন তোমরা জান এটা সঙ্গম যুগ, এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সময় সব তমোপ্রধান। তোমরা এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছ। তোমরাই সবচেয়ে বেশি ভক্তি করেছ। এখন ভক্তি মার্গ শেষ হতে চলেছে। ভক্তি হয় মৃত্যুলোকে, তারপর আসবে অমরলোক। তোমরা এই সময় জ্ঞান অর্জন করছ এরপর ভক্তির চিহ্নমাত্র থাকবে না। হে ভগবান, হে রাম — এইসব ভক্তি মার্গের শব্দ। এতে আওয়াজ করার প্রয়োজন নেই। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর আওয়াজ করেন না। ওঁনাকে বলা হয় সুখ-শান্তির সাগর। শোনানোর জন্য শরীর তো প্রয়োজন তাইনা। ভগবানের ভাষা কি কেউ জানেনা। এমন তো নয় যে সব ভাষাতেই বলবেন। তা নয়, ওঁনার ভাষা হিন্দি। বাবা একই ভাষাতে বোঝান তারপর তোমরা ট্রান্সলেট করে বোঝাও। ফরেনার্স ইত্যাদি যার সাথেই মিলিত হও না কেন তাকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। ত্রিমূর্তি দ্বারাও বোঝাতে হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা আছে। যে কেউ-ই আসুক না কেন প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা কর কার কাছে এসেছ? বোর্ডে তো লেখা আছে প্রজাপিতা উনি তো প্রজা রচনা করেন ওনাকে ভগবান বলা যাবে না। ভগবান নিরাকারকেই বলা হয়। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রহ্মার সন্তান। তুমি এখানে কেন এসেছ? আমাদের বাবার সাথে তোমার কি প্রয়োজন? বাবার শুধু বাচ্চাদের প্রয়োজন। আমরা বাবাকে যথার্থ রীতিতে জানি। গাওয়াও হয় — সন্তানের মধ্যেই পিতা প্রত্যক্ষ হন। আমরা এনার সন্তান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য মন্দ কথা বলে যারা তোমাদের অবনমিত করে তাদের কথা শোনা উচিত নয়। এক বাবার কাছ থেকেই অব্যভিচারী জ্ঞান শুনতে হবে।

২) নষ্টমোহ হওয়ার জন্য দেহী-অভিমानी হওয়ার তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে — এই পুরানো দুনিয়া দুঃখই দিয়ে থাকে, একে ভুলতে হবে। এবং সীমাহীন বৈরাগ্য হতে হবে।

বরদান:- ফলো ফাদারের পাঠ দ্বারা মুশকিলকেও সহজ করে তুলতে সমর্থ তীব্র পুরুষার্থী ভব*
মুশকিলকে সহজ করে তোলা বা শেষ পুরুষার্থে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য প্রথম পাঠ হলো — "ফলো ফাদার" এই প্রথম পাঠই লাস্ট স্টেজকে নিকটে নিয়ে আসবে। এই পাঠ দ্বারাই নির্ভুল, একরস আর তীব্র পুরুষার্থী হয়ে যাবে কেননা কোনও বিষয় তখনই কঠিন লাগে যখন ফলো ফাদারের পরিবর্তে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকো। এতে নিজের সঙ্কল্পের জালে আটকে যাও, তারপর বেরোতে শক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদি ফলো ফাদার করো, তবে সময় আর শক্তি দুই-ই বেঁচে যাবে এবং সঞ্চিত হবে।

স্লোগান:- — সত্যতা, স্বচ্ছতাকে ধারণ করার জন্য স্বভাব সরল কর।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যেকের নাড়ি দেখে প্রথমে তাকে অল্ফ (বাবার) এর প্রতি নিশ্চয় করাও, তারপর অধিকতর জ্ঞানের প্রতি অগ্রসর হও, বাবার প্রতি নিশ্চয় ছাড়া জ্ঞান দেওয়া অর্থাৎ সময় নষ্ট করা”

প্রশ্ন:- কি এমন মুখ্য পুরুষার্থ করলে স্কলারশিপ নেওয়ার অধিকারী হওয়া যায়?

উত্তর:- অন্তর্মুখী হওয়ার। তোমাদেরকে সর্বদা অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। বাবা তো হলেন কল্যাণকারী। কল্যাণের জন্যই শ্রীমৎ দিতে থাকেন। যে বাচ্চা অন্তর্মুখী যোগী হয়ে থাকে, সে কখনো দেহ-অভিমাণে এসে মুখ গোমরা করা বা লড়াই - ঝগড়া আদি করে না। তাদের আচার-আচরণ খুব রাজকীয় এবং মহান হয়। তারা খুব কম কথা বলে, আর যজ্ঞের সেবা করতে আগ্রহী হয়। তারা জ্ঞানের কথা বেশী শোনায় না, বাবার স্মরণে থেকে সেবা করে।

ওম্ শান্তি । বিশেষ করে দেখা যায়, প্রদর্শনীতে সেবা করার সমাচার আসে তো মূল কথা হল, যে ব্যক্তির বাবার পরিচয় পেয়েছে, কিন্তু বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় না হওয়ার জন্য বাকি যা কিছু জ্ঞান তাদের বোঝানো হয়, সেসব কিছুই তাদের বুদ্ধিতে বসে না। হয়তো তারা খুব ভালো-খুব ভালো বলতে থাকে, কিন্তু বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয় না। প্রথমে তো বাবার প্রতি নিশ্চয় করাও। বাবার মহাবাক্য হলো - ‘আমাকে স্মরণ করো, আমিই হলাম পতিত-পাবন। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পাবন হয়ে যাবে।’ এটাই হল মুখ্য কথা। ভগবান এক, তিনি হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তিনি হলেন সর্বোচ্চ। এটা নিশ্চয় হয়ে গেলে তো ভক্তিমার্গের যাকিছু শাস্ত্র, বেদ অথবা গীতা ভাগবত আছে, সব খন্ডন হয়ে যাবে। ভগবান তো নিজে বলেন যে, এসব (গীতার শ্লোকাদি) আমি শোনাইনি। আমার জ্ঞান শাস্ত্রতে নেই। সেসব হল ভক্তিমার্গের জ্ঞান। আমি তো জ্ঞান দিয়ে সন্নতি প্রদান করে চলে যাই। পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। জ্ঞানের প্রারম্ভ সম্পূর্ণ হলে পুনরায় ভক্তিমার্গ শুরু হয়। যখন বুদ্ধিতে বাবার নিশ্চয় বসবে, তখন বুঝবে যে, ভগবান উবাচ- এটা হল ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। অর্ধেক কল্প ধরে জ্ঞান চলে আর অর্ধেক কল্প ভক্তি। ভগবান যখন আসেন তো নিজের পরিচয় দেন - আমি বলছি যে, এটা হল ৫ হাজার বছরের কল্প, আমি তো ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বোঝাচ্ছি। তো প্রথম মুখ্য কথা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে যে, ভগবান কে? এই কথাটি যতক্ষণ বুদ্ধিতে না ধারণা হয় ততক্ষণ অন্য কিছু বোঝানোতে কিছুই প্রভাব পড়ে না। সমস্ত প্রচেষ্টাই এই কথাতে আছে। বাবা আসেনই কবর থেকে জাগ্রত করতে। শাস্ত্র আদি পড়ার কারণে তো কেউ জাগ্রত হয় না। পরমাত্মা হলেন জ্যোতি স্বরূপ, তো তাঁর বাচ্চারাও হল জ্যোতি স্বরূপ। কিন্তু তেমাদের বাচ্চাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, যেকারণে জ্যোতি নিভে গেছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বাবার পরিচয় না দিয়ে অন্য যাকিছু প্রচেষ্টা করতে থাকো, মতামত আদি লেখাতে থাকো, সেসব কোনো কাজে আসে না, এইজন্য সেবা হয় না। নিশ্চয় হলে বুঝতে পারবে যে বরাবর ব্রহ্মাবাবার দ্বারা শিববাবা জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ ব্রহ্মাবাবাকে দেখে বিভ্রান্ত হয় কেননা বাবার পরিচয় জানেনা। এটাই বোঝার বিষয়, তাই না। যারা জ্ঞান বোঝায়, তাদের মধ্যেও নব্বয়ের ক্রমানুসারে আছে। বাবা প্রতিদিন পুরুষার্থ করাতে থাকেন। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী। বাচ্চাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলার অভ্যাস অনেক আছে। বাবাকে স্মরণ করেই না। স্মরণ করাই হল বড় কঠিন বিষয়। বাবাকে স্মরণ করা ছেড়ে বৃথাই নিজের কথা শোনাতে থাকে। বাবার প্রতি নিশ্চয় ব্যতীত অন্যান্য ছবি বা চিত্রের প্রতি এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। নিশ্চয় না থাকলে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। অল্ফ অর্থাৎ বাবার প্রতিই নিশ্চয় নেই তো বাকি অবিদ্যার উত্তরাধিকারীর কথা বোঝানো হল সময় নষ্ট করা। কারোর নাড়ির গতিবেগ অনুভব করতে পারো না, যিনি উদ্বোধন করতে আসেন তাকেও প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। ইনি হলেন সর্বোচ্চ বাবা জ্ঞানের সাগর। বাবা এই জ্ঞান এখনই প্রদান করেন। সত্যযুগে এই জ্ঞানের দরকারই থাকে না। পরবর্তীকালে শুরু হয় ভক্তি। বাবা বলেন যে, যখন দুর্গতি অর্থাৎ আমার নিন্দা সম্পূর্ণ হওয়ার সময় হয়, তখন আমি আসি। অর্ধেক কল্প তাদেরকে নিন্দা করতেই হয়, যাকেই পূজা করে, তাঁর পেশা সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। বাচ্চারা তোমরা বসে বোঝাও, কিন্তু নিজেরই বাবার সাথে যোগ নেই তো অন্যদেরকে কি বোঝাবে। হয়তো ‘শিববাবা’ বলছে কিন্তু যোগে একদমই না থাকলে তো বিকর্ম বিনাশ হবেনা, ধারণাও হবে না। মুখ্য কথা হলো এক বাবাকে স্মরণ করা।

যে বাচ্চা জ্ঞানী আত্মার হওয়ার সাথে সাথে যোগী হয়না, তার মধ্যে দেহ অভিমানের অংশ অবশ্যই থাকে। যোগ ছাড়া কাউকে জ্ঞান বোঝানো, তাতে কোনো ফল পাওয়া যায় না। তারপর দেহ অভিমাণে এসে কাউকে না কাউকে বিরক্ত

করতে থাকে। বাচ্চারা ভাষণ খুব ভালো করে তখন মনে করে যে আমি হলাম জ্ঞানী আত্মা। বাবা বলেন যে, জ্ঞানী আত্মা তো হয়েছে কিন্তু যোগ কম আছে, যোগের উপর পুরুষার্থ কম আছে। বাবা কত বোঝাতে থাকেন - চার্ট রাখো। মুখ্য কথাই হল যোগ। বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞান বোঝানোর শখ তো আছে, কিন্তু যোগ নেই। তো যোগ ছাড়া বিকল্প বিনাশ না হলে কি পদ পাবে! যোগে তো অনেক বাচ্চা ফেল করে যায়। তারা মনে করে যে আমরা ১০০% যোগ করি। কিন্তু বাবা বলেন তোমরা কেবলমাত্র ২ শতাংশ যোগ করো। বাবা (ব্রহ্মা) নিজে বলছেন যে, আমি ভোজন করার সময় স্মরণে থাকি, তারপর ভুলে যাই। স্নান করার সময়, তখনও বাবাকে স্মরণ করি। যদিও তাঁর বাচ্চা আছি, তবুও তাঁর স্মরণ ভুলে যাই। তোমরা মনে করো যে, ইনি তো এক নম্বরে যাবেন, অবশ্যই জ্ঞান আর যোগ ঠিক হবে। *তবুও বাবা (ব্রহ্মা) বলেন, যোগের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। চেষ্টা করে দেখো, তারপর অনুভব শোনাও। মনে করো দর্জি কাপড় সেলাই করছে, তখন দেখতে হবে যে বাবার স্মরণে আছি। তিনি হলেন খুব মিষ্টি প্রেমী। তাঁকে যত স্মরণ করবো ততই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবো। নিজেকে দেখো আমরা কতটা সময় বাবার স্মরণে থাকি। বাবাকে রেজাল্ট জানাতে হবে। স্মরণে থাকলেই কল্যাণ হবে*। বাকি বেশি বোঝালে কল্যাণ হবে না। তারা কিছুই বুঝতে পারে না। অল্ফ অর্থাৎ বাবার প্রতি নিশ্চয় ছাড়া কাজ কিভাবে চলবে? এক অল্ফ অর্থাৎ বাবার সম্বন্ধে না জানলে বাকি তো সব বিন্দু বিন্দু হয়ে যায়। অল্ফ এর সাথে বিন্দু দিলে লাভ হয়। যোগ নেই তো সারাদিন সময় নষ্ট করতে থাকে। বাবার তো তাদের প্রতি দয়া হয়, এরা কি পদ পাবে? ভাগ্যে না থাকলে বাবাও কি করবেন। বাবা তো সব সময় বোঝাতে থাকেন - দৈবগুণ ধারণ করো তো খুব ভালো, তার সাথে বাবার স্মরণেও থাকো। যোগ অত্যন্ত জরুরী। স্মরণের দ্বারা ভালোবাসা প্রাপ্তি হলে তবেই তো শ্রীমতে চলতে পারবে। প্রজা তো অনেক হবে। তোমরা এখানে এসেইছো - এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য, এতেই পরিশ্রম আছে। হয়তো স্বর্গে যাবে, কিন্তু শাস্তি খেয়ে শেষের দিকে এসে অল্প কিছু পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা তো সমস্ত বাচ্চাদেরকই জানেন তাই না। যে বাচ্চারা যোগের মধ্যে কাঁচা আছে, তারা দেহ-অভিমাণে এসে মুখ গোমরা করে বা লড়াই ঝগড়া আদি করতে থাকে। যারা পাকাপোক্ত যোগী হয়, তাদের চাল-চলন খুব রাজকীয় এবং মহান হয়, খুব অল্প কথা বলে। যজ্ঞ সেবার বিষয়েও আগ্রহী থাকে। যজ্ঞ সেবার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দেয়। এরকম-এইরকম অনেকেই আছে। কিন্তু বাবা বলেন যে অধিক সময় স্মরণে থাকো, তবেই বাবার থেকে ভালোবাসা হবে আর খুশিতে থাকবে।

বাবা বলেন, আমি ভারতেই আসি। ভারতকেই এসে উঁচু বানাই। সত্যযুগে তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। সদগতিতে ছিলে। পুনরায় দুর্গতি কে করলো? (রাবণ) কবে থেকে শুরু হয়েছে? (দ্বাপর যুগ থেকে) অর্ধেক কল্পের জন্য সন্নতি এক সেকেন্ডে পেয়ে যাও, ২১ জন্মের অবিদ্যার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত করো। তো যখনই কোনো ভালো ব্যক্তি আসেন, তখন প্রথমে প্রথমে তাকে বাবার পরিচয় দাও। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমাদের সন্নতি হবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে সেকেন্ডের সময় অনুসারে এই ড্রামা অভিনীত হয়ে চলেছে। এটাও যদি বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে তো তোমরা খুব ভালোভাবে স্থির থাকতে পারবে। যদিও এখানে বসে আছে তবুও বুদ্ধিতে যেন থাকে যে কিভাবে এই সৃষ্টি চক্র ক্রমাগত উকুনের মতো ঘুরে চলেছে। প্রতি সেকেন্ডে টিক-টিক হয়ে চলেছে। ড্রামা অনুসারেই সমস্ত অভিনয় চলছে। এক সেকেন্ড অতিক্রান্ত হওয়া অর্থাৎ সমাপ্ত। অভিনয় চলতেই থাকবে। খুব ধীরে ধীরে রিপিট হয়। এটি হল অসীম জগতের ড্রামা। যারা বুদ্ধি আছেন, তাদের বুদ্ধিতে এসব কথা ধারণা হবে না। জ্ঞানও ধারণা হবে না। যোগও নেই তবুও বাচ্চা তো আছেন তাই না। তবে হ্যাঁ, যারা সেবা করছে তারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। বাকিরা কম পদ পাবে। এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে সচেতন থাকো যে, এই অসীম জগতের ড্রামার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। যেরকম রেকর্ডেড কোনো কিছুকে পুনরাবৃত্তি করা যায়, সেরকম আমাদের আত্মার মধ্যেও এই রকম রেকর্ড ভরা আছে। ছোটো আত্মার মধ্যে এতকিছু পাট ভরা আছে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। দেখা তো কিছুই যায়না। এটা হল বোঝার বিষয়। স্থূল বুদ্ধিবান আত্মা এসব কিছুই বুঝতে পারবে না। এসব বিষয়ে আমরা যত বোঝাতে থাকবো, সময় নষ্ট হতে থাকবে। ঠিক ৫ হাজার পর পুনরায় রিপিট হবে। এরকম বোধগম্যতা কারো হয় না। যে মহারথী হবে, সে প্রতি মূহুর্তে এসব বিষয়ের উপর মনোযোগ জ্ঞাপন করে বোঝাতে থাকবে এইজন্য এইজন্য বাবা বলেন যে প্রথমে তো বাবাকে স্মরণ করার গাট বাঁধো। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। আত্মাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। যতটা পারো বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরুষার্থ হলো গুপ্ত। বাবা শ্রীমত দেন, বাবারই পরিচয় দাও। স্মরণ কম করলে, পরিচয়ও কম দিতে থাকবে। প্রথমে তো বাবার পরিচয় বুদ্ধিতে ধারণা হোক। বলা, এখন এটা লেখো যে, তিনিই হলেন আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বাবা। দেহ সহিত সব কিছুকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে গিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। মুক্তিধাম, জীবনমুক্তিধামে তো দুঃখ-কষ্ট হয়ই না। দিন-প্রতিদিন ভালো ভালো কথা বোঝানো হয়। নিজেদের মধ্যেও এসব বিষয়ে আলোচনা করতে থাকো। যোগ্যও হতে হবে তাই না। ব্রাহ্মণ হয়ে যদি বাবার সেবাই না করো, তাহলে কি কাজের জন্য আছে। জ্ঞান তো ভালো করে ধারণ করতে হবে তাইনা। বাবা জানেন যে, অনেকেই আছে

যাদের একটি শব্দেরও ধারণা হয় না। যথার্থ রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে না। রাজা-রাণীর পদের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। যে পরিশ্রম করবে সে-ই উঁচুপদ প্রাপ্ত করবে। পরিশ্রম করলে তবে রাজবংশে যেতে পারবে। নম্বর ওয়ান-ই স্কলারশিপ প্রাপ্ত করবে। ঐনারা (বাবা-মাম্মা) লক্ষ্মী-নারায়ণের স্কলারশিপ নিয়ে নিয়েছেন। তারপর আসে নম্বর ত্রয়োদশ। অনেক বড় পরীক্ষা তাই না। স্কলারশিপেরই মালা তৈরী হয়ে আছে। ৮ রত্ন আছে, তাই না। ৮ আছে, ১০০ আছে, তারপর ১৬ হাজার। তো মালার মধ্যে আসার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে পুরুষার্থ করলে স্কলারশিপ নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তোমাদেরকে অনেক অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। বাবা তো হলেন কল্যাণকারী। তো কল্যাণের জন্যই শ্রীমত দেন। সমগ্র বিশ্বেরই তো কল্যাণ হতে হবে। কিন্তু নম্বরের ত্রয়োদশ অনুযায়ী। তোমরা এখানে বাবার কাছে পড়াশোনা করতে এসেছো। তোমাদের মধ্যেও সেই স্টুডেন্ট খুব ভালো হয় যে পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়। কেউ কেউ তো আবার একদম মনোযোগ দেয় না। এরকমও অনেকে মনে করে যে, যা ভাগ্যে আছে, হবে। পড়াশোনার কেনো লক্ষ্যই নেই। তো বাচ্চাদেরকে স্মরণের চার্ট রাখতে হবে। আমাদেরকে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। জ্ঞান তো এখানে ছেড়ে যেতে হবে। জ্ঞানের পার্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আত্মা এত ছোট, তার মধ্যে কতো পার্ট ভরা আছে, আশ্চর্যের বিষয় তাই না। এসব হল অবিনাশী ড্রামা। এভাবেই তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সাথে কথা বলতে থাকো তো তোমরা অনেক খুশিতে থাকবে যে বাবা এসে আমাদের এই কথা শোনাচ্ছেন যে আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। ড্রামাতে এক একটি মানুষের, এক একটি জিনিসের পার্ট পূর্ব-নির্দিষ্ট আছে। এটাকে অন্তরীণও বলা যায় না। অন্ত তো হবে কিন্তু এটা হলো অনাদি। অনেক জিনিস আছে। এটাই হল আশ্চর্যের বিষয়। ঈশ্বরকে আশ্চর্যজনক বলা যায় না। তিনি বলেন যে, ঐনারও এতে পার্ট আছে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যোগে থাকার জন্যে অনেক প্রচেষ্টা করতে হয়, চেষ্টা করে দেখতে হবে যে, কাজ করার সময় কতক্ষণ বাবার স্মরণ থাকো! স্মরণে থাকলেই কল্যাণ হয় মিষ্টি প্রেমীকে খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

২) স্বচ্ছ বুদ্ধি দিয়ে এই ড্রামার রহস্যকে বুঝতে হবে। এটি হলো অত্যন্ত কল্যাণকারী ড্রামা, আমি যা কিছু বলছি বা করছি সেগুলি পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে পুনরাবৃত্তি হবে, এটিকে যথার্থ ভাবে বুঝে খুশিতে থাকতে হবে। তোমরা সবাই জানো যে, ভক্তিমার্গ এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলিযুগ হল ভক্তিমার্গ আর এখন সঙ্গমে হল জ্ঞানমার্গ। আমরা হলাম সঙ্গমযুগী। রাজযোগ শিখছি। নতুন দুনিয়ার জন্যে দৈবগুণ ধারণ করছি। যে সঙ্গম যুগে নেই, সে দিন প্রতিদিন তমোপ্রধান হতেই থাকবে। ঐদিকে তমোপ্রধানতা বৃদ্ধি হতেই থাকবে, আর ঐদিকে তোমাদের সঙ্গমযুগ সম্পূর্ণ হতে থাকবে।

বরদান:- নিজেদের মধ্যে স্নেহের আদান-প্রদান দ্বারা সকলকে সহযোগী বানিয়ে সফলতার প্রতিমূর্তি ভব*

ব্যখ্যা :- এখনই জ্ঞান দেওয়া আর নেওয়ার স্টেজ পাস করেছো, এবার স্নেহের আদান-প্রদান করো। যে কেউ সামনে আসুক বা সম্মুখে আসুক, তো স্নেহ দিতে আর নিতে হবে - একেই বলা যায় সকলের স্নেহী বা লাভলী। জ্ঞানদান অজ্ঞানীদের করতে হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারে এই দানের মহাদানী হও। সংকল্পেও কারো প্রতি স্নেহ বিনা আর কিছু যেন উৎপত্তি না হয়। যখন সকলের প্রতি স্নেহ হয়ে যায় তো স্নেহের প্রত্যুত্তরে সহযোগ পাওয়া যায় আর সহযোগের ফলে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

স্লোগান:- এক সেকেন্ডে ব্যর্থ সংকল্পগুলির উপর ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও - এটাই হল তীর পুরুষার্থ।*

নববর্ষে নতুনত্বের অভিনন্দন

আজ অমৃতবেলা থেকে চতুর্দিকের সকল স্নেহী সহযোগী এবং শক্তিশালী বাচ্চার মিষ্টি-মধুর মনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চল, স্নেহের প্রতিশ্রুতি, পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি, বাবা সমান হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চল অর্থাৎ বিবিধরকম অধ্যাত্ম-সুরে ভরা মনের গীত প্রাণসখার কাছে পৌঁছেছে। পরানসখা সকলের শ্রেষ্ঠ সঞ্চলের মিষ্টি গীত শুনে অতি উৎফুল্ল হয়েছেন। মনোমিত তাঁর সকল অধ্যাত্ম মিতাকে, গডলি ফ্রেন্ডসকে তাদের সকলের গীতে রেসপন্ড করছেন। সদা প্রত্যেক সঞ্চলে, প্রতি সেকেন্ডে এবং প্রতিটা বোলে হোলি, হ্যাপি, হেলদি থাকার জন্য তোমাদের অভিনন্দন। মনোমিতের কার্যে সহযোগের সঞ্চলের সাথে সদা সহযোগের হাত হাতে থাকতে দাও। চতুর্দিকের বাচ্চাদের সঞ্চল, পত্র, কার্ড আর সেইসঙ্গে স্মরণ-চিহ্ন রূপে স্নেহের উপহার বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। নববর্ষের অভিনন্দনস্বরূপ বাপদাদা সদা সব বাচ্চার বুদ্ধিরূপী মস্তকে বরদানের, সদা সফলতার আশীর্বাদী হাত রাখছেন। নববর্ষে তিনি তোমরা সব বাচ্চাকে সদা সকল প্রতিজ্ঞা অনুশীলন করার তিলক দিচ্ছেন অর্থাৎ সদগুরু তোমরা সব আঙুকারী বাচ্চাকে প্রতি পদে ফলো ফাদার করার তথা বিশেষ স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার বিশেষ তিলক দিচ্ছেন। আজকের দিনে, ছোট-বড় সবার মুখে অভিনন্দনের বোল সারাদিনই থাকছে। একইভাবে সদা নতুন সুর, সদা নতুন সেকেন্ড, সদা নতুন সঞ্চল আছে, সেইজন্য প্রতি সেকেন্ডে তোমরা অভিনন্দিত হও। সদা নতুনত্বের অভিনন্দন জানানো হয়। যদি নতুন কোনও কিছু হয় বা নতুন কার্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়, অবশ্যই অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন নবীনত্বকে দেওয়া হয়। সুতরাং তোমাদের জন্য সবকিছু সদা নতুন। সঙ্গমযুগের এটাই বিশেষত্ব। সঙ্গমযুগের প্রতিটা কর্ম তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে যায়। সেই কারণে সবসময় সবচেয়ে নতুন। পূর্ব মুহূর্তে তোমাদের যা স্টেজ এবং স্পীড ছিল, তা পরমুহূর্তে উঁচু হয়ে যায় অর্থাৎ উড়তি কলার দিকে যায়। সেইজন্য প্রতি সেকেন্ডের স্টেজ আর স্পীড উঁচু অর্থাৎ নতুন। সুতরাং প্রতি সেকেন্ডের সঞ্চলের নতুনত্বের জন্য তোমাদের অভিনন্দন। সঙ্গমযুগ তো অভিনন্দনেরই যুগ। সদা মুখ মিষ্টি, জীবন মিষ্টি, সম্বন্ধ মিষ্টি অনুভব করার যুগ। বাপদাদা শুধু নতুন বছরের জন্য অভিনন্দন জানান না, বরং সঙ্গমযুগের প্রতি সেকেন্ডের, সঞ্চলের শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন জানান। লোকে তো আজ অভিবাদন করবে, কাল শেষ। বাপদাদা সদাসর্বদা তোমাদের অভিনন্দিত করেন, বাহবা দেন। নবযুগের কাছাকাছি আসার জন্য অভিবাদন করেন। তোমাদের সঞ্চলের খুব ভালো গীত বাপদাদা শুনেছেন। এই গীত শুনতে শুনতে বাপদাদা গীতের সুর-নির্যাসে নিমজ্জিত হয়েছেন।

আজ অমৃতবেলা থেকে বাপদাদা গীতমালার প্রোগ্রাম শুনছিলেন। সময়ের মাপকাঠিতে অমৃতবেলা দেশে হোক বা বিদেশে যার যার নিজস্ব। প্রত্যেক বাচ্চা বিশ্বাস করে যে সে অমৃতবেলায় বাবার সঙ্গে কথা বলছে, আর বাপদাদাও নিরন্তর তোমাদের থেকে শুনছেন। প্রত্যেকের গীতের নিয়মও বড়ই মনোরম। সুরও তোমাদের নিজস্ব ঠিকই, কিন্তু বাপদাদার সবার গীত মধুময় লাগে। তিনি তোমাদের অভিবাদন করেছেন, হয় শব্দ দ্বারা করেছেন অথবা মন দ্বারা। হয় নিয়ম অনুসারে দিয়েছেন অথবা প্রীতির দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চল দ্বারা। তাহলে, ভবিষ্যতে কি করবে? ঠিক যেমন সেবার ৫০ বছর (১৯৮৬ তে) পূর্ণ হচ্ছে, সেইভাবেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ সঞ্চল ও প্রতিশ্রুতি পালন করবে, নাকি সঞ্চল রূপেই সেইসব থাকতে দেবে? প্রতি বছরই তোমরা খুব ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি দাও। যেমন, আজকের দুনিয়ায় দিনের পর দিন উত্তরোত্তর সুন্দর সুন্দর কার্ড বানিয়ে চলেছে, সেইভাবে তোমাদের সঞ্চলও প্রতি বছর অধিকতর শ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু সঞ্চল এবং স্বরূপ উভয়ই সমান হতে দাও। এটাই মহত্ব। এই মহানুভবতায় যে পারদর্শী, সেই অর্জুন। কে হবে সেইরকম? সবাই বিশ্বাস করে সে হবে। অন্যেরা কে অর্জুন হবে কে ভীম হবে সেদিকে দেখে না, 'আমাকে নম্বর ওয়ান অর্থাৎ অর্জুন হতে হবে।' শুধুমাত্র "হে অর্জুন" গায়ন হয়েছে। হে ভীম গাওয়া হয়নি। অর্জুনের বিশেষত্ব সদা স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে এবং বিন্দুতে স্থির হয়ে বিজয়ী হতে হবে। যে এমন নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হয় সে অর্জুন। যে সদা গীতা জ্ঞান শোনে আর মনন করে সে অর্জুন। এইরকম বিদেহী, জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে আছে - যার এমন বেহদ-বৈরাগ্যের বৃত্তি, সেই অর্জুন কে হবে? এইরকম কি তোমরা হবে, নাকি এই ব্যাপারে শুধুই বলবে! তোমরা বলো নতুন বছর, সদা প্রতি সেকেন্ডে নতুনত্ব। মন্মাতে, বাণীতে, কর্মে, সম্বন্ধে নতুনত্ব আনো। নববর্ষের এই অভিনন্দন সদা তোমাদের সাথে রাখ। প্রতি সেকেন্ড প্রতিটা মুহূর্ত স্থিতির পার্সেন্টেজ উর্ধ্বতর হতে দাও। যেমন, কেউ কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে যত ধাপ এগোয়, প্রতি ধাপে সে তার লক্ষ্যের কাছাকাছি চলে যায়। স্থানবৎ সেখানেই থেমে থাকে না। এইভাবে প্রতি সেকেন্ডে এবং প্রতি পদক্ষেপে নৈকট্য এবং সম্পূর্ণতার কাছাকাছি আসার লক্ষণ নিজেরাও অনুভব কর এবং অন্যদেরও অনুভব হতে দাও। একে বলে, পার্সেন্টেজ

ক্রমবর্ধিত করা অর্থাৎ অগ্রগামী হওয়া। পার্সেন্টেজের নতুনত্ব এবং স্পীডের নতুনত্ব একেই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং সদাসর্বদা নতুনত্ব নিয়ে এসো। সবাই জিজ্ঞাসা করে নতুন কি করব? প্রথমে, নিজের মধ্যে নতুনত্ব আনো, তবেই সেবাতে নতুনত্ব নিজে থেকেই আসবে।

এই বছর প্রভাবশালী হওয়ার বিশেষত্ব দেখাও। ব্রাহ্মণ আত্মারা যখন নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে আসো, তখন তোমাদের মনে সকলের প্রতি সদা স্নেহ, সহযোগ এবং কল্যাণের ভাবনা প্রভাবশালী হতে দাও। প্রতিটা বোল যেন যেকোন কাউকে সাহস এবং উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হয়। ব্যর্থ হতে দিও না। কখনো কখনো তোমরা সাধারণ কথাবার্তায় আধঘন্টা পর্যন্ত কাটিয়ে দাও, তারপরে ভাবো এর রেজাল্ট কি! সুতরাং না খারাপ, না ভালো এইরকম যে সাধারণ আচার- আচরণ, সেগুলোকে প্রভাবশালী বলা যাবে না। একইভাবে সব কর্ম ফলদায়ক হতে দাও, তা' নিজের প্রতি হোক বা অন্যের প্রতি। অতএব, নিজেদের মধ্যেও পরস্পরের উপরে সর্বরূপে অধ্যাত্ম প্রভাব বিস্তার কর। সেবাতেও অধ্যাত্ম প্রভাব পড়তে দাও। তোমরা ভালো পরিশ্রম কর এবং সবকিছু হৃদয় দিয়ে কর, সবাই এইরকম বলো। কিন্তু বাবাকে প্রত্যক্ষ করার প্রভাব এমনভাবে বিস্তার হতে দাও যাতে লোকে বলে, এঁরা রাজযোগী ফরিস্তা, আধ্যাত্মিকতা যদি কোথাও থেকে থাকে তা' এখানেই আছে, এটাই পরমাত্ম কার্য। এই জীবন ভালো, এই কাজ ভালো, কিন্তু এমন প্রভাব পড়তে হবে যাতে তারা উপলব্ধি করে, এটা পরমাত্ম কার্য, এঁরা পরমাত্ম সন্তান, এটাই সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন জীবন। এই প্রভাব বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। সেবাতে আরও প্রভাবান্বিত করার প্রয়োজন, এখন এই তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও যাতে তারা বলে যে তারাও ভালো হতে চায়। যখন তারা বলে তোমরা খুব ভালো, সেটা ভক্তদের মালা প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এখন সর্বাগ্রে বিজয়মালা প্রস্তুত কর অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী হওয়ার মালা আগে প্রস্তুত কর। প্রথম জন্মে ন'লাখ প্রয়োজন। ভক্তের মালা অনেক লম্বা। এই মালা যারা রাজত্বের অধিকারী, রাজ্য শাসন করার নয়। রাজ্যে আসার অধিকারীও এখন প্রয়োজন। সুতরাং এখন এমন তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও, যারা বলে এটা ভালো এবং ভালো হওয়ার জন্য সম্পর্কে থাকে, তারা অন্ততপক্ষে প্রজার সম্বন্ধে তো এসে যাবে। নিতান্তই তারা যদি তোমাদের সম্পর্কে আসে, তবে তাদের স্বর্গের অধিকারী তো বানাবে, তাই না! সেবায় এমন প্রভাব তৈরি কর। এই বছর, প্রভাবশালী হওয়ায় এবং এই প্রভাব দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার বিশেষত্বে বিশেষভাবে পালন কর। নিজে প্রভাবিত হয়োনা। কিন্তু বাবা দ্বারা তাদের প্রভাবিত হতে দাও। বুঝেছ! যেমন, ভক্তিমার্গে তারা বলে সবই পরমাত্মার রূপ। তারা বলে ভুল ভাবনার সাথে। যেমনই হোক, জ্ঞানের প্রভাবে তোমাদের সকলের রূপে তারা যেন বাবাকে অনুভব করে। যখন তোমাদের যেকোন কারও মধ্যে তাদের পরমাত্ম স্বরূপের অনুভূতি হবে, তখনই নবযুগ আসবে। এখনো প্রথম জন্মের প্রজাই তোমরা প্রস্তুত করনি। পরবর্তী সময়ের প্রজা সহজে তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু আগে প্রথম জন্মের প্রজা। ঠিক যেমন রাজা শক্তিশালী হবে, একইরকম ভাবে প্রথম প্রজাও শক্তিশালী হবে। সুতরাং, সঙ্কল্পের বীজ সদা ফল স্বরূপে রাখতে থাক। প্রত্যক্ষতার জন্য প্রতিজ্ঞাকে নিরন্তর কার্যকর বানাও। ডবল বিদেশি কি করবে? সবকিছুতে তোমরা ডবল রেজাল্ট বের করবে, তাই না? প্রতি সেকেন্ডে নতুনত্বের সাথে, প্রতি সেকেন্ডে বাবার থেকে অভিনন্দন নাও। আচ্ছা!

যারা সদা সব সঙ্কল্পে নতুনত্বের মহত্ব প্রদর্শন করে, সবসময় উড়তি কলার অনুভব করে, সদা প্রভাবশালী হয়ে বাবার প্রভাব প্রত্যক্ষ করে, আত্মাদের মধ্যে নতুন জীবন বানানোর নতুন প্রেরণা দেয়, নবযুগের অধিকারী বানানোর শ্রেষ্ঠ তরঙ্গ ছড়ায় - এইরকম সদা বরদানী, মহাদানী আত্মাদের সদা বাপদাদার নতুনত্বের সঙ্কল্পের সাথে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে:- আজ বিশেষ আবশ্যিকতা এই - *শক্তিশালী সঙ্কল্পের সহযোগ।* নিজের পুরুষার্থ আলাদা বিষয় কিন্তু *শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সহযোগ* - এর বিশেষ আবশ্যিকতা আছে। এই বিশেষ সেবা তোমরা সব বিশেষ আত্মার। তোমাদের সঙ্কল্পের দ্বারা সহযোগ দেওয়ার সেবা এখন বাড়তে হবে। *"বাণী দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার সময় অতিক্রান্ত।"* এখন শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সাথে পরিবর্তন করতে হবে। সেবার জন্য এখন প্রয়োজন শ্রেষ্ঠ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন আনা। সকলের এই বল প্রয়োজন। সঙ্কল্প তো সবাই করে কিন্তু সেই সব সঙ্কল্প বলপূর্ণ করা এখন আবশ্যিক। সুতরাং তোমরা যে যতটা নিজে শক্তিশালী ততটাই অন্যদের সঙ্কল্পেও বল ভরতে পারবে। যেমন, আজকাল লোকে সূর্যের শক্তি জমা ক'রে সেই শক্তি দ্বারা অনেক কার্য সফল করে। এখানেও, যখন তোমরা সঙ্কল্প-শক্তি করেছ, তা' দিয়ে অন্যদেরও বল ভরতে পার। কার্য সফল করতে পার। তারা স্পষ্টভাবে বলে যে তাদের সেই মনোবল নেই। অতএব, তাদের সাহস দিতে হবে। বাণী থেকেও সাহস তথা আত্মবিশ্বাস আসতে পারে, কিন্তু সদাকালের জন্য নয়। বাণীর সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সূক্ষ্ম শক্তি অনেক বেশি কাজ করে। কোনকিছু যা যত বেশি সূক্ষ্ম হবে তা' অধিক সফলতা নিয়ে আসে। বাণী থেকে সঙ্কল্প বেশি সূক্ষ্ম, নয় কি! সুতরাং আজ এরই আবশ্যিকতা। এই সঙ্কল্প শক্তি খুব সূক্ষ্ম। যেমন, ইঞ্জেকশন দ্বারা তারা রক্তে শক্তি ভরে দেয়, তাই না! এইভাবে

সকল ইঞ্জেকশনের মতো কাজ করে, সুতরাং তোমাদের সকল দ্বারা তাদের মনোবৃত্তিতে উদ্ভিত সকল শক্তিপূর্ণ হয়। এখন এই সেবা সর্বাধিক আবশ্যিক। আচ্ছা।

টিচারদের সাথে:- নিমিত্ত সেবাদারী হওয়ায় ভাগ্যপ্রাপ্তির অনুভব করো তোমরা ? সেবার নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ গোল্ডেন চান্স লাভ করা, কারণ নিজে থেকেই সেবাদারীর স্মরণ আর সেবা ব্যতীত কিছু থাকে না। যদি প্রকৃত সেবাদারী হও, তবে দিন রাত সেবায় বিজি হওয়ার কারণে তোমরা সহজেই উন্নতির অনুভব করো। মায়াজিত হওয়ার এটা এক্সট্রা লিস্ট। সুতরাং তোমরা নিমিত্ত সেবাদারীর যতটা সমুখগামী হতে চাও, ততটা সামনে এগিয়ে যেতে পারো। এটা বিশেষ বরদান। সুতরাং যে এক্সট্রা লিস্ট বা গোল্ডেন চান্স পেয়ে, তা' থেকে তোমরা লাভ করে নিয়েছ। সেবাদারীর স্বাভাবিকভাবেই সেবার মেওয়া খেতে থাকা আত্মা হয়ে ওঠে, কারণ এখনই তারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করে। তোমরা উত্তমরূপে সাহস বজায় রেখেছ। সাহস আছে এমন আত্মাদের প্রতি সদা বাপদাদার সহায়তার হাত থাকে। এই সহায়তার দ্বারা এগিয়ে যাচ্ছ আর ক্রমাগত এগোতে থাক। বাবার সাহচর্যের এই হাত সদাসর্বদার জন্য আশীর্বাদ হয়ে যায়। বাপদাদা সেবাদারীদের দেখে বিশেষ খুশি হন, কারণ বাবার মতন তোমরা কার্যে নিমিত্ত হয়েছ। সদা নিজেদের মতো টিচারদের বৃদ্ধি করতে থাক। সদা নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ নিজের মধ্যে ধারণ কর আর অন্যদেরও দেখাও। তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে নিজে থেকেই যেন সেবা হতে থাকে। সবসময় সেবায় নতুনত্বের কোনও প্ল্যান বানাতে থাক। এটা এমন প্ল্যান হতে হবে, যা বিহঙ্গ মার্গের সেবার বিশেষ সাধন হয়। এখন এমনই কোন চমৎকার করে দেখাও। যখন নিজেরা বিঘ্নরহিত এবং অনড়, তখন সেবাতে সহজে নতুনত্ব দেখাতেই পার। যতটা যোগযুক্ত হবে ততটাই নতুনত্ব টাচ হবে, এমনই করতে হবে তোমাদের, আর স্মরণের বল দ্বারা সফলতা অর্জন করতে পারবে। সুতরাং বিশেষ কোনও কার্য করে দেখাও।

পাটিদের সাথে:- ১) সমুদায় ভাঙারে সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মা, এইরকম অনুভব কর তোমরা ? কতো ভাঙার পেয়েছ, তা' জানো ? সেগুলো গুনতে পার ? সেই সমুদায় ভাঙার অবিনাশী, অগণিত। সুতরাং একেকটা ভাঙার স্মৃতিতে নিয়ে এসো। তোমাদের স্মৃতিতে এই ভাঙার থাকলে তোমরা খুশি হবে। যতোধিক এই ভাঙার তোমাদের স্মৃতিতে বজায় রাখবে ক্রমশঃ ততোধিক শক্তিশালী হবে এবং যেখানে শক্তি আছে সেখানে ব্যর্থ শেষ হয়ে যায়। ব্যর্থ সকল, ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ বোল সব বদলে যায়। এইরকম অনুভব কর তোমরা ? পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাই না ! এখন তোমরা নতুন জীবনে এসেছ। নতুন জীবন, নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ, প্রতিটা সেকেন্ড নতুন, প্রতি ক্ষণ নতুন। সুতরাং প্রত্যেক সকল নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ থাকা উচিত। কাল কি ছিল আর আজ কি হয়ে গেছে ! এখন পুরানো সকল, পুরানো সংস্কার থেকে যায়নি তো ! এমনকি সামান্যতমও না, অতএব সদা এই উদ্যমের সাথে এগিয়ে চলো। যখন সবকিছু পেয়ে গেছ, তখন তো পরিপূর্ণ হয়েই গেছ, নয় কি ! যে জিনিস পরিপূর্ণ তা' কখনো নড়বড়ে হয় না। সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ অনড় হওয়া। সুতরাং নিজের এই স্বরূপ সামনে রাখ - *আমি খুশির সম্পদে পরিপূর্ণ ভাঙার হয়ে গেছি।* যেখানে খুশি আছে, সেখানে সদাসর্বদার জন্য দুঃখ দূর হয়ে যায়। তুমি নিজে যতটা খুশি থাকবে, ততটা খুশির খবর অন্যকেও শোনাবে। সুতরাং খুশি থাক আর খুশির খবর শুনাতে থাক।

২) এটা অধ্যাত্ম বাগিচা, সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। আর তোমরা সবাই অধ্যাত্ম গোলাপ, তাই না ! যেমন, সব ফুলের মধ্যে সুগন্ধি গোলাপ শ্রেষ্ঠ গাওয়া হয়ে থাকে। সেই সব ফুল অল্পকালের সুগন্ধ দেয়। তোমরা কে ? অধ্যাত্ম গোলাপ অর্থাৎ যে অবিনাশী সুবাস দেয়, সদা আধ্যাত্মিকতার সুগন্ধ থাকে এবং অধ্যাত্ম সুগন্ধি বিতরণ করে। এইরকম তৈরি হয়েছ তোমরা ? সবাই অধ্যাত্ম গোলাপ হয়েছ নাকি অন্য কিছু ? আরও বিভিন্নরকম ফুল হয়, কিন্তু গোলাপ ফুলের যে ভ্যালু আছে তেমন অন্য ফুলের নেই। পরমাত্ম বাগিচার সদা প্রস্ফুটিত পুষ্প। কখনো সতেজতা হারায় না। মায়ার কারণে সকল ও কখনো সতেজতা হারিও না। মায়্যা আসে এর মানে নিস্তেজ হয়ে যাও। যদি মায়াজিত হও তবে সদা আত্মযুক্ত থাক। যেমন, বাবা অবিনাশী, সেইরকম বাচ্চারাও সদা অবিনাশী গোলাপ। পুরুষার্থও অবিনাশী, সুতরাং প্রাপ্তিও অবিনাশী।

৩) সদা নিজেকে সহযোগী অনুভব কর ? সহজ মনে হয় নাকি কঠিন ? বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার বাচ্চাদের অধিকার। সুতরাং অধিকার সদা সহজে লাভ হয়। যেমন লৌকিক বাবার থেকে বাচ্চাদের অধিকার সহজেই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তোমরাও অধিকারী। অধিকারী হওয়ার কারণে তোমরা সহজযোগী। পরিশ্রম করার আবশ্যিকতা নেই। বাবাকে স্মরণ করা কখনোই কঠিন হয় না। ইনি অসীম জগতের বাবা এবং অবিনাশী বাবা, সেইজন্য সদা সহজযোগী আত্মা। ভক্তি অর্থাৎ পরিশ্রম, জ্ঞান অর্থাৎ সহজ ফলের প্রাপ্তি। যতোধিক তোমরা স্নেহের সম্বন্ধে বাবাকে স্মরণ করবে, ততোধিক সহজে তোমরা অনুভব করবে। সদা নিজের এই বরদান স্মরণে রাখ, 'আমিই সহজযোগী। সুতরাং যেমন স্মৃতি হবে

সেইরকম স্থিতি নিজে থেকেই হয়ে যাবে। আচ্ছা।

বরদান:-

তোমাদের প্রতিটা কর্ম দৈবী চরিত্র রূপে গায়ন যোগ্য ক'রে মহান আত্মা ভব*

মহান আত্মা সেই, যার প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা কর্ম মহান। একটাও সঙ্কল্প সাধারণ বা ব্যর্থ হতে দিও না। কোনও কর্ম সাধারণ এবং অর্থহীন হতে দিও না। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্মই কর তা অর্থপূর্ণ হতে দাও। তোমাদের সময়ও যেন সদাসর্বদা উপযুক্তভাবে এই মহান কার্যে প্রযুক্ত হতে থাকে, তবেই তোমাদের সব কর্ম দিব্য চরিত্র হিসেবে গায়ন যোগ্য হবে। মহান আত্মাদেরই স্মরণিক প্রসন্ন মূর্তি, আকর্ষণ মূর্তি এবং অব্যক্ত মূর্তি রূপ হয়।

স্লোগান:-

মানের ইচ্ছে ত্যাগ করে যদি স্বমানে স্থিত হও, তবে মান ছায়ার মতো পিছনে আসবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্ব -উল্লতির জন্য রোজ পোতামেল (চাট) রাখো, সারাদিনে আচরণ কেমন ছিলো, নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো --যজ্ঞের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলাম কি ?"

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের প্রতি বাবার অনেক সম্মান থাকে ? সেই সম্মানের নিদর্শন কি ?

উত্তর:- যে বাচ্চারা বাবার প্রতি স্বচ্ছ, যজ্ঞের প্রতি নিষ্ঠাবান, যারা কিছুই লুকায় না, সেই বাচ্চাদের প্রতি বাবার অনেক সম্মান থাকে । আর এই সম্মান বা শ্রদ্ধা থাকার কারণে অনুপ্রেরণা দিয়েও উপরে ওঠাতে থাকেন । সেবাতেও পাঠিয়ে দেন । বাচ্চাদেরও সত্য শুনে শ্রীমৎ গ্রহণ করার বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন ।

গীত:- জলসামগ্রে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা -- পিপীলিকার পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা ----

ওম্ শান্তি । এখন এই গীত তো ভুল, কেননা তোমরা তো বহুপতঙ্গ নয় । আত্মাকে বাস্তবে বহুপতঙ্গ বলা হয় না । ভক্তরা অনেক নাম রেখে দিয়েছে । না জানার কারণে তারা বলেও থাকে --- এও নয় - এও নয়, আমরা জানি না, সবই নাস্তিক । তাও যে নাম মনে আসে তাই বলে দেয় । ব্রহ্ম, বহুপতঙ্গ, নুড়িপাথরেও পরমাত্মা আছে, বলে দেয়, কেননা ভক্তিমার্গে কেউই বাবাকে যথার্থ রীতিতে চিনতে পারে না । বাবাকে এসেই তাঁর নিজের পরিচয় দিতে হয় । শাস্ত্র ইত্যাদি কোথাও বাবার পরিচয় নেই, তাই ওদের নাস্তিক বলা হয় । বাবা এখন বাচ্চাদের তাঁর পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা -- এতে অনেক বুদ্ধির কাজ । এইসময় হলো পাথর বুদ্ধি । আত্মার মধ্যে বুদ্ধি থাকে । দেহের কর্মের দ্বারাই বোঝা যায় যে, আত্মার বুদ্ধি পরশ পাথর তুল্য নাকি পাথর তুল্য ? সবকিছুই আত্মার উপর নির্ভর করে । মানুষ তো বলে দেয়, আত্মাই পরমাত্মা । ও তো নির্লিপ্ত, তাই যা চাও তাই করতে থাকো । মানুষ হয়েও বাবাকে জানে না । বাবা বলেন যে, মায়া রাবণ সকলকেই পাথর বুদ্ধির করে দিয়েছে । দিনে -দিনে মানুষ অনেক বেশী তমোপ্রধান হয়ে যায় । মায়ার অনেক জোর, মানুষ সহজে সংশোধন করেই না । বাচ্চাদের বোঝানো হয়, রাতে সারাদিনের পোতামেল (চাট) লেখো --কি করেছে ? আমরা দেবতাদের মতো ভোজন করেছি কি ? চালচলন নিয়মমায়িক আছে তো, নাকি আনাড়ীদের মতো ? রোজ যদি নিজের পোতামেল না রাখো, তাহলে তোমাদের উল্লতি কখনোই হবে না । অনেককেই মায়া থাপ্পড় মারতে থাকে । তারা লেখে আজ আমাদের বুদ্ধিযোগ অমুকের নাম -রূপের দিকে গেছে, আজ এই পাপ কর্ম হয়েছে এমন সত্যি কথা কোটিতে কয়েকজনই লিখতে পারে । বাবা বলেন, আমি যা বা যেমন, আমাকে সম্পূর্ণ কেউই জানে না । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে যদি স্মরণ করে তাহলে হয়তো কিছু বুদ্ধিতে বসতে পারে । বাবা বলেন, খুব ভালো ভালো বাচ্চা, জ্ঞান খুব ভালো শোনায় কিন্তু যোগ কিছুই করে না । বাবার পুরো পরিচয় নেই, নিজে বুঝতে পারে না তাই কাউকে বোঝাতেও পারে না । সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ মাত্র রচয়িতা আর রচনাকে সম্পূর্ণ জানেই না, তাহলে মনে করো কিছুই জানে না । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । আবারও তা হবে । পাঁচ হাজার বছর পরে আবারও এই সময় আসবে, আমাকে এসে আবার বোঝাতে হবে রাজস্ব নেওয়া তো কম কথা নয় । এতে অনেক পরিশ্রম । মায়া খুব জোরে আঘাত করে, খুব বড় যুদ্ধ চলে । যেমন বক্সিং হয়, তাই না । যারা খুব হুঁশিয়ার, তাদেরই বক্সিংয়ের যুদ্ধ হয় একে অপরকে তো বেঁহঁশ করে দেয়, তাই না । ওরা বলে, বাবা মায়ার অনেক ঝড় আসে, এই হয় । তাও খুব অল্পই সত্য লেখে । অনেকেই আছে যারা লুকিয়ে রাখে । তারা বুঝতেই পারে না যে, বাবাকে কিভাবে সত্যি কথা শোনাবে ? কি শ্রীমৎ নিতে হবে ? এ বর্ণনা করতে পারে না । বাবা জানেন যে, মায়া অতি প্রবল । তাই সত্য বলতে ওদের লজ্জা হয়, ওদের কর্ম এমন হয়ে যায় যে, বলতে লজ্জা লাগে । বাবা তো অনেক সম্মান দিয়ে উপরে তুলে ধরেন । তিনি বলেন, এ খুবই ভালো, একে অলরাউন্ডার সেবাতে পাঠাবো । ব্যস, দেহ অহংকার এলে, মায়ার থাপ্পড় খেলেই, নেমে যায় । বাবা তো উপরে তুলে ধরার জন্য প্রশংসাও করেন । তিনি বলেন, আমি তোমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে তুলে ধরবো । তোমরা তো খুবই ভালো । স্থূল সেবাতেও তোমরা ভালো । বাবা তোমাদের যথার্থ রীতিতে বলেন যে, এই লক্ষ্য খুবই ভারী । দেহ আর দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করা --এই পুরুষার্থ করাই হলো বুদ্ধির কাজ । এখানে সকলেই পুরুষার্থী । কতো বড় রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে । বাবার যেমন সব সন্তান, তেমনই তারা ছাত্রও আবার অনুসরণকারীও । ইনি হলেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার বাবা । সকলেই ওই একজনকেই ডাকতে থাকে । তিনি এসেই বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন । তবুও এতো সম্মান করেই না । বড় বড় ব্যক্তি যখন আসে তখন মানুষ কতো সম্মান করে তাদের দেখাশোনা করে । কতো আড়ম্বরে পরিপূর্ণ থাকে । এই সময় সকলেই তো পতিত, কিন্তু নিজেকে কেউই পতিত মনে করে না । মায়া সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির বানিয়ে দিয়েছে । তারা বলে দেয়, সত্যযুগের আয়ু এতো লম্বা, তো বলেন, সবাই ১০০ শতাংশ অবুঝ হয়ে গেছে । তারা মানুষ হয়ে

কি কি কাজ করে। পাঁচ হাজার বছরের কথাকে লাখ বছরের বলে দেয়। এও বাবা এসেই বোঝান যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এনারা দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তাই এনাদের দেবতা, আর আসুরী গুণ সম্পন্নদের অসুর বলা হয়। অসুর আর দেবতার মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। কতো মহামারী, ঝগড়া লেগে রয়েছে। আর প্রস্তুতিও হতে থাকে। এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। আর এইজন্য এইসব আয়োজনের তো প্রয়োজন, তাই না। এই যে এতো বোম্ব তৈরী হয়েছে, এর প্রস্তুতি তো বন্ধ করাই যাবে না। অল্পসময়ের মধ্যে সকলের কাছে অনেক হয়ে যাবে, কেননা বিনাশ তো দ্রুত হওয়া চাই, তাই না। তখন এই হাস্পিটাল ইত্যাদি থাকবেই না কেউ জানতেই পারবে না। এ কোনো মাসির ঘরে যাওয়ার মতো সহজ নয়। বিনাশ-সাক্ষাৎকার কোনো পাই-পয়সার কথাই নয়। তোমরা এই সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আগুন লেগেছে দেখতে পাবে। এমন সাক্ষাৎকার হয়--চারিদিকে আগুনই আগুন লেগে আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হতে হবে। এ কতো বড় দুনিয়া। আকাশ তো আর জ্বলবে না। এর ভিতরে যা কিছুই আছে সবার বিনাশ হতে হবে। সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ। এখানে কতো সংখ্যক মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, কতো সামগ্রী। এও বাম্বাদের বুদ্ধিতে খুবই মুশকিলের সঙ্গে বসে। চিন্তা করে দেখো, এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, তাই না। তখন কতো অল্প মানুষ ছিলো। এখন কতো বেশী। এখন হলো কলিযুগ, এর অবশ্যই বিনাশ হতে হবে।

বাবা এখন আত্মাদের বলেন, তোমরা একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো। এও বুদ্ধির দ্বারা বুঝেই স্মরণ করতে হবে। এমন তো অনেকেই শিব-শিব করতে থাকে। ছোটো বাম্বারাও বলে দেয় কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কিছুই বুঝতে পারে না। অনুভবের দ্বারা বলে না যে, ও হলো বিন্দু। আমিও এমনই ছোটো বিন্দু। এমনভাবে বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে। প্রথমে তো--আমি আত্মা, এই কথা দৃঢ় করো, তারপর বাবার পরিচয় বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে ধারণ করো। অন্তর্মুখী বাম্বারাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, আমরা আত্মারা হলাম বিন্দু। আমরা আত্মারা এখনই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে ৮৫ জনের পাঁচ কিভাবে ভরা আছে, এরপর কিভাবে আত্মারা সতোপ্রধান হয়। এইসব কথা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়ে বোঝার মতো। এতেই সময় লাগে। বাম্বারা জানে যে, এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাবো। বুদ্ধিতে এ কথা দৃঢ় হওয়া চাই যে, আমরা আত্মা। দেহভাব কম থাকলেই তখন ব্যবহারে পরিবর্তন আসবে। তা না হলে চালচলন একদমই খারাপ হয়ে যায়, কেননা শরীর থেকে পৃথক তো হয়ই না। দেহভাবে এসে কিছু না কিছু করে দেয়। এই যজ্ঞে তো অনেক সততার প্রয়োজন। এখন তো অনেকই টিলেমি আছে। অনেকের খাওয়াদাওয়া, পরিবেশ কিছুই পরিবর্তন হয় নি। এখনো তো অনেক সময়ের প্রয়োজন। সেবাপরায়ণ বাম্বাদেরই বাবা স্মরণ করেন, পদও তারাই পেতে পারবে। অল্পেতেই নিজেকে খুশী করে নেওয়া, সে তো চানা খাওয়ার মতো হয়ে গেলো। এতে অনেক অন্তর্মুখতার প্রয়োজন। বোঝানোর জন্যও যুক্তি চাই। প্রদর্শনীতে কেউ সেভাবে বুঝতেই পারে না। তারা কেবল বলে দেয়, তোমাদের কথা ঠিক। এও নম্বরের ক্রমানুসারে। তোমাদের এমন বিশ্বাস আছে যে, তোমরা বাবার বাম্বা হয়ে গেছো, বাবার কাছ থেকেই তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও। বাবার সম্পূর্ণ সেবা করাই হলো আমাদের একমাত্র কাজ। তাহলেই সম্পূর্ণ দিন বিচার সাগর মন্ডন হতে থাকবে। এই বাবাও তো বিচার সাগর মন্ডন করেন, তাই না। নাহলে এই পদ তিনি কিভাবে পাবেন! এই দুজনেই বাম্বাদের একসঙ্গে বোঝান। দুটো ইঞ্জিন মিলিত হয়েছে, কেননা চড়াই অনেক বড়, তাই না। পাহাড়ে চড়তে গেলে গাড়িতে দুটো ইঞ্জিন লাগানো হয়। কখনো কখনো চলতে চলতে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলে তাকে টানতে টানতে নীচে নামিয়ে আনা হয়। আমাদের বাম্বাদেরও এমনই। চড়তে-চড়তে, পরিশ্রম করতে করতে আর উচ্চতায় চড়তে পারে না। মায়ার গ্রহণ বা তুফান লাগে, তখন একদম চূর্ণ হয়ে নীচে পড়ে যায়। অল্প কিছু সেবা করলেই অহংকার এসে যায়, তখনই নীচে নেমে যায়। মনেও করে না যে, বাবা আছেন, সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন। যদি এমন কিছু করি তাহলে আমাদের অনেক বেশী দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই শাস্তির বাইরে থাকলে তো খুবই ভালো। বাবার হয়ে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করা, এ কোনো মাসির বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয়। বাবার হয়ে এমন কিছু যদি করে তাহলে বদনাম করে দেয়। তখন অনেক দোষ হয়ে যায়। উত্তরাধিকারী হওয়া মাসির বাড়ী যাওয়ার মতো সহজই না। প্রজাতেও এমন এতো বিত্তবান প্রজা হয় যে, সেকথা আর জিজ্ঞেস করো না। অজ্ঞানকালে কেউ ভালো হয়, কেউ আবার যেমন তেমন। নাবালক বাম্বাদের তো বলে দেবে, আমাদের সামনে থেকে সরে যাও। এখানে তো এক-দুজন বাম্বার কথা নয়। এখানে মায়া খুবই জোরদার। এখানে বাম্বাদের খুবই অন্তর্মুখী থাকতে হবে, তখনই তোমরা কাউকে বোঝাতে পারবে। তোমাদের কাছে সবাই তখন বলিহারি যাবে, তারপর তারা অনেক অনুতাপ করবে---আমরা বাবাকে এতো গালি দিয়ে এসেছি। যারা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে বা নিজেদের ঈশ্বর বলে, তাদের সাজা কি কম? এমনি তো উদ্ধার হবেই না। তাদের জন্য আরো সমস্যা। সময় যখন আসবে, বাবা এদের থেকে সমস্ত হিসাব নেবেন। অন্তিম সময় সকলেরই হিসেব

-নিকেশ তো শোধ হয়, তাই না, এতে অনেক বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন।

মানুষকে তো দেখো, কাকে কাকে শান্তির জন্য প্রাইজ দিতে থাকে। আর বাস্তবে তো একজনই শান্তি স্থাপন করেন। বাচ্চাদের লিখে দেওয়া উচিত --এই দুনিয়াতে পবিত্রতা-শান্তি এবং সমৃদ্ধি ভগবানের শ্রীমতেই স্থাপন হচ্ছে। এই শ্রীমৎ তো বিখ্যাত। মানুষ তো শ্রীমৎ ভাগবত গীতা শাস্ত্রকে কতো সম্মান করে। কেউ কারোর শাস্ত্র মন্দিরের নামে কোনোকিছু বললো, তখনই কতো লড়াই শুরু করে দেয়। তোমরা এখন জানো যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। এরা মন্দির - মসজিদকে জ্বালিয়ে দেবে। এই সব হওয়ার পূর্বে তোমাদের পবিত্র হতে হবে। তোমাদের এই উদ্বিগ্নতা থাকা উচিত। ঘরবাড়িও তোমাদেরই দেখাশোনা করতে হবে। এখানে তো অনেকেই আসে। এখানে তো ছাগলের মতো রাখা হবে না, তাই না, কেননা এ তো অমূল্য জীবন, এই জীবনকে তো খুবই সাবধানের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। এখানে বাচ্চাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা, এও বন্ধ করতে হবে। এতো বাচ্চাদের কিভাবে বসে সামলানো যাবে। বাচ্চারা ছুটি পেলে তোমরা মনে করো, আর কোথায় যাবো, চলো মধুবনে বাবার কাছে যাই। এ তো তাহলে ধর্মশালা হয়ে যাবে। তাহলে এ ইউনিভার্সিটি কিভাবে হলো? বাবা এখন সব দেখছেন, কখন তিনি নির্দেশ দিয়ে দেবেন -- বাচ্চাদের যেন কেউ সঙ্গে করে নিয়ে না আসে। এই বন্ধনও তোমাদের কম হয়ে যাবে। মায়েদের উপর বাবার দয়ার অনুভব হয়। বাচ্চারা এও জানে যে, শিববাবা হলেন গুপ্ত। কারোর কারোর তো এনার প্রতি সম্মানও থাকে না। তারা মনে করে, আমাদের তো সমস্ত সম্পর্ক শিববাবার সঙ্গে। তারা এটুকুও বুঝতে পারে না যে --শিববাবাই তো এনার দ্বারা বোঝান, তাই না। মায়া নাক ধরে উল্টো কাজ করায়, তাই ছাড়তেই পারে না। রাজধানীতে তো সবাইকেই চাই, তাই না। এইসব ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার হবে। শাস্ত্রিও সাক্ষাৎকার হবে। পূর্বেও বাচ্চাদের এইসব সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাও কেউ কেউ পাপ কাজ ছাড়তেই পারে না। কোনো কোনো বাচ্চা এমন গিঁট বেঁধে রেখেছে যে, আমাদের তো থার্ড ক্লাসই হতে হবে, তাই তারা পাপ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। তারা আরো ভালোভাবে নিজেদের সাজার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের বোঝাতে তো হয়, তাই না, যে এই গিঁট বেঁধে রেখে না, কিন্তু তাদের তো থার্ড ক্লাসই হতে হবে। এখনই এই গিঁট বেঁধে নাও যে, আমাদের তো এমন লক্ষ্মী -নারায়ণ হতেই হবে। কেউ তো খুব ভালোভাবে গিঁট বাঁধে, চার্ট লেখে --অাজকের দিনে আমরা কোনোকিছু করি তো নি। এমন চার্টও অনেকেই রাখতো, তারা আজ আর নেই। মায়া প্রচুর আছাড় মারে। অর্ধেক কল্প আমি তোমাদের সুখদান করি আর অর্ধেক কল্প মায়া তোমাদের দুঃখ দান করে। আচ্ছা।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ -সুমন সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তর্মুখী হয়ে দেহ ভাব থেকে উর্ধ্বে থাকার অভ্যাস করতে হবে, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ সংশোধন করতে হবে, কেবল নিজেকে খুশী করে অমনোযোগী হবে না।

২) উত্তরণ হলো অনেক উচ্চ, তাই অনেক সাবধান হয়ে চলতে হবে। যে কোনো কর্ম খুব সাবধানের সঙ্গে করতে হবে। অহংকারে এসো না। উল্টো কর্ম করে সাজা তৈরী করো না। এই গিঁট বাঁধতে হবে যে, আমাকে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো তৈরী হতেই হবে।

বরদান:- কর্মভোগ রূপী পরিস্থিতির আকর্ষণকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ নষ্টমোহা ভব*
এখনো পর্যন্ত প্রকৃতির দ্বারা তৈরী পরিস্থিতির অবস্থা কোনো না কোনোভাবে আকর্ষণ করে। সবথেকে বেশী নিজের দেহের হিসেব -নিকেশ, বাকি থাকা কর্মভোগের রূপে আগত পরিস্থিতি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে --- এই আকর্ষণও যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন বলা হবে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ। কোনো দেহের বা দেহের দুনিয়ার পরিস্থিতি স্থিতিকে যেন হেলিয়ে দিতে না পারে -- এটাই হলো সম্পূর্ণ স্টেজ। এমন স্টেজে যখন পৌঁছে যাবে, তখনই সেকেন্ডে মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে সহজেই স্থিত হতে পারবে।

স্লোগান:- পবিত্রতার ব্রত হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ সত্যনারায়ণের ব্রত, এতেই অতীন্দ্রিয় সুখ নিহিত আছে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই এই দুনিয়ার থেকে আসক্তি মিটিয়ে ফেলো, ঘরকে এবং নতুন রাজ্যকে স্মরণ করো"

প্রশ্নঃ - দানের মহত্ব(মহিমা) কখন বজায় থাকে ? তার রিটার্ন কোন্ বাচ্চারা প্রাপ্ত করে ?

উত্তরঃ - দানের মহত্ব তখনই থাকে, যখন দান করে দেওয়া জিনিসের প্রতি মোহ থাকে না। দান দিয়ে যদি পুনরায় তা স্মরণে আসে তবে তার রিটার্ন ফল প্রাপ্ত করতে পারবে না। দান দেওয়াই হয় পরজন্মের জন্য তাই এই জন্মে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তার থেকে মোহমুক্ত হয়ে যাও। ট্রাস্টী হয়ে রক্ষা বা দেখাশোনা করো। এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় সেবায় যা কিছুই দাও, হাসপাতাল বা কলেজ খোলো তাতে অনেকের কল্যাণ হয়, তার পরিবর্তে ২১ জন্মের জন্য (ফল) প্রাপ্ত হয়।

ওম শান্তি । বাচ্চাদের কি নিজেদের ঘর এবং নিজেদের রাজধানী স্মরণে রয়েছে ? এখানে যখন বসো তখন বাইরের ঘর-দুয়ার, কাজ-কর্ম ইত্যাদির চিন্তা আসা উচিত নয়। ব্যস, শুধু নিজের ঘরই(শান্তিধাম) স্মরণে আসবে। এখন এই পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় ফেরত যেতে হবে, এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। আগুনে সবকিছু স্বাহা হয়ে যাবে। যাকিছু এই চোখে দেখছো, মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি এই সবকিছুই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান বাবা আত্মাদের বোঝান। বাচ্চারা, এখন তোমাদের নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এ হলোই ৫ হাজার বছরের চক্র। জগৎ তো রয়েছেই(অপরিবর্তিত), কিন্তু তার আবর্তন করতে ৫ হাজার বছর লেগে যায়। যেসকল আত্মারা রয়েছে, তারা সকলেই ফিরে চলে যাবে। এই পুরানো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা কথা বাবা অত্যন্ত ভালভাবে বোঝান। কেউ-কেউ এমন দুর্ভাগ্য হয় যে শুধু-শুধুই নিজেদের সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে। ভক্তিমার্গেও তো দান-পুণ্য করে, তাই না! কেউ ধর্মশালা তৈরী করে, কেউ হাসপাতাল তৈরী করে, তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, এর ফল পরজন্মে পাবো। কোনো আশা বা ইচ্ছা ব্যতীত, অনাসক্ত হয়ে কেউ করে -- এমন হয় না। অনেকেই বলে, ফলের ইচ্ছা আমরা রাখি না। কিন্তু না, ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। মনে করো, কারোর কাছে পয়সা আছে তারথেকে সে কিছু দান করে দিলো, তখন এটা তার বুদ্ধিতে থাকে যে এর ফল আমি পরজন্মে পাবো। যদি মোহ থাকে, এই জিনিস আমার এমন মনে করলে তবে ওখানে (পরজন্মে) আর পাবে না। দান দেওয়াই হয় পরজন্মের জন্য। যখন দ্বিতীয় জন্ম হয় তখন এই জন্মে মোহ কেন রাখো ? এইজন্য ট্রাস্টী করা হয় যাতে মোহ(মমত্ব) কেটে যায়। যদি কেউ ভাল ধনী ব্যক্তির ঘরে জন্ম নেয় তখন বলা হয় যে, সে ভাল কর্ম করেছে। কেউ রাজা-রানীর ঘরে জন্ম নেয়, কারণ দান-পুণ্য করেছে কিন্তু সেটা হলো অল্পসময়ের অর্থাৎ এক জন্মের কথা। এখন তোমরা এই পড়াশোনা করছো। তোমরা জানো যে, এই পড়ার মাধ্যমেই আমাদের এমন হতে হবে, তাই দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। এখানে যে দান করো তার দ্বারাই আধ্যাত্মিক ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল খোলা হয়। দান করে আবার তার থেকে মমত্ব মিটিয়ে ফেলা উচিত কারণ তোমরা জানো যে, আমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত করি। বাবা ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈরী করেন, এ হলো অস্থায়ী। তা নাহলে এতসব বাচ্চা কোথায় থাকবে ? সকলে দান করে শিববাবাকে। তিনি হলেন ধনী। তিনি এঁনার দ্বারাই এসব করান। শিববাবা রাজত্ব করেন না। স্বয়ং-ই হলেন দাতা। ওঁনার মোহ কিসের মধ্যে থাকবে ? বাবা এখন শ্রীমত দেন যে, মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগে তোমরা কাকে দিতে, তখন মৃত্যুর কোনো কথা ছিল না। এখন বাবা যখন এসেছেন তখন পুরানো দুনিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন, আমি এসেছিই এই পতিত দুনিয়াকে সমাপ্ত করতে। এই রুদ্র যজ্ঞতে সমগ্র পুরানো দুনিয়া স্বাহা(অর্পিত) হবে। তোমরা নিজেদের জন্য যে ভবিষ্যত তৈরী করো, তা নতুন দুনিয়ায় পাবে। তা নাহলে এখানেই সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেউ না কেউ খেয়ে যাবে। এখন মানুষ ধারেও(ঋণ) দেয়। বিনাশ হলে সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেউ কাউকে কিছু দেবে না। সবকিছুই রয়ে যাবে। আজ ভালো তো কাল দেউলিয়া হয়ে যায়। কেউই কোনো টাকাপয়সা পাবে না। কাউকে (পয়সা) দিয়েছো, সে মারা গেলে তখন কে বসে রিটার্ন করবে। তাহলে কি করা উচিত ? ভারতের ২১ জন্মের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আর নিজেদের ২১ জন্মের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এতে ব্যবহার করে দেওয়া উচিত। তোমরা নিজেদের জন্যই করছো। তোমরা জানো যে, শ্রীমতের দ্বারাই আমরা উচ্চপদ লাভ করি, যার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য সুখ-শান্তি লাভ হবে। একেই বলে অবিনাশী বাবার আধ্যাত্মিক হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটি, যেখানে স্বাস্থ্য(হেল্থ), সম্পদ(ওয়েল্থ) আর সুখ(হ্যাপিনেস) পাওয়া যায়। কারোর স্বাস্থ্য আছে, সম্পদ নেই তাহলে সুখও থাকতে পারে না। দুটোই থাকলে তখন সুখীও থাকে। বাবা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের দুটোই দেন। তা ২১ জন্মের জন্য জমা করতে হবে। বাচ্চাদের কাজ হলো যুক্তি

রচনা করা। বাবা আসার জন্য গরীব বাচ্চাদের ভাগ্য খুলে যায়। বাবাই হলেন গরীবের ত্রাতা (গরীব-নিওয়াজ)। ধনীদেব ভাগ্যে এমন বিষয় নেই। এইসময় ভারত সর্বাধিকার গরীব। যে ধনী ছিল সেই গরীব হয়ে গেছে। এইসময় সকলেই পাপাত্মা। যেখানে পূণ্যাত্মা থাকে সেখানে একটিও পাপাত্মা থাকে না। ওটা হলো সত্যযুগ সত্যপ্রধান, এটা হলো কলিযুগ তমোপ্রধান। এখন তোমরা সত্যপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। বাচ্চারা, বাবা যখন তোমাদের স্মরণ করান তখন তোমরা জানতে পারো যে, বরাবর আমরাই স্বর্গবাসী ছিলাম। পুনরায় আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এছাড়া ৮৪ লক্ষ যোনি, এ তো গল্পকথা। এত জন্ম পশু-যোনিতে থাকে কী ? এটা কি তোমাদের অন্তিম মনুষ্য-জন্ম ? এখন কি ফিরে যাবে ?

এখন বাবা বোঝান যে, মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ৪০-৫০ হাজার বছর আর নেই। মানুষ সম্পূর্ণ ঘন অন্ধকারে রয়েছে, তাই বলা হয় প্রসূরবুদ্ধি। এখন তোমরা প্রসূরবুদ্ধিসম্পন্ন থেকে পরশবুদ্ধিসম্পন্ন (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) হচ্ছে। এই কথা কোনো সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা বোঝাতে পারে কি, না পারে না। এখন বাবা তোমাদের স্মরণ করান যে, ফিরে যেতে হবে। যতখানি সম্ভব নিজেদের ব্যাগ-ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দাও। বাবা এইসব নিয়ে নাও, আমরা সত্যযুগে ২১ জন্মের জন্য পেয়ে যাবো। এই বাবাও(ব্রহ্মা) অনেক দান-পুণ্য করতেন। ঔনার খুব শখ ছিল। ব্যবসায়ীরা দানার্থে দু-পয়সা বের করে। বাবা এক আনা বের করতো। কেউ এলে যেন দরজা থেকেই খালি (হাতে) ফেরত না যায়। এখন ভগবান সম্মুখে এসেছেন, একথা কারোরই জানা নেই। মানুষ দান-পুণ্য করতে-করতে মারা যাবে তখন কোথায় পাবে ? পবিত্র তো হয় না, বাবার সঙ্গে প্রীত রাখে না। বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন যে, যাদব আর কৌরবদের হলো বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধি। পান্ডবদের হলো বিনাশকালে প্রীত-বুদ্ধি। ইউরোপবাসীরা সকলেই যাদব, যারা মুসল(মিসাইল) ইত্যাদি বের করতে থাকে। শাস্ত্রতে তো কি-কি কথা লিখে দিয়েছে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে অসংখ্য শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। এখানে প্রেরণা ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। প্রেরণার অর্থ বিচার। এছাড়া বাবা কি প্রেরণার মাধ্যমে পড়ায়, না তা পড়ায় না। বাবা বোঝান, ইনিও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। অত্যন্ত খ্যাতনামা ছিলেন। সকলেই সম্মান করতো। বাবা প্রবেশ করেন আর ইনি গালি খেতে শুরু করেন। শিববাবাকে জানে না, না তাকে গালি দিতে পারে। গালি ইনি(ব্রহ্মা) খান। কৃষ্ণ তো বলে তাই না -- আমি মাখন খাই নি। ইনিও বলেন যে, কাজ তো সবকিছু বাবা করে, আমি কিছুই করি না। জাদুকর তো তিনি, আমি কি জাদুকর, না তা নয়। শুধু-শুধুই ঐনাকে গালি দিয়ে দেয়। আমি কাউকে তাড়িয়ে দিয়েছি কী ? কাউকে বলিনি যে, তুমি পালিয়ে চলে এসো। আমি তো ওখানেই ছিলাম, এরা নিজেরাই পালিয়ে এসেছে। শুধু-শুধুই দোষ দিয়েছে। কত গালি খেয়েছে। কি-কি কথা শাস্ত্রতে লিখেছে। বাবা বোঝান, এ আবারও ঘটবে। এসব হলো জ্ঞানের কথা। কোনো মানুষ কি এমন করতে পারে, না পারে না। তাও সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজস্ব কত মায়েরা, বোনেরা এসেছে এবং রয়ে গেছে। এব্যাপারে কেউ কিছুই করতে পারবে না। কারোর আত্মীয়-পরিজন আসলে একদম বিতাড়িত করে দেওয়া হতো। বাবা বলতেন, অবশ্যই এদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যাও। আমি কী নিষেধ করি, না করি না কিন্তু কারোর সাহস ছিল না। বাবারও শক্তি ছিল, তাই না! এ নতুন কিছুই নয়। এসব আবারও হবে। গালিও খেতে হবে। দ্রৌপদীর কথা রয়েছে। এরা সকলেই দ্রৌপদী আর দুঃশাসন, এ একজনের কথা ছিল না। শাস্ত্রতে মিথ্যা কথা(গালগল্প) কে লিখেছে ? বাবা বলেন, এই ভূমিকাও ড্রামায় রয়েছে। আত্মার জ্ঞানই কারোর মধ্যে নেই, সম্পূর্ণ দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছে। দেহী-অভিমানী হতে পরিশ্রম লাগে। রাবণ সম্পূর্ণ উল্টো করে দিয়েছে। বাবা এখন সঠিক করছেন।

দেহী-অভিমানী হলে স্বতঃ-ই স্মৃতিতে থাকে যে, আমরা আত্মা, এই দেহ হলো বাজনা, বাজানোর অর্থাৎ ভূমিকা পালনের জন্য। এই স্মৃতিও যদি থাকে তাহলেও দৈবী-গুণ আসতে-যেতে থাকে। তোমরা কাউকে দুঃখ দিতে পারো না। ভারতেই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। যদি কেউ লক্ষ-লক্ষ বছর বলে তাহলে তারা গভীর অন্ধকারে রয়েছে। ড্রামানুসারে যখন সময় সম্পূর্ণ হয়েছে তখন বাবা পুনরায় এসেছেন। এখন বাবা বলেন, আমার শ্রীমতানুসারে চলো। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্তরে আবার যদি কিছু আশা থাকে, তা রয়ে যাবে। মরতে তো অবশ্যই হবে। এ সেই মহাভারতের লড়াই। যত নিজের কল্যাণ করতে পারবে ততই ভাল। তা নাহলে তোমরা খালি হাতে যাবে। সমগ্র দুনিয়া খালি হাতেই যাবে। বাচ্চারা, শুধু তোমরাই ভরা-হাত অর্থাৎ ধনশালী হয়ে যাও। এটা বোঝার জন্য বিশালবুদ্ধির প্রয়োজন। কত ধর্মের মানুষ আছে। প্রত্যেকেই নিজ ভূমিকা পালন করে। একের ভূমিকা অন্যের সঙ্গে মেলে না। সকলেরই নিজ-নিজ ফীচার্স অর্থাৎ মুখাবয়ব রয়েছে, কত রকমের ফীচার্স, এ সবই ড্রামায় নির্ধারিত। বিস্ময়কর কথা, তাই না! এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমরা অর্থাৎ আত্মারা ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করি, আমরা অর্থাৎ আত্মারা এই ড্রামার অ্যাক্টর, এর থেকে আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না, মোক্ষ কেউ পেতে পারে না। তাই চেষ্টা করাও বৃথা। ড্রামার থেকে কেউ বেরিয়ে যাবে, বা অন্য কেউ যুক্ত হয়ে যাবে -- এমন হতে পারে না। এত-এত জ্ঞান সকলের বুদ্ধিতে থাকতে পারে না। সারাদিন এমনভাবে জ্ঞানের রোমন্থন করতে হবে। একমুহূর্ত-আধামুহূর্ত একে (জ্ঞান) স্মরণ করো আর

এর বৃদ্ধি করতে থাকো। ৮ ঘন্টা অবশ্যই স্কুল সার্ভিস করো, আরামও করো, আর এই আধ্যাত্মিক গভর্নমেন্টের সার্ভিসেও সময় দাও। তোমরা আসলে নিজেদের সেবাই করছো, এটাই হলো মুখ্যকথা। স্মরণের যাত্রায় থাকো। এছাড়া জ্ঞানের মাধ্যমেই উচ্চপদ পেতে হবে। নিজেদের স্মরণের সম্পূর্ণ চার্ট রাখো। জ্ঞান তো সহজ। বাবার বুদ্ধিতেও রয়েছে যে, আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, এর আদি-মধ্য-অন্তকে জানি। আমরাও বাবার সন্তান। বাবা একথা বুঝিয়েছেন যে, কীভাবে এই চক্র আবর্তিত হয়। ওই(স্কুল) উপার্জনের জন্যও তো তোমরা ৮-১০ ঘন্টা দাও, তাই না! ভাল গ্রাহক পেয়ে গেলে রাতেও কখনো হাই ওঠে না। হাই তুললে বোঝা যায় যে, এ ক্লান্ত। বুদ্ধি বাইরে কোথাও বিচরণ করছে। সেন্টারেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যে বাচ্চারা অন্যদের চিন্তন করে না, নিজেদের পড়ায় মগ্ন থাকে তাদের উল্লসিত সর্বাঙ্গ হতে থাকবে। অন্যদের চিন্তা করে তোমরা নিজেদের পদ ব্রষ্ট করো না। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল ন....কেউ ভালভাবে না বললে তা এক কান দিয়ে শুনে অন্যদিক দিয়ে বের করে দাও। সদা নিজেকে দেখতে হবে, না কি অন্যদের। নিজেদের পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। অনেকেই এমন রয়েছে যারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। আসা বন্ধ করে দেয়, পুনরায় আসতে থাকে। না আসলে যাবে কোথায় ? স্কুল তো একটাই। নিজেদের পায়ে কুড়োল মারা উচিত নয়। নিজেদের পড়ায় মগ্ন থাকো। অত্যন্ত খুশিতে থাকো। ভগবান পড়ায়, আর কি চাই। ঈশ্বর আমাদের বাবা, শিক্ষক, সন্ধুর, ওঁনার সঙ্গেই বুদ্ধির যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়। তিনি হলেন সমগ্র দুনিয়ার নব্ব্বরওয়ান প্রিয়তম, যিনি তোমাদের নব্ব্বরওয়ান বিশ্বের মালিক বানান।

বাবা বলেন, তোমাদের আত্মা অত্যন্ত অপবিত্র, উড়তে পারে না। পাখনা কেটে গেছে। রাবণ সকল আত্মাদের পাখনা কেটে দিয়েছে। শিববাবা বলেন, আমি ছাড়া আর কেউ পবিত্র করতে পারে না। সব অভিনেতারাই এখন এখানে, বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, ফিরে কেউই যায় না। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

*১) নিজের চিন্তন আর পড়ায় মগ্ন থাকতে হবে। অন্যদের দেখবে না। যদি কেউ ভালভাবে কথা না বলে তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য দিক দিয়ে বের করে দিতে হবে। অসন্তুষ্ট হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

২) জীবিত থাকতেই সবকিছু দান করে স্বয়ং মোহমুক্ত হয়ে যেতে হবে। ট্রাস্টী হয়ে সবকিছু উইল করে দিয়ে হাঙ্কা থাকতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে সমস্ত দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে।

বরদানঃ নিজের মূল সংস্কারের পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনকারী উদাহরণ-স্বরূপ ভব*

ব্যখ্যা :- প্রত্যেকের মধ্যেই নিজের যে মূল সংস্কার রয়েছে, যাকে নেচার বা স্বভাব বলা হয়, যা সময় বিশেষে এগিয়ে যেতে বাঁধা প্রদান করে, সেই মূল সংস্কারের পরিবর্তনকারী উদাহরণ-স্বরূপ হও তবেই সম্পূর্ণ বিশ্ব পরিবর্তন হবে। এখন এমন পরিবর্তন করো যাতে কেউ এমন বর্ণনা না করে যে এর এই সংস্কার তো শুরু থেকেই রয়েছে। যখন শতকরায় পুরানো সংস্কারের সামান্যতম অংশও দেখা যায় না, তার বর্ণনা হয় না তখন বলা হবে যে, সে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের উদাহরণ স্বরূপ।

স্লোগানঃ এখন প্রচেষ্টার সময় হয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাই মনের(হৃদয়ের) প্রতিজ্ঞার দ্বারা জীবনকে পরিবর্তন করো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল হল একেবারেই অন্যতম, তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে নলেজফুল, তোমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অজ্ঞানকে(অজ্ঞানতাকে) জানো"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, কোন্ সহজ পুরুষার্থ দ্বারা তোমাদের মন সব বিষয় থেকে দূর হতে থাকবে?

উত্তর:- শুধুমাত্র রুহানী বা আত্মিক কার্যে ব্যস্ত হও, যত এই আত্মিক সেবা করবে ততই অন্য সব বিষয় থেকে মন স্বতঃতই দূর হতে থাকবে। রাজস্ব প্রাপ্তির পুরুষার্থে ব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) সার্ভিস করাকালীন যে রচনা করেছে, তার রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে।

*গীত:- যে প্রিয়তমের সাথে আছে.....

ওম্ শান্তি। প্রিয়তম বলা হয় শিববাবাকে। এখন বাবার সামনে তো বাচ্চারা বসে আছে। বাচ্চারা জানে আমরা কোনো সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদির সামনে বসে নেই। তিনি হলেন পিতা জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। বলা হয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অজ্ঞান। বিজ্ঞান অর্থাৎ দেহী-অভিমানী হওয়া, স্মরণের যাত্রায় থাকা এবং জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টি চক্রের বিষয়ে জানা। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অজ্ঞান - এর অর্থ মানুষ একেবারেই জানে না। এখন তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। তোমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল হল অন্যতম, এই বিষয়ে কেউ জানে না। শাস্ত্রে এইসব কথা নেই যে ব্রাহ্মণ সঙ্গমযুগে থাকে। এই কথাও জানে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা এসে চলে গেছেন, ব্রহ্মাকে আদি দেব বলা হয়। আদি দেবী জগৎ অম্বা, তিনি কে! এই কথা দুনিয়া জানে না। অবশ্যই ব্রহ্মা মুখ বংশী হবে। তিনি ব্রহ্মার স্ত্রী নয়। দত্তক নেন তাইনা। বাচ্চারা, তোমাদেরও তো দত্তক নিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের দেবতা বলা হবে না। এখানে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তিনিও হলেন মানুষ তাইনা। ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীও আছেন। দেবীদের মন্দিরও আছে। সবাই এখানকার মানুষ তাইনা। মন্দির একজনের বানিয়েছে। প্রজাপিতার অসংখ্য প্রজা হবে তাইনা। এখন তৈরি হচ্ছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। সবাই ধর্মের সন্তান, দত্তক সন্তান। এখন তোমাদের অসীম জগতের পিতা ধর্মীয় সন্তান রূপে আপন করেছেন তাইনা। ব্রহ্মাও হলেন অসীম জগতের পিতার সন্তান, তিনিও অবিনাশী উত্তরাধিকার শিববাবার কাছে প্রাপ্ত করেন। তোমরা হলে নাতি নাতনী তোমরাও শিববাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। জ্ঞান তো কারো কাছে নেই কারণ জ্ঞানের সাগর কেবল একজন, তিনি পিতা যত ক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ কারো সদগতি হয় না। এখন তোমরা ভক্তি থেকে জ্ঞানে এসেছো, সদগতির জন্য। সত্যযুগকে বলা হয় সদগতি। কলিযুগকে দুর্গতি বলা হয় কারণ রাবণের রাজ্য। সদগতিকে রামরাজ্যও বলা হয়। সূর্যবংশীও বলে। যথার্থ নাম সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী। বাচ্চারা জানে আমরা-ই সূর্য বংশে ছিলাম, তারপরে ৮৪ জন্ম নিলাম, এই জ্ঞান কোনো শাস্ত্রে থাকতে পারেনা কারণ শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের জন্য। সেসব তো বিনাশ হয়ে যাবে। এখানে যা সংস্কার নিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে সেসব তৈরি করবে। তোমাদের মধ্যেও সংস্কার ভরে যাচ্ছে রাজস্বের। তোমরা রাজস্ব করবে তারা (সোয়েন্টিস্টরা) সেই রাজস্বে গিয়ে যা কলাকৌশল শিখেছে সেসবই করবে। নিশ্চয়ই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজস্বে যাবে। তাদের থাকবে শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান। তারা বিজ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যাবে। সেসবও হল সংস্কার। তারাও পুরুষার্থ করে, তাদের কাছে এই বিদ্যা আছে। তোমাদের অন্য কোনো বিদ্যা নেই। তোমরা বাবার কাছে রাজস্ব নেবে। কাজকর্মে সে সংস্কার তো থাকেই। বিভিন্ন রকমের ঝামেলা থাকে। কিন্তু যত ক্ষণ বাণপ্রস্থ অবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ ঘর সংসারের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। তা নাহলে তোমাদের সন্তানদের কে দেখবে। এখানে এসে তো বসবে না। এমন বলা হয় যখন এই কাজে সম্পূর্ণ রীতি মনোযোগ দেবে তখন সংসার ত্যাগ সম্ভব। তার সঙ্গে নিজের রচনার দেখাশোনা অবশ্যই করতে হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ ভালো ভাবে এই আধ্যাত্মিক সার্ভিসে মনোযোগ দিলে সংসারের মোহ থেকে মুক্তি পেতে পারে। তারা ভাববে, যত সময় এই আধ্যাত্মিক সার্ভিস করা যায়, ততই ভালো। বাবা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে এসেছেন, অতএব বাচ্চাদের এই সার্ভিস করতে হবে। প্রত্যেকের হিসেব দেখা হয়। অসীম জগতের পিতা কেবল পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মতামত দেন, তিনি পবিত্র হওয়ার রাস্তা বলে দেন। বাকি কর্ম যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা, পরামর্শ দেওয়া এনার (ব্রহ্মাবাবার) কর্তব্য। শিববাবা বলেন আমাদের ব্যবসা ইত্যাদির কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না। আমাদের তোমরা ডেকেছো যে এসে পতিত থেকে পবিত্র করো, তাই আমি এনার দ্বারা তোমাদের পবিত্র করছি। ইনিও হলেন পিতা, এনার মতানুযায়ীও চলতে হবে। তাঁর হল আধ্যাত্মিক মত, এনার হল দৈহিক মত। এনার উপরেও অনেক দায়িত্ব আছে। ইনিও বলতে থাকেন শিববাবার আদেশ হল- "মামেকম্ স্মরণ করো"। বাবার মতানুযায়ী চলো। যদি বাচ্চাদের কিছু প্রশ্ন থাকে, চাকরী তে কিভাবে চলবে, সেসব কথা সাকার বাবা ভালোভাবে বোঝাতে পারবেন, ওনার অনুভব আছে, উনি বলবেন। আমি

যেরকম করছি, ওনাকে দেখেই শিখতে হবে, উনি শেখাবেন কারণ উনি হলেন সবচেয়ে প্রথমে। সব রকমের ঝড় ঝঞ্ঝা সর্ব প্রথম ওনার কাছেই আসে তাই সবচেয়ে রুস্তম অর্থাৎ সুদক্ষ বীর হলেন ইনি, তবেই তো উঁচু পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত করেন। মায়াও বীর হয়ে যুদ্ধ করে। ইনি সবকিছু একবারে ত্যাগ করেছেন, এনার পাট ছিল। বাবা এনার দ্বারা করিয়ে নিয়েছেন। করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি করান তো হলেন শিববাবা তাইনা। তিনিও খুশী হয়ে সবকিছু ত্যাগ করেছেন, সাক্ষাৎকারও হয়েছে। এখন আমরা বিশ্বের মালিক হই। এই দৈহিক দুনিয়ার পাই পয়সার জিনিস নিয়ে আমরা কি করব। বিনাশের সাক্ষাৎকারও করিয়েছেন। বুঝেছেন, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। আমরা আবার রাজত্ব প্রাপ্ত করব তখন এক কথায় ত্যাগ করেছেন। এখন তো বাবার মতানুযায়ী চলতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। ড্রামা অনুসারে ভাঙি তো আয়োজিত হবেই। মানুষ একটুও বোঝেনি যে সবাই কেন ছুটেছে। উনি তো (ব্রহ্মাবাবা) কোনো সাধু সন্ন্যাসী নন। উনি তো খুব সাধারণ, উনি তো কাউকে পালিয়ে আসতে বলেন নি। কৃষ্ণের চরিত্রে কেউ নেই। মানুষ মাত্রের কোনো মহিমা নেই। মহিমা তো হল একমাত্র পিতা পরমাত্মার। ব্যস। বাবা নিজে এসে সবাইকে সুখ প্রদান করেন। তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তোমরা এখানে কার কাছে এসেছো ? তোমাদের বুদ্ধি সেখানেও (পরমধাম) যাবে, এখানেও থাকবে কারণ তোমরা জানো শিববাবা হলেন পরমধামের নিবাসী। এখন ব্রহ্মাবাবার মধ্যে এসেছেন। বাবার কাছে আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কলিযুগের পরে নিশ্চয়ই স্বর্গ আসবে। কৃষ্ণও শিববাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়ে রাজত্ব করেন, এতে চরিত্র ইত্যাদির কোনো কথা নেই। যেমন রাজার কাছে প্রিন্স (রাজপুত্র) জন্ম নেয়, স্কুলে পড়াশোনা করে বড় হয়ে রাজসিংহাসনে বসবে। এতে মহিমা বা চরিত্রের কোনো কথা নেই। উঁচু থেকে উঁচু হলেন একমাত্র শিববাবা। মহিমা কেবল শিববাবার-ই হয় ! ব্রহ্মাবাবাও তাঁরই পরিচয় দেন। যদি ব্রহ্মাবাবা বলেন আমি বলছি তো মানুষ ভাববে ইনি নিজের কথাই বলছেন। এই কথাটা তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, ভগবানকে কখনও মানুষ বলা যাবে না। তিনি তো হলেন একমাত্র নিরাকার। পরমধামে বাস করেন। তোমাদের বুদ্ধিও উপরে পরমধামে যায় পরে নীচে আসে।

বাবা দূরদেশ থেকে অন্যের দেশে এসে আমাদের পড়িয়ে ফিরে যান। নিজেই বলেন - আমি আসি সেকেন্ডে। সময় বেশী লাগে না। আত্মাও সেকেন্ডে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে চলে যায়। কেউ দেখতে পায়না। আত্মা খুবই তীক্ষ্ণ। গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। রাবণ রাজ্যকে জীবনবন্ধ রাজ্য বলা হবে। বাচ্চা জন্ম নেওয়ার সাথেই বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। তোমরাও বাবাকে চিনেছো এবং স্বর্গের মালিক হয়েছো তাতেও নশ্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা আছে - পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন, দুইজন পিতা আছে - একজন লৌকিক এবং আরেকজন পারলৌকিক। গায়নও করে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে না কেউ। তোমরা জানো আমরা ভারতবাসী যখন সুখে ছিলাম (স্বর্গে) তখন স্মরণ করতাম না। তারপরে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। আত্মায় খাদ (কর্মের দাগ) পড়লে ডিগ্রী কম হতে থাকে। ১৬ কলা সম্পূর্ণ তার থেকে ২ কলা কম হয়ে যায়। কম পাস হওয়ার জন্য রামকে বাণ হাতে দেখানো হয়েছে। যদিও কোনো ধনুক ইত্যাদি ভাঙে নি। এই রূপ একটা প্রতীক চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই হল সব ভক্তি মার্গের কথা। ভক্তি কালে ঈশ্বর প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মানুষ কত ঘুরে বেড়ায়। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত কর, তাই তোমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তির খোঁজে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়।

" হে শিববাবা " বলা এও একরকম আহ্বান করা হয়ে যায়। তোমরা "হে" শব্দটি বলবে না। বাবাকে স্মরণ করবে। আর্তনাদ করলে তো ভক্তির অংশ থেকে গেছে। হে ভগবান বলাও হল ভক্তি করার স্বভাব। বাবা কি বলেছেন - হে ভগবান বলে স্মরণ করো। অন্তর্মুখ হয়ে আমাকে স্মরণ করো। জপের দ্বারা স্মরণ করবে না। জপ করাও হল ভক্তি মার্গের লক্ষণ। তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো, এখন বাবার গ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। এমন ভাবে বাবাকে স্মরণ করো যেমন লৌকিক সন্তানরা দেহধারী পিতাকে স্মরণ করে। নিজেও দেহ-ভানে থাকে তাই স্মরণও দেহধারী পিতাকে ই করে। পার লৌকিক পিতা তো হলেন দেহী-অভিমানী। এনার মধ্যে এসেও দেহ-অভিমানী হন না। তিনি বলেন আমি এই দেহের লোন নিয়েছি, তোমাদের জ্ঞান প্রদান করার জন্য আমি এই দেহ লোনে নিয়েছি। আমি জ্ঞান সাগর কিন্তু জ্ঞান দেব কীভাবে। গর্ভে তো তোমরা যাও, আমি তো গর্ভে যাইনা। আমার গতি মতি সবই আলাদা। শিববাবা এনার মধ্যে আসেন। এই কথাও কেউ জানেনা। বলাও হয় ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। কিন্তু কীভাবে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন? কি প্রেরণা দেবেন! বাবা বলেন আমি সাধারণ দেহে আসি। তার নাম ব্রহ্মা রাখি কারণ সন্ন্যাস করেন, তাইনা।

তোমরা বাচ্চারা জানো এখন ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হবে না। কারণ মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়। যখন ব্রাহ্মণ স্বরূপ ফাইনাল হয়ে যায় তখন রুদ্র মালা তৈরি হয়, তারপরে বিষ্ণুর মালায় যায়। মালায় স্থান প্রাপ্তির জন্য স্মরণের যাত্রা চাই। ওম্ শব্দের অর্থ আলাদা, ওম্ অর্থাৎ আত্মা। সেই আত্মা বলে আমরা সেই দেবতা ক্ষত্রিয় তারার যদিও বলে আমরা আত্মা

আমরাই পরমাত্মা। তোমাদের ওম্ এবং আমরা সেই - এই কথাটির অর্থ একেবারেই আলাদা। আমরা আত্মা তারপরে আত্মা বর্ণে আসে, আমরা আত্মা সে-ই প্রথমে দেবতা ক্ষত্রিয় হয়। এমন নয় যে আত্মা -ই হল পরমাত্মা, সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার জন্য অর্থ সংশয়-পূর্ণ হয়েছে। অহম্ ব্রহ্মস্মি বলে, এই কথাটিও ভুল। বাবা বলেন আমি রচনার মালিক হই না। এই রচনার মালিক হও তোমরা। ব্রহ্ম তো হল তব্ব। তোমরা আত্মারাই এই রচনার মালিক হও। এখন বাবা সব বেদ শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বসে বোঝান। এখন তো পড়া করতে হবে। বাবা তোমাদের নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। ভক্তি কি বলে, জ্ঞান কি বলে। ভক্তি মার্গে মন্দির তৈরি করে, জপ তপ করে, টাকা খরচ করে। তোমাদের মন্দির অনেকে লুট করেছে। এইসবও ড্রামাতে পার্ট আছে তাই পরে তাদের কাছ থেকে সব ফেরতও আসবে। এখন দেখো কত ফিরে আসছে। প্রতিদিন বৃদ্ধি হচ্ছে। এরাও নিতে থাকে। তারা যত নিয়েছে সব হিসেব মতন ফেরত দেবে। তোমাদের টাকা পয়সা যারা খেয়েছে, তারা হজম করতে পারবে না। ভারত খন্ড তো অবিনাশী খন্ড তাইনা। পিতার জন্ম স্থল। এখানেই বাবা আসেন। বাবার ভূখন্ড থেকে নিয়ে যায় তাই ফেরত তো দিতে হবে। সময় হলে দেখো কত কি পাবে। এই কথা তোমরা জানো। তারা কি বা জানে - বিনাশ কখন আসবে। গভর্নমেন্ট এই কথা মানবে না। ড্রামায় সব পূর্ব নির্দিষ্ট আছে, ধার নিতেই থাকে। রিটার্ন হচ্ছে। তোমরা জানো আমাদের রাজধানী থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে গেছে, সেসব ফেরত দিচ্ছে। তোমাদের কোনো কথার চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু থাকে বাবাকে স্মরণ করার। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ ভস্মীভূত হবে। নলেজ তো খুব সহজ। এবারে যে যত পুরুষার্থ করতে পারে। শ্রীমৎ তো প্রাপ্ত হচ্ছে। অবিনাশী সার্জনের মতামত প্রত্যেকটি কথায় নেওয়া উচিত। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যত সময় পাও তত সময় এই আত্মিক সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে। আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করার সংস্কার ধারণ করতে হবে। পতিতদের পবিত্র করার সার্ভিস করতে হবে।

২) অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মুখে হে শব্দ বলবে না। যেমন বাবার কোনো অহংকার নেই, তেমনই নিরহংকারী হতে হবে।

বরদান:- সংগঠিত রূপে একরস স্থিতির অনুশীলন দ্বারা বিজয়ের নাগাড়া বাজাতে সক্ষম এভাররেডি ভব*
ব্যাখা: বিশ্বে বিজয়ের নাগাড়া তখন বাজবে, যখন সবার সব সঙ্কল্প একটি সংকল্পে সমাযিত হবে। সংগঠিত রূপে যখন এক সেকেন্ডে সবাই একরস স্থিতিতে স্থির হয়ে যাবে তখন বলা হবে এভাররেডি। এক সেকেন্ডে একমত, একরস স্থিতি এবং এক সংকল্পে স্থিত হওয়ার চিহ্ন একটি আঙ্গুল দেখানো হয়েছে, যে আঙ্গুল দিয়ে কলিযুগী পর্বত ওঠানো হয়েছে। তাই সংগঠিত রূপে একরস স্থিতিতে থাকার অনুশীলন করো তবেই বিশ্বে শক্তি সেনার নাম উজ্জ্বল হবে।

স্লোগান:- শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থে ক্লাস্তি আসা - এও একপ্রকার আলস্যের লক্ষণ ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার শ্রীমত তোমাদের সর্বদা সুখী করে তোলে, সেইজন্য দেহধারীদের মত ছেড়ে দিয়ে এক বাবার শ্রীমতে চলো"

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধি এখনো পর্যন্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়নি?

উত্তর:- যাদের উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার মতের উপর বা ঈশ্বরীয় মতে ভরসা নেই, তাদের এদিকে - ওদিকে ঘুরে বেড়ানো এখনো বন্ধ হয়নি। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকার জন্য দুই দিকেই পা রাখা। ভক্তি, গঙ্গা স্নান ইত্যাদিও করে আর বাবার মত অনুযায়ীও চলে। এই সব বাচ্চাদের কি দশা হবে! সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীমতে চলে না, তাই ধাক্কা খায়।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই ভক্তির গীত শুনেছে। এখন তোমরা এ'রকম বলো না। তোমরা জানো যে, আমরা উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবাকে পেয়েছি, তিনি হলেন একই উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। এছাড়া এই সময়ে যে কোনো মানুষই হলো নীচ থেকে নীচ। উচ্চতম মানুষও ভারতে এই দেবী-দেবতাগণই ছিলো। তাদের মহিমা আছে- সর্ব- গুণ সম্পন্ন.... এখন মানুষের এটা জানা নেই যে, এই দেবতাদের এতো উচ্চ কে তৈরী করলো। এখন তো একদম পতিত হয়ে পড়ে আছে। বাবা হলেন উচ্চতমের থেকেও উচ্চ। সাধু-সন্ত ইত্যাদি সকলে তাঁরই সাধনা করে। এরকম সাধুরা পিছনে পড়ে থাকা মানুষরা অর্ধ-কল্প উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরে। এখন তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। তিনি আমাদের শ্রীমত প্রদান করে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম, সদা সুখী করে তোলেন। রাবণের মত অনুযায়ী তোমরা কতো তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছো। এখন তোমরা আর কারোর মত অনুযায়ী চলো না। আমাকে অর্থাৎ এই পতিত-পাবন বাবাকে ডেকেছ তবুও আবার যারা ডুবিয়ে দেয় তাদের পিছনে কেন পড়ছো! একের মত ছেড়ে অনেকের মতে কেন ধাক্কা খেতে থাকছো? কোনো বাচ্চা জ্ঞানও শুনতে থাকে আবার গিয়ে গঙ্গা স্নানও করবে, গুরুদের কাছেও যাবে...। বাবা বলেন সেই গঙ্গা তো কোনো পতিত-পাবনী তো নয়। তবুও তোমরা মানুষের মত অনুযায়ী গিয়ে স্নান ইত্যাদি করলে বাবা বলবেন- আমার উপর অর্থাৎ এই উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার মতের উপরেও ভরসা নেই। একদিকে হলো ঈশ্বরীয় মত, অন্য দিকে হলো আসুরিক মত। তাদের কি দশা হবে। দুই দিকে পা রাখলে তো বিভাজন হয়ে যাবে। বাবার উপরেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা না। বলেও যে বাবা আমি আপনারই হই। আপনার শ্রীমতের উপর আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠব। আমাদের উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার মত অনুযায়ী নিজেদের পা রাখতে হবে। শান্তিধাম, সুখধামের মালিক তো একমাত্র বাবা করে তুলবেন। বাবা আবার বলেন- যাঁর শরীরে আমি প্রবেশ করেছি তিনি তো ১২জন গুরু করেছেন, তবুও তমোপ্রধান হয়ে আছেন, লাভ কিছু হয়নি। এখন বাবাকে পেয়ে গেছে বলে সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবাকে পাওয়া গেছে, বাবা বলেছেন- হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল.... কিন্তু মানুষ হলো একদম পতিত তমোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন। এখানেও অনেক আছে, শ্রীমত অনুযায়ী চলতে পারে না। শক্তি নেই। মায়া ধাক্কা খাওয়াতে থাকে কারণ রাবণ হলো শত্রু, রাম হলো মিত্র। কেউ রাম বলে কেউ শিব বলে। আসল নাম হলো শিববাবা। আমি পুনর্জন্মে আসি না। আমার ড্রামাতে নাম শিব- ই রাখা হয়েছে। একটা জিনিসের ১০টা নাম রাখার জন্য মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে আছে, যার যা এসেছে নাম রেখে দিয়েছে। আসলে আমার নাম হলো শিব। আমি এই শরীরে প্রবেশ করি। আমি কোনো কৃষ্ণ ইত্যাদির মধ্যে আসি না। তারা তো মনে করে বিষ্ণু তো সূক্ষ্মবতনে থাকেন। বাস্তবে সেটা হলো প্রবৃত্তি মার্গের যুগল রূপ। এছাড়া ৪ হাত কারোর হয় না। চার হাত মানে প্রবৃত্তি মার্গ, দুই হাত মানে নিবৃত্তি মার্গ। বাবা প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম স্থাপন করেছেন। সন্ন্যাসী হলো নিবৃত্তি মার্গের। যারা প্রবৃত্তি মার্গের তারাই আবার পবিত্র থেকে পতিত হয়, সেইজন্য সৃষ্টিকে থামানোর জন্য পবিত্র হওয়াটাই হলো সন্ন্যাসীদের পাট। তারাও আছে হলো লক্ষ-কোটি। যখন মেলা চলে তো অনেক আসে, তারা খাওয়ার তৈরী করে না, গৃহস্থীদের আপ্যায়নে চলে। কর্ম সন্ন্যাস করেছে তো আবার খাওয়ার তৈরী করবে কোথা থেকে। তাই গৃহস্থীদের থেকে খায়। গৃহস্থীরা মনে করে - এটাও আমাদের দান হলো। এরাও পূজারী পতিত ছিল, এখন আবার শ্রীমতে চলে পবিত্র হচ্ছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করছে, তাইতো বলে ফলো ফাদার করো। প্রতিটা পদক্ষেপে মায়া আছাড় দেয়। দেহ-অভিমানের বশেই মানুষ আলস্য করে। যদি গরীব হোক বা বিওশালী হোক- কিন্তু দেহ-অভিমান যেন ভাঙতে চায় না। দেহ-অভিমানকে ভাঙাই বেশী পরিশ্রমের। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে দেহতে থেকে ভূমিকা পালন করো। তোমরা দেহ-অভিমানে কেন আসো! ড্রামা অনুযায়ী দেহ-অভিমানেও আসতেই হবে। এই সময় তো সুদূত ভাবে

দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছে। বাবা বলেন তোমরা তো হলে আত্মা। আত্মাই সব কিছু করে। আত্মা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তখন শরীরকে কাটো, কিছু শব্দ বের হয় কি? না, আত্মাই বলে- আমার শরীরকে দুঃখ দিও না। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর বিনাশী। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো। দেহ- অভিমান ছাড়া।

বাচ্চারা, তোমরা যতো দেহী-অভিমানী হবে ততই শক্তিশালী আর নিরোগী হতে থাকবে। এই যোগবলের দ্বারাই তোমরা ২১ জন্ম নিরোগী হবে। যত তৈরী হবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। শাস্তি থেকে বাঁচবে। তা না হলে অনেক শাস্তি পেতে হবে। তাই কতো দেহী-অভিমানী হতে হবে। কারো কারো তো ভাগ্যেই এই জ্ঞান নেই। যতক্ষণ না তোমাদের কুলে আসে অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী না হয়, তো ব্রাহ্মণ না হয়ে দেবতা হবে কীভাবে! যদিও আসে অনেক, বাবা-বাবা লেখে অথবা বলেও কিন্তু শুধুমাত্র বলেই। এক-দুটো চিঠি লিখল আবার হারিয়ে গেল। তারাও সত্যযুগে আসবে কিন্তু প্রজা রূপে। প্রজা তো অনেক হয়, তাই না! সময়ের সাথে যখন দুঃখ অনেক বাড়বে তখন অনেকে ছুটে আসবে। আওয়াজ ধ্বনিত হবে - ভগবান এসেছে। তোমাদের অনেক সেন্টরও খুলতে থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে ঘাটতি আছে, দেহী- অভিমানী হয়ো না। মোটকথা দেহ- অভিমান রয়েছে। শেষে সামান্যতমও দেহ-অভিমান থাকলে তো পদও কম হয়ে যাবে। এসে আবার দাস-দাসী হবে। দাস-দাসীরা নম্বর অনুযায়ী হয়। রাজাদের পণ হিসেবে দাস-দাসী প্রাপ্ত হয়, বিত্তশালীদের প্রাপ্ত হয় না। বাচ্চারা দেখেছে যে রাধে কতো দাসীদের যৌতুক হিসেবে নিয়ে গেছে। সময় এগোলে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। সাধারণ দাসী হওয়ার থেকে তো বিত্তশালী প্রজা হওয়া- ভালো। দাসী শব্দটি হলো খারাপ। প্রজাদের মধ্যেও বিত্তশালী হওয়া তবুও ভালো। বাবার প্রতি সমর্পিত হওয়ার জন্য মায়া আরোই ভালো অভ্যর্থনা করে। সে আরো শক্তিশালী হয়ে শক্তিশালীর সাথে লড়াই করে। দেহ-অভিমান এসে যায়। শিববাবার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাবাকে স্মরণ করাই ছেড়ে দেয়। আরে খাওয়ার সময় হয় আর এইরকম বাবা যিনি বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকে স্মরণ করার সময় নেই। ভালো-ভালো বাচ্চারা শিববাবাকে ভুলে দেহ- অভিমানে এসে যায়। তা না হলে এরকম বাবা যিনি জীবন দান করেন, তাঁকে স্মরণ করে পত্র তো লেখো। কিন্তু এখানে কিছু বলার নেই। মায়া একদম নাকে ধরে উড়িয়ে দেয়। কদম-কদম শ্রীমতে চললে তবে কদমে বা তাঁর অনুসরণে লক্ষ কোটি উপার্জন আছে। তোমরা অগণিত ধনবান হচ্ছে। সেখানে গণনা করা হয় না। ধন-দৌলত, বড় বড় ক্ষেত, বাড়ী ঘর সব প্রাপ্ত হয়। সেখানে তামা, লোহা, পিতল ইত্যাদি থাকে না। সোনার পয়সাই (সিক্কি) হয়। অটালিকাই সোনার তৈরি করে! তো কি হবে না! এখানে তো হলোই ব্রষ্টাচারী রাজ্য, যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা। সত্যযুগে যেমন রাজা-রানী তেমন সব প্রজারা শ্রেষ্ঠাচারী হয়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি মতে বসে কি আর! তমোপ্রধান হয়। বাবা বোঝান- তোমরাও ওরকমই ছিলে। ইনিও ঐরকম ছিলেন। এখন আমি এসে দেবতা করে তুলি, তাও হয় না। নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। আমি খুব ভালো, এইরকম হই ...।

এটা কি আর কেউ বোঝে যে আমরা নরকের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। বাচ্চারা, তোমরা এটাও জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। মানুষ একদম নরকে পড়ে আছে, রাত-দিন চিন্তিত থাকে। জ্ঞান মার্গে যারা নিজের সমান করে তোলার সেবা করতে পারে না, তোমার-আমার চিন্তায় থাকে, তারা হলো রুগ্ন-অসুস্থ। বাবা ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ করলে তো ব্যাভিচারী হলে যে না! বাবা বলেন আর কারোর মত শুনো না, শুধু আমার কাছেই শোনো। আমাকে স্মরণ করো। দেবতাদের স্মরণ করলে সেটাও কিছুটা ভালো, তবুও মানুষকে স্মরণ করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। এখানে তো বাবা বলেন তোমরা মাথাও কেন নত করো! তোমরা এই বাবার (ব্রহ্মা বাবার) কাছেও যখন আসো তো শিববাবাকে স্মরণ করে এসো। শিববাবাকে স্মরণ করো না তো তার মানে পাপ করো। বাবা বলেন- সর্বপ্রথমে তো পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো। শিববাবাকে স্মরণ করো। খুবই শুদ্ধতা আসে। কতিপয়ই তা বুঝতে পারে। এতো বুদ্ধি নেই। বাবার সাথে কীভাবে চলতে হবে, এতে তো অনেক পরিশ্রম করা দরকার। মালার দানা হয়ে উঠতে হবে- একি আর মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার! মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না। বাবার সেবা, বাবার স্মরণ কতো চাই। বাবা রোজ বলেন তালিকা বের করো। যে সব বাচ্চাদের নিজেদের কল্যাণ করার খেয়াল থাকে- তারা সব রকম ভাবে সম্পূর্ণ রকম শোধন করতে থাকে। তাদের খাদ্য-পানীয় খুবই সাস্থিক হয়।

বাবা বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য কতো বোঝান। সব রকমের শুদ্ধতা দরকার। নিরীক্ষণ করা উচিত- আমাদের খাদ্য-পানীয় এমন তো নয়! লোভী নই তো! যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে তো মায়া উল্টো-পাল্টা কাজ করতে থাকবে। ওর জন্য টাইম পড়ে আছে, এরপর বুঝবে- এখন তো বিনাশ সামনে আছে। আগুন ছড়িয়ে গেছে। তোমরা দেখবে বোম্ব কীভাবে পড়বে। ভারতে তো রক্তের নদী বইবে। সেখানে একজন আরেক জনকে শেষ করে দেবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হবে। অসুবিধা ভারতের সবচেয়ে বেশী। নিজেদের উপর খুব নজর রাখতে হবে, আমরা কি সার্ভিস করছি?

কতো জনকে নিজের সমান নর থেকে নারায়ণ করছি? কেউ কেউ ভক্তিতে খুব আটকে আছে বলে মনে করে- এই ছোট কন্যারা কি আর পড়াবে! বুঝতে পারে না যে এদের পড়ানোর জন্য হলেন বাবা অর্থাৎ ভগবান। কিছুমাত্র বিদ্যা আছে বা ধন আছে লড়াইতে লেগে পড়ে। আরুই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সন্ন্যাসের নিন্দা করলে তার ঠাই হয় না। এরপর গিয়ে পাই-পয়সার পদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমার - তোমার এসব চিন্তা ছেড়ে নিজ সম করে তোলার সেবা করতে হবে। এক বাবার থেকেই শুনতে হবে, বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, ব্যাভিচারী হতে নেই।

২) নিজের কল্যাণের জন্যে খাদ্য-পানীয়ের অনেক শুদ্ধতা রাখতে হবে- কোনো জিনিসের প্রতি লোভ রাখতে নেই। সতর্ক থাকতে হবে যাতে মায়া না কোনো উল্টো কাজ করিয়ে নেয়।

বরদানঃ- প্র্যাক্টিক্যাল জীবন দ্বারা পরমাত্ম জ্ঞানের প্রফু দিতে সক্ষম ধর্ম যুদ্ধে বিজয়ী ভব*
এখন ধর্ম যুদ্ধের স্টেজে আসতে হবে। ওই ধর্ম যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সাধন হলো নিজের প্র্যাকটিক্যাল জীবন। কারণ পরমাত্ম জ্ঞানের প্রফুই হলো প্র্যাকটিক্যাল জীবন। নিজের ভাবধারার জ্ঞান আর গুণ প্র্যাকটিক্যালে যেন দেখতে পাওয়া যায়। কারণ- আজকাল ডিসকাস (আলোচনা) করলে নিজের ভাবধারাকে সিদ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু নিজের প্র্যাকটিক্যাল ধারণার প্রতিমূর্তি দ্বারা এক সেকেন্ডে যে কোনো ব্যক্তিকেই শান্ত করাতে পারবে।

স্লোগানঃ- আত্মাকে উজ্জ্বল বানানোর জন্যে পরমাত্ম স্মৃতি দ্বারা মনের চঞ্চলতাকে সমাপ্ত করো ।*